পঞ্চমখণ্ড প্রভাস।

অর্থাৎ

গোলোক খণ্ড বৃন্দাবন খণ্ড মথুরা খণ্ড দ্বারকা খণ্ড এবং
প্রভাস খণ্ড শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন মহামুনি
বেদব্যাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।
শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা সংশোধন হইয়া

গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

চিতপুর রোড ৩৩৬ নম্বর ভবনে
সুচারু যন্ত্রে

শ্রীমতিলাল নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৬। ২৭এ কার্ত্তিক।

মূল্য ১।০ পাঁচশিকা মাত্র

গোলকধামে মহাবিষ্ণুর সহিত মহালক্ষীর কথোপকথন ।

গণেশ বন্দনা।

বন্দ দেব গণপতি, মুষিক বাহনে গতি, পাদ পদ্ম রবির কিরণ। জগত জননী সুত, ঘটে হও আবিভূত, কর যোড়ে করি নিবেদন॥ কে জানে তোমার তত্ব, তুমি রজ তম সত্য, ব্রহ্মময় প্রভু গজানন। দেবের প্রধান তুমি, করি লক্ষ প্রণমামি, কর মোরে কৃপাবলোকন॥ দাড়িম্ব কুসুম আভা, জিনিয়া অঙ্গের শোভা, পারিজাত পুষ্প বিরচিত। যেন প্রভাতের ভানু, তাদৃশ্য আকার তনু, মনোহর অঙ্গ সুশোভিত॥ রত্নময় পদাম্বুজ, আজানু লম্বিত ভুজ, লম্বোদর নাভী সুগভীর। চতুর্ভুজ খর্ব্ব তনু, রম্ভা-তরু উরুজানু, শান্তি মূর্ত্তি দয়াবন্ত ধীর। অঙ্গে যোগ পাটা দোলে, আভরণে মণি জ্বলে, শ্বেতবর্ণ কুঞ্জর বদন। রতনে বেষ্টিত শুণ্ড, শিরে শোভে শশীখণ্ড, বিচিত্র মুকুট সুশোভন॥ শিব সুত বিশ্ব গুরু, সিদ্ধিদাতা কল্পতরু, কৃপাময় গুণের ঠাকুর। দেবেন্দ্র করিয়া ধ্যান, মুনিগণে দিব্য জ্ঞান, বিঘ্ননাশ পাপ কর দূর॥ তব নাম করি তুণ্ডে, অশেষ দুর্গতি খণ্ডে, যাত্রা সিদ্ধি মনের বাসনা। তব পদে মতিরয়, মহেশচন্দ্র দাসে কয় ত্রিপদীতে করিয়া রচনা॥

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা।

নবীন নীরদ আভা, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা, অপরূপ মুরলী বদনে। কভু চতুর্ভুজ, প্রভু, দ্বিভুজ ধরেন কভু, প্রণমহ কেশব চরণে॥ যবে প্রভু চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদাম্বুজ, শোভাকরে কর কমলেতে॥ দ্বিভুজ মুরলি শোভা,

জগতের মনো লোভা, বৃন্দাবনে বাস যে রূপেতে। ললাটে তিলক বিন্দু, বদন সুধার ইন্দু, হাসিতে পীযুশ কতক্ষরে ॥ হেরি পাদ পদ্মদ্বয়, মনে হেন জ্ঞান হয়, রক্ত যবা কালিন্দীর নীরে ॥ চুড়ায় বকুল ফুল, নাহি তার দিতে ভুল, তাহার উপর শিখি পুচ্ছ। তাহাতে হেরিলে ইন্দু, প্রবেশ করয়ে সিন্ধু, আপনারে মনে করি তুচ্ছ॥ স্থলজ জলজ পদ্ম, জিনি দুই পাদপদ্ম, কত শত ক্ষরে তাহে সুধা। তাহা হেরি পুঞ্জে পুঞ্জে, মধু লোভে অলি গুঞ্জে, দরশনে দূর হয় ক্ষুধা ॥ বরাহ রূপ ধরিয়া, ক্ষিতি উদ্ধার করিয়া, ব্রহ্মা রূপে করিলে সৃজন। পশু পক্ষ কীট নরে, যে যেই আহার করে, দিয়া প্রভু করহ পালন ॥ মহাকাল রূপ ধরে, পুনশ্চ সংহার করে, ত্রিলোক লইয়া কর খেলা। ঈঙ্গীতে ব্রহ্মাণ্ড হয়, কখন প্রলয় কয়, কে জানিবে তোমার এলীলা ॥ যোগেতে হয়ে নিপুন, শিব নাহি জানে গুণ, না জানিয়া শ্মশানেতে বাস। ব্রহ্মা চতুর্মুখ তপে, তব নাম সদা জপে, প্রজাপতি হইলা প্রকাশ ॥ তুমি নিরাকার শূন্য, তুমি হে আকার গণ্য, দীননাথ দীনবন্ধু হরি। আকাশ পাতাল ভূমি, যত কিছু সব তুমি, আর ভবে তরিবার তরি ॥ মাধব মধুসূদন, মদন মনোমোহন, মূরারি মুকুন্দ মুরহর। নম গোবর্দ্ধনধারি, নম গোকুল বেহারী, গোবিন্দ গোপাল গদাধর ॥ নম পদ্ম পলাশন, নম পন্নাগ আসন, পদ্ম লাভ পরম পাবন। নমঃ কালীয় দমন, জগন্নাথ জনার্দ্দন, প্রণমহ নৃসিংহ বামন ॥ যেরূপ দিয়াছ শক্তি, সেইরূপ করি ভক্তি, বন্দিলাম তোমার চরণ। মনে করিয়াছি আশ, পুরে যেন অভিলাষ, মহেশ্চন্দ্রের এই নিবেদন ॥

সূচীপত্র।

মথুরা খণ্ড আরম্ভ।

দ্বারকাখণ্ড আরম্ভ।

প্রভাসের যজ্ঞখণ্ড আরম্ভ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

প্রভাসখণ্ড

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

প্রথমোঽধ্যায়।

প্রমদামম্পবোধতবা যদ্বিরুদ্ধমিহদৃশাঃ।
দোষহীনা দয়াধীনা প্রবীনাশোধয়ন্তু তে॥

ভূমিকা।

পরীক্ষিত রাজা বলে কহ মুনিবর। প্রভাস যজ্ঞের কথা শুনিতে সুন্দর॥ কি কারণে যজ্ঞ করিবেন ভগবান। কি জন্যে প্রভাস ক্ষেত্র হয় পুণ্যবান॥ সেই কথা বিশেষিয়া করুণ কীর্ত্তন। তোমার শ্রীমুখে তাহা করিব শ্রবণ॥ শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ভাগ্যধর॥ গোলকে কমলা সহ দেব নারায়ণ। বিবিধ বাক্যাবশানে কহেন তখন॥ শুন লক্ষ্মী গুহ্য কথা শুনাই তোমায়। অংশরূপে অবতার হইবে ধরায়॥ তুমি দেবী অংশরূপ ধারণ করিয়া। তিন অংশ জন্মাইবে অব-

নীতে গিয়া॥ এক অংশ হবে তুমি আদ্যাসনাতনী। জন্ম লবে যশোদার উদরে আপনি॥ আমারে রাখিয়া তোমা যাইবে লইয়া। কংস কাড়ি লয়ে যাবে প্রকাশ পাইয়া॥ পাষাণে যখন তোমায় করিবে আঘাত। কংস কর হৈতে তুমি যাবে অকস্মাৎ॥ বিন্ধ্যবাসিনী রূপ করিয়া ধারণ। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর করি আরোহণ॥ গর্জ্জন করিয়া কথা কংসকে কহিবে। ওরে দুষ্ট কংস তুই মেয়ে কি বধিবি॥ তোবে যে মারিবে জন্মিয়াছে নন্দালয়ে। আজি কিবা কালি তুই যাবি যমালয়ে॥ এতবলি অষ্টভুজা তথায় হইবে। বিন্ধ্যবাসিনী নাম তথা প্রকাশিবে॥ ইন্দ্র আদি নরগণে করিবে পূজন। দ্বিতীয় অংশের কথা শুন বিবরণ॥ রাধা রূপে জন্ম লবে বৃষভানু ঘরে। তব সহ লীলা আমি করিব সত্বরে॥ আয়ান করিছে তপ তো-মার লাগিয়া। তার গৃহে থাকিবেক অচলা হইযা॥ তৃতীয়ত অংশ রূপ হইবে রুক্মিণী। ভীষ্মক রাজার গৃহে জন্মিবে আপনি॥ পূর্ণরূপে তব সহ গোলোকে থাকিব। নিত্য নবরস ক্রীড়া দোহেতে করিব॥ আমি চারি অংশরূপ করিব ধারণ। রামকৃষ্ণ রূপে জন্ম করিব গ্রহণ॥ নন্দ যশোমতী দোহার তপস্যার ফলে। জন্ম লব গিয়া আমি মথুরা মণ্ডলে॥ বসুদেব দৈবকী পরম ভক্ত অতি। সংপ্রতি হইব গিয়া দৈবকী সন্ততি॥ কংস ভয়ে মোরে বসু কোলেতে করিয়া। আমায় রাখিয়া তোমায়

যাইবে লইয়া ॥ সেই স্থলে যশোদার সন্তান হইব। রাধা রূপা তব সহ প্রণয় করিব ॥ আর এক অংশ মম হবে বলরাম। গোধন চরাব গিয়া ব্রজপুর ধাম ॥ তব অংশে যতজন হইবে গোপিনী। জন্ম লবে গিয়া সবে গোকুলে আপনি ॥ মম অংশে গোপাল হইবে যত জন। তাহা-দের সহ ক্রীড়া হবে সর্ব্বক্ষণ ॥ এইরূপ কথোপকথন তুই জনে। দাসে ভণে অতঃপর শুন সর্ব্বজনে ॥

ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং অনন্তং বিশ্বরূপিণাং।
সর্পশয্যা সুখাসীনাং সমুদ্রান্তর্নিবাস্থিনং ॥
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহু শঙ্খচক্র গদাধরং।
পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মনেত্রং সনাতনং ॥

লক্ষ্মীরূপা রাধার খেদ মহাবিষ্ণুর প্রবোধ।

কি কহিলে দয়াময়, শুনে বিদরে হৃদয়, অকস্মাৎ বেন বাক্য শুনি। বুঝি মোরে দাসী বলে, ত্যাগ করি-বেন ছলে, এই ভাব ভেবেছ আপনি ॥ তব সেবা করি-বার, কোন ত্রুটি নাই আমার, কেন হেন কহিলে বচন। মরুত ভবনে যাব, বুঝি আর না আসিব, দাসী বলে করিবে বর্জ্জন ॥ ওহে নাথ দয়াময়, ক্ষমাকর এই দায়, আমি নাহি যাব তথাকারে। পৃথিবী পাতকী অতি, তথায় করিলে গতি, বুঝি আর না আসিব ফিরে ॥ অল্পবুদ্ধি

হীন নারী, কিছুই বুঝিতে নারি, তুমি হে জগৎ মূলা ধার। দুষ্টের বিনাশ কারী, শিষ্টে রাখ শান্ত করি, কে বুঝিবে মহিমা তোমার॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি হর তুমি কৃষ্ণ, তুমি ইন্দ্র তুমি প্রজাপতি। তব দয়া যারে হয়, ধন্য সেই ক্ষিতীময়, আমি কি বলিব হীনমতি। ওহে হরি ব্রহ্মারূপা, আমারে করহে কৃপা, হেন বাক্য না বলিহ আর। ওহে হরি কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু, বিলাপ করেন অনিবার॥ লক্ষ্মীর শুনিয়া বাণী, ঈষদ্ হাসি আপনি, কহিছেন লক্ষ্মীরে তখন। কেন প্রিয়ে অভিমান; করিতেছ অপ্রমাণ, মম বাণী করহ শ্রবণ। আমি যাব ধরণীতে, তুমি রবে এখানেতে, কেমন করিয়া বল মোরে। বলি আমি তেকারণে, যাব চল দুইজনে অংশরূপ ধরি কলেবরে॥ প্রভাসে করিব লীলা, শুন ওহে চারুশীলা, কেন তুমি খেদ কর আর। এতবলি লক্ষ্মী প্রতি, প্রবোধে কমলাপতি, নানাবিধ বুঝান অপার॥প্রভাস পতিত হয়ে, আছেন সামান্য হয়ে, আমি তার বাড়াইব মান। যজ্ঞ করিলে প্রভাসে, পুণ্য স্থান হইবে সে, তাথ বাল [illegible] মান॥ [illegible] কিয়া, কহিলেন কি লাগিয়া, প্রভাস অপতিত হয়ে রয় কহ কহ ওহে হরি, অধিনীরে কৃপাকরি, ত্রিপদীতে মহেশচন্দ্র কয়॥

শৃণুতীর্থ মম বাক্যং মম পুত্রেন হন্ত চ।
ময়াশাপ প্রভাবেন নিষ্কাম জায়তে নীর ॥

প্রভাসের প্রতি সুতপা মুনির অভিশাপ।

সুতপা নামেতে মুনি ছিল তপোধন। মহাতেজপুঞ্জ মুনি ব্রহ্মার নন্দন॥ সুরুচি নামেতে তার ভার্য্যা গুণ-বতী। চিত্রাঙ্গদা নামে হয় তাহার সন্ততি॥ পঞ্চম বৎ-সরের শিশু পরমসুন্দর। বালকের সহ ক্রীড়া করে নিরন্তর॥ একদিন দৈবযোগে বালকেতে মেলি। প্রভাস তীরেতে যায় করিবারে কেলি॥ নদীর তীরেতে আসি যত শিশুগণ। নানারূপ ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥ একে চৈত্রমাস তাতে উপরে ভাস্কর। খরতর বহিতেছে দেব দিবাকর॥ অঙ্গ বহি পড়িতেছে ঘর্ম্ম নিরন্তর। গৃহের বাহির নাহি হয় কোন নর॥ পক্ষিগণ নীড় মধ্যে শ্রান্তি দূর করে। পশুগণ ছায়া মধ্যে বসি একত্তরে॥ ছাগ মেষ মহিষাদি ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর। কেহ কারে পশুগণে নাহি করে ডর॥ রৌদ্রের ভয়েতে কেহ বাহিরে না যায়। লাঙ্গল ত্যজিয়া সব কৃষক পলায়॥ হেন কালে মুনি পুত্র তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে। বারিপান করিবারে চলিল ধাইয়ে॥ যেইমাত্র প্রভাসের নীরেতে নামিল। নীরে নক্র ছিল তারে অমনি ধরিল॥ অগাধ সলিলে লয়ে করিল গমন। হেরি শিশুগণ সবে করিল রোদন॥ কেহ আসি দ্রুতগতি মুনিবরে কয়। প্রভাসে ডুবিয়া মরে তো-

মার তনয়॥ শ্রবণে আকুল তবে হৈল মুনিবর। দুই চক্ষে বারি ধারা বহে নিরন্তর॥ বলে বৃদ্ধকালে মম পুত্র শোক হৈল। এহেন সোণার চাঁদ কোথাকারে গেল॥ পুত্র পুত্র বলি মুনি করেন রোদন। নয়নেতে বহিতেছে ধারার শ্রাবণ॥ সমাচার পাইলেন মুনির ব্রাহ্মণী। আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরণী॥ বলে ওরে পুত্র ধন গেলি কোথাকারে। পুত্র পুত্র বলিয়া ডাকিব আর কারে॥ আর না দেখিব আমি তোমার বদন। আর না শুনিব তব মধুর বচন॥ আর না দেখিব তব সে মুখের হাসি। পূর্ণিমার চন্দ্র সম হইতে প্রকাশি॥ এই রূপ বিধিমতে করেন রোদন। কতক্ষণে মুনিবর পাইল চেতন॥ চৈতন্য পাইয়া তবে মনে মনে করে। প্রভাসের নীরে মম পুত্র ডুবে মরে॥ এত বড় সাধ্য প্রভাস নদীর হয়। হরণ করিয়া লয় আমার তনয়॥ এতবলি হস্তে বারি করিয়া গ্রহণ। প্রভাসের প্রতি শাপ দিলেন তখন॥ যেমন আমার মনে দিলে মনস্তাপ। অপতিত হও তুমি দিনু অভিশাপ॥ কুক্কুরে বর্জ্জিবে তব নীরের উপর। তব নীর স্পর্শ নাহি করিবেক নর॥ এই অভিশাপ যদি করেন প্রদান। প্রভাস জানিলা হেথা আপনার স্থান॥ যোড়হাত করি আ:-ইল মুনির সদন। বলে হেন অভিশাপ দিলে কি কারণ॥ লঘু দোষে গুরুদণ্ড একোন বিচার। শাপান্ত করহ মুনি তুমি মূলাধার॥ তপে তপোধন তুমি মুনিতে প্রধান।

সদয় হইয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥ আমি নাহি তব পুত্র করেছি হরণ। মম তীরে কুম্ভীরেতে করেছে ভক্ষণ॥ আয়ু শেষ হইয়াছে গেছে যমালয়। মম দোষ কেন দেহ মুনি মহাশয়॥ মম শাপ মোচন করহে তপোধন। এত বলি যোড় হস্তে করয়ে স্তবন॥ স্তবেতে সন্তুষ্ট হয়ে মুনিবর কন। শাপান্ত করিনু আমি শুনহ বচন॥ দ্বাপরেতে কৃষ্ণ জন্মিবেন নন্দালয়। কংসকে করিবে বধ গিয়া মথুরায়॥ বসুদেব যজ্ঞ করিবেন তব তীরে। কৃষ্ণ বলরাম দোহে পশিবে তোমারে॥ তাহাতে হইবে তুমি মহাতীর্থ স্থান। প্রভাস বলিয়া তীর্থ হবে তব নাম॥ এতেক বলিয়া মুনি করেন গমন। প্রভাস চলিয়া গেল আনন্দিত মন। ব্রাহ্মণ চলিল তবে শমন আলয়॥ দাসে ভণে এইবার ঘটিল প্রলয়॥

ততঃ কালেন কিয়তা কুম্ভীপাকেষু চ স্থিতাং।
কৃতাত্তরাবান্ দৃষ্টা চ বিষাদমগমৎ দ্বিজ॥
ক্ষুৎপিপাসাকুলো ভূত্বা প্রেতরাজবশংগতঃ।
প্রদেশানীপ্সিতাং স্তত্র প্রাসাদৈরুপশোভান্॥

স্নুতপার যমালয়ে গমন ও পুত্রসহ কথোপকথন।

পুত্র শোকে তপোধন, হইলেন ক্রোধ মন, বলে আজি যাব যমালয়। অকালেতে পুত্র মরে, দেখিব সে শমনেরে,

শাপেতে করিব ভস্মময ॥ এত বলি মহামতি, চলিলেন দ্রুতগতি, নয়নেতে অশ্রু জল ঝরে। যথায় আছে শমন, উপনীত তপোধন,তাহারে কহিছে ক্রোধ ভরে ॥ হে দেবে অবোধ যম, কিসে এত পরাক্রম, আজি তোব নিকট মরণ। থাকিতেঁ আমি বিদ্যমান, শিশুর লইলি প্রাণ, সত্যকরি বলহ কারণ ॥ মিথ্যা না কহিবে কথা, দিলি মম মর্ম্মে ব্যাথা, দেখি তোর কত বড় বল। ভস্ম করিব এখন, দেখি কে করে রক্ষণ, এতবলি হাতে করি জল। মুনিব শুনিয়াবাণী, শমন কহে আপনি, শুন মুনি করি নিবেদন ॥ বিধাতার লিপি যাহা, খণ্ডন কে কবে তাহা, আয়ু শেষে হয়েছে মরণ ॥ শমনের শুনি বাণী, ক্রোধিত হইলা মুনি, বলে হেন করিলি উত্তর। না জানিস তুই মোরে, এখনি শাপেতে তোরে, ভস্মরাশি করিব সত্বর ॥ এতবলি তপো-ধন, ক্রোধ করি ততক্ষণ, হস্তে জল লইল সত্বর। শমন পাইয়া ডর, কহে করি যোড় কর, শুন মুনি আমাব উত্তর ॥ মোরে শাপ নাহি দেহ, তব পুত্রে লয়ে যাহ, এতবলি পুত্রে দেখাইল। দ্রুতগতি মুনি যায়, পুত্রে দেখি-বারে পায়, শীঘ্র আসি কোলেতে করিল ॥ মুনি রে দেখিয়া পরে, সে জন উত্তর করে, বলগো আপনি কোন জন। মোরে তুমি না জানিয়া,কোলে কর কি লাগিয়া,কোথা হৈতে কৈলে আগমন ॥ ব্রাহ্মণ কহিল কথা, আমি তব হই পিতা, তুমি বৎস্য আমার তনয়। তব মাতা তব লাগি, হইয়াছে

হতভাগী, দিবা নিশি ক্রন্দন করয় ॥ ডুবিয়া প্রভাস নীরে, আসিয়াছ হেথাকারে, তব লাগি দহে তার মন। এসেছি তোমায় নিতে, চলহে তুমি গৃহেতে, বিলম্ব আর না সহে এখন ॥ শুনি পুত্র হাসি কয়, তুমি ক্ষিপ্ত মহাশয়, মরিলে কি ফিরে কোন জন। তোমায় নাহিক চিনি. চলে যাহগো আপনি, আমি নাহি করিব গমন ॥ কেবা কার পিতা মাতা, অলীক এসব কথা, তব পিতা হই কতবার। তুমি হও মম পিতা, দিয়ে তোমার মর্ম্মে ব্যাথা, এখানেতে এসেছি এবার ॥ আর না যাইব আমি. ফিরে ঘরে যাহ তুমি, এত বলি শিশু চলে যায়। ব্রাহ্মণ দুঃখিত প্রাণে, দাণ্ডাইয়া সেইখানে, আর পুত্র দেখিতে না পায়। আকুল হইয়া মনে, চলিলেন ততক্ষণে, উপনীত আপন আলয়। সকল বৃত্তান্ত তায়, ব্রাহ্মণীরে দ্বিজরায়, একে একে কহিলেন পরে ॥ বলে গিয়া যমালয়ে, কহি কথা ক্রোধী হয়ে, শুনি ধর্ম্ম ত্রাস পায়ে অতি। মম পুত্র দেখাইয়া, দিলেক মোরে আনিয়া, হেরি আমি যাই দ্রুতগতি ॥ কতই সাধিনু তায়, আসিবারে পুনরায়, পুত্র মোরে চিনিতে নারিল। পরিচয় দিয়া তারে,কতই সাধিনু পরে, কিছু মোরে উত্তর না দিল ॥ [illegible] রহিল তাহায়। প্রতিজ্ঞা করিনু মনে, তপ জপ প্রাণপণে, যাব কৃষ্ণ সাধিতে ত্বরায় ॥ সেই কৃষ্ণ জগবন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু, যদি হন আমার নন্দন। তবেত আসিব ধরা, এই

কহিলাম ত্বরা, তবে ফিরে আসিব ভবন ॥ সুরুচি শুনিয়া কয়, আমি যাব মহাশয়, কৃষ্ণ পুত্র লভিবার তরে। এতবলি দুই জন, চলিলেন ততক্ষণ, দাসে ভণে শুন অতঃপরে ॥

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
যৎ ত্বদীয় পদাম্ভোজে যুদ্ধ্বা মে ভ্রমরায়িত ॥
জানতা জানতাবাপি যোঽপরাধঃ কৃতোময়া।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক ॥
ততঃ প্রসন্ন ভগবান্ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ।
বদং বৃণীষেতি বিপ্র যৎ বরং মনসেচ্ছসি ॥

সুতপা সুরুচির কৃষ্ণ আরাধনা কৃষ্ণ বরপ্রাপ্ত।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তবে হরষিত মন। উপনীত হৈল আসি নন্দন- কানন ॥ কিবা সেই কানন দেখিতে ভয়ঙ্কর। লক্ষ লক্ষ পশুগণ চরিছে বিস্তর॥ সিংহ ব্যাঘ্র পালে পালে মহাভয়ঙ্কর। বিচরণ করিতেছে কানন ভিতর॥ নানা-বিধ বৃক্ষ সব আছয়ে রোপণ। অশোক পুন্নাগ বক অতি সুশোভন॥ অশ্বত্থ কপিত্থ আম জাম মনোহর। সিংশপা তিন্তিড়ি বৃক্ষ রম্ভা [illegible] ॥ হিন্তাল গোতাল আদি শি-রীষ রঙ্গণ। নানাবিধ বৃক্ষগণ কেকরে বর্ণন॥ সেই কান-নেতে আসি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। মুদিত করিয়া আঁখি ভজে চক্রপাণি॥ নিরাহার অনশনে কত দিন রয়। এই রূপ

তপ করে দ্বিজের তনয়॥ ব্রাহ্মণ করয়ে তপ কতেক বৎসর। লক্ষ্মীকে কহেন কথা দেব দামোদর॥ শুনহ প্রিয়সী আমি রহিতে না পারি। দ্বিজবরে বর দিতে যাব ত্বরা করি॥ এতবলি দামোদর আনন্দিত কায়। লক্ষ্মীর নিকট হৈতে হইলা বিদায়॥ গরুড়ে আরূঢ় তবে হয়ে নারায়ণ। উপনীত হইলেন ব্রাহ্মণ সদন॥ যথা তপ করিতেছে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। উপনীত সেইখানে হৈল চক্র-পাণি॥ চতুর্ভুজ রূপ ধরি প্রভু নারায়ণ। ব্রাহ্মণের নি-কটেতে দিলা দরশন॥ মুদিত নয়নে জপ করে দুই জন। হৃদয়েতে ভাবিতেছে প্রভু নারায়ণ॥ কৃষ্ণ কন ওহে দ্বিজ মেলিয়া নয়ন। বর লহ তোমায় হে করিব অর্পণ॥ চক্ষু মেলি হেরিলেন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। দেখে নিকটেতে দাঁড়া-ইয়া চক্রপাণি॥ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরনেতে পীতাম্বর। ত্রি-ভঙ্গভঙ্গিমা রূপ দেখিতে সুন্দর॥ শ্রীকৃষ্ণের ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষ স্থলে। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চরণ কমলে॥ দেখিয়া মোহন রূপ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। গলেতে বসন দিয়া লোটায় ধরণী॥ নানাবিধ স্তব করে করি যোড় কর। জয় জয় করুণাসাগর যদুবর॥ জয় জয় পীতাম্বর জয় জগন্নাথ। কৃপা দৃষ্টি কর নাথ হেরিয়া অনাথ॥ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রূপ ধারি। বামন রূপেতে প্রভু বলি দর্পহারি॥ পরশুরাম রূপে প্রভু হৈলে অবতার। নিঃক্ষত্রি করিলে ক্ষিতি তিন শাত বার॥ রামরূপ অবতারে রাবণ নিধন।

কে জানে তোমার অন্ত ওহে নারায়ণ ॥ এই রূপ স্তব করে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। সদয় হইয়া তবে কন চক্রপাণি ॥ কিবা বর চাহ গো তোমরা দুই জন। সেই বর দিব আমি করিলাম পণ ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী কন কৃষ্ণেরে তখন। তুমি প্রভু মম গর্ব্ভে হইবে নন্দন ॥ হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুনহ বচন। করিলাম বর দান হইব নন্দন ॥ পর জন্মে হব আমি তোমার কুমার। কংস আদি দুষ্ট দৈত্য করিব সংহার ॥ সূরসেন কুলে হবে দেবক রাজন। তাহার গৃহেতে জন্ম করিব গ্রহণ ॥ তব নাম হইবেক দৈবকী জননী। তোমার গর্ব্ভেতে আমি জন্মিব আপনি ॥ ইনি হবেন মম পিতা বসুদেব নাম। তব গর্ব্ভে জন্ম লব এই কহিলাম ॥ এতবলি নাবায়ণ হৈল অদর্শন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দেহ ত্যজিলা তখন ॥

স্নুতপানাম বিপ্রেন্দ্র বসুকেবরূপে স্থিতং।
দেবদ্বিজ গুরুভক্তঃ সর্ব্বলক্ষণাঃ সংযুতং॥

বসুদেব দৈবকীর জন্ম।

মল্লরাজ নামে মল্ল দেশেতে বসতি। সুতপা হইল আসি তাহার সন্ততি ॥ দশমাসে ভূমিষ্ট হইল ততক্ষণ পরম সুন্দর রূপ ভুবন মোহন ॥ পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি পড়ে ভূমিতলে। রূপ দেখি নারীগণ মোহিত সকলে ॥ নগ-

রেতে বাজে বাদ্য অতি ঘোরতর। দুঃখিত দরিদ্রে দান করে নিরন্তর॥ ধাত্রী আসি নাড়িচ্ছেদ করিল তখন। ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল ততক্ষণ॥ ছয়মাসে অন্নাশন করিল তাহার। বসুদেব বলি নাম রাখিল তাহার॥ দিনে দিনে বাড়ে শিশু মনের হরিষে। নানারূপ বিদ্যাবান হইলেন শেষে॥ অহরহ করে শিশু কৃষ্ণ আরাধন। দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত ধার্ম্মিক সুজন॥ ক্রমে ক্রমে বসুদেব বাড়িতে লাগিল। বিবাহের জন্যে সবে চিন্তিত হইল॥ ভোজ বংশে উগ্রসেন রাজা মতিমান্। প্রতাপেতে কেহ নাহি তাহার সমান॥ এক পুত্র কংস নাম বলে বলবান্। বলেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥ ব্রহ্মার বরেতে কারে নাহি করে ডর। যাহার ভয়েতে সশঙ্কিত পুরন্দর॥ দুই ভগ্নী হয় তার দৈবকী রোহিণী। কারে দান দিবে রাজা মনে মনে গণি॥ বসুদেব মহামতী মহাপুণ্যবান্। ডাকিয়া আনিয়া দুই ভগ্নী করে দান। নানারূপ সমারোহে ভগ্নী দান দিয়া। যৌতুক করিল দান আনন্দিত হইয়া॥ মণি মুক্তা আদি করি কত রত্ন ধন। দাস দাসী দিল সঙ্গে সৈন্য অগণন॥ চলে বসুদেব তবে হয়ে হরষিত। সারথি হইয়া কংস চলিল ত্বরিত॥ হেন কালে আকাশে হইল দৈববাণী। ওরে-রে নিষ্ঠুর কংস শুন মোর বানী॥ যেই জনে লয়ে রথে করহ গমন। তাহার অষ্টম পুত্রে তোমার মরণ॥ এত যদি আকাশেতে দৈববাণী

হয়। শ্রবণেতে কংস রাজা মনে পায় ভয়॥ পুনঃ পুনঃ চাহি তবে দেখয়ে নয়নে। দৈববাণী আকাশেতে শুনে ততক্ষণে॥ দেবের শুনিয়া বাণী কংস নরপতি। বিধিমতে বসুদেবে করেন দুর্গতি॥ দৈবকীরে কেশে ধরে কাটিবার মনে। বিনয় করিয়া বসু কহে ততক্ষণে॥ ছিছি মহারাজ বধ নাহি কর নারী। অকস্মাৎ কি কারণ বুঝিতে না পারি॥ কহ কহ কি লাগিয়া কাটিবে ইহায়। বিশেষ করিয়া কথা কহনা আমায়॥ কংস বলে বসুদেব শুন দৈববাণী। শুন দেখি দেবগণ কি কহে কাহিনি॥ দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভে আমার মরণ। একারণে দৈবকীর বধিব জীবন॥ শুনিয়া শান্তনা করি বসুদেব কয়। নারী বধে মহাপাপ ওহে মহাশয়॥ হইলে ইহার পুত্র তোমায় দিব দান। অবলায় নাহি বধ রাখহ পরাণ॥ এত শুনি মনে মনে ভাবিল রাজন্। ইহারে মারিয়া মম কিবা প্রয়োজন॥ ইহার গর্ব্ভেতে পুত্র যেই জন হবে। তাহারে লইয়া বধ করিব যে তবে॥ এতবলি লয়ে চলে আপন ভবন। কারাগারে দোঁহে রাখে করিয়া বন্ধন॥ বক্ষেতে চাপায় আনি দারুণ পাষাণ। বসুদেব দৈবকীর আকুল পরাণ॥ দিবানিসি স্মরণ করিছে দোঁহে হরি। মহেশ্চন্দ্র দাসে কহে ভব ভয়ে তরি॥

শৃণুরাজন্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারকঃ।
মুনিদত্ত বরোন্মত্ত কংসরাজো দুরাসদঃ ॥
কৌশল্যা যশোদারূপে জন্মলাভ মহীতলে।
দশরথঃ নন্দগোপে চ পূর্ব্বজন্ম ময়াকৃতম্ ॥

অথ নন্দ যশোদার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত।

পরীক্ষিত বলে মুনি করি নিবেদন। নন্দ যশোমতী কথা করহ বর্ণন॥ পূর্ব্ব জন্মে এরা দোঁহে ছিলা কোন জন। কৃষ্ণের হইল মাতা পিতা কি কারণ॥ কোন তপে কোন বলে পায় কৃষ্ণ ধন। সেই কথা বিবরিয়া বলহ এখন॥ মুনি বলে শুন রাজা পুরাণের সার। নন্দ যশোদার কথা করিযা বিস্তার॥ ত্রেতাযুগে ছিলা ইনি কৌশল্যা সুন্দরী। অরণ্য হইতে যবে আইলেন হরি॥ আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যা ভবনে। রাম রাজা হইয়া বসিলা সিংহাসনে॥ তার পর অশ্বমেধ কৈলা রঘুপতি। লবকুশ যুদ্ধ করে পিতার সংহতি॥ তদন্তর মিলনান্তে রামায়ণ গায়। সীতারে আনিয়া রাম বামেতে বসায়॥ তদন্তর সবে করে স্বস্থানে গমন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥ হেনকালে কান্দি দেবী কহেন বচন। চারি ভাই বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন॥ আমি তোর জননী রে জনম দুঃখিনী। তোমা ধনে কত দিনে পাব রঘুমণি॥ এত বলি কৌশল্যা যে করেন রোদন। নিবারণ করি কহে দেব নারায়ণ॥ না কান্দ না কান্দ মাতা শুন মম বানি। যেই

মতে পুনর্ব্বার পাইবে আপনি ॥ দ্বাপর যুগেতে পিতা নন্দ ঘোষ হবে। যশোদা রূপেতে মাগো তুমি প্রকাশিবে ॥ হইব পালন পুত্র শুনগো জননী। দশরথ নন্দ রূপে জন্মিবে আপনি ॥ এতবলি চারি ভাই করেন গমন। যোগেতে কৌশল্যা রাণী ত্যজিলা জীবন ॥ দশরথ জন্ম লন গোপের বংশেতে। গোপরাজ নামে খ্যাত হইল ত্রিজগতে ॥ দিনে দিনে নন্দঘোষ বাড়িতে লাগিল। সুনন্দ তাহার পিতা জীবন ত্যজিল ॥ শৈলদ্বীপে জন্মিলেন যশোদা সুন্দরী। নন্দঘোষ বিবাহ করিল যত্ন করি ॥ নন্দ ঘোষ বসুদেবের আছিল মিত্রতা। রোহিণীরে গোপনেতে রাখিলেন তথা ॥ এই নন্দ যশোদার শুন বিবরণ। আর কি কহিব কথা বলহে রাজন্ ॥ রাজা বলে কহ কহ করিয়া বিস্তার। বসুদেব দৈবকীর কি হইল আর ॥ মুনি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। দুই জনে কারাগারে থাকিয়া বন্ধন ॥ অহর্নিশি খেদ করে দারুণ বন্ধনে। বলে এযাতনা আর যাবে কত দিনে ॥ গোলোকেতে থাকিয়া শুনিলা নারায়ণ। দৈবকী জননী মম পাইছে যাতন ॥ এতেক ভাবিয়া তবে দেব নারায়ণ। লোমকূপ হইতে সৃষ্টি কৈলা এক জন ॥ দৈবকীর উদরেতে করেন প্রবেশ। ক্রমে ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হয় শেষ ॥ এক দুই তিন ক্রমে হয় দশমাস। ক্রমেতে সকল লোক পাইল প্রকাশ ॥ প্রথভ হইল পুত্র পরম সুন্দর। রূপেতে করিল আল কারাগার ঘর ॥ পুত্র

দেখি দৈবকীর আনন্দিত মন। বসুদেব কহিতে লাগিল ততক্ষণ॥ শুনহ দৈবকী রাখ বচন আমার। পুত্র লয়ে যাই দেহ কংস দরবার॥ সত্যবন্দি হইয়াছি কংসের সদন। পুত্র হৈলে তব কাছে করিব অর্পণ॥ এপুত্র দে-খিলে দয়া অবশ্য হইবে। অনুমান করি পুত্রে প্রাণে না বধিবে॥ এতবলি পুত্র লয়ে চলিল তখন। উপনীত হৈল আসি কংসের সদন॥ বসুদেবে দেখি কংস সমাদর করে। বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপরে॥ পুত্র দেখি নরপতি জিজ্ঞাসে কারণ। সদ্যজাত পুত্রে লৈয়া আইলে কিকারণ॥ বসু কহে মহারাজ প্রতিশ্রুত আছি। সদ্যজাত পুত্রে তেঁই লইযা এসেছি॥ যতগুলি দৈবকীর হইবে তনয়। তোমার নিকটে এনে দিব মহাশয়॥ হাসি কংস নরপতি কহেন বচন। এপুত্রেতে কিবা মম হবে প্রয়োজন॥ সচ্ছন্দে গৃহেতে নিয়া রাখহ ইহায়। অষ্টম গর্ব্ভের পুত্র দিবেহে আমায়॥ এতবলি কংস রাজা ফিরাইয়া দিল। আন-ন্দেতে পুত্র লয়ে গৃহেতে আনিল॥ সকল কহিল কথা দৈবকী সদন। নামারিল এই সুতে রাখিল জীবন॥ তুমি লয়ে এ পুত্রেরে করহ পালন। এতবলি দৈবকীরে করেন অর্পণ॥ এই রূপ কিছু দিন গত হয়ে যায়। অপরেতে যা হইল শুন নররায়॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্ম করিয়া ভাবনা। মহেশচন্দ্র দাসে করে এগ্রন্থ রচনা॥

পারীক্ষিতোবাচ।

কথং বা ভগবান জাতঃ শঙ্খচক্র গদাধর।
দৈবকী জঠরে জন্ম কিং কর্ত্তু কেন হেতুনা॥

বেদব্যাস উবাচ।

পৃথীব্যাং ত্রিদেবত্যক্তা ভবতে কথয়াম্যহং।
পূরাবসুন্ধরাহ্যাসিৎ কংসারাধন তৎপরা॥
ভাগিনেয়বিনা রাজন্ মরণং ভবাতান্দতে।
তস্মাৎ গচ্ছত্বং হি দেব কংসহন্তুং দুরাসদ॥

কংসের সভায় নারদের আগমন।

সিংহাসনে বসি কংস রাজ-কার্য্য করে। অকস্মাৎ উপনীত নারদ সত্বরে॥ নারদেরে দেখি তবে কংস নরপতি। বসিবারে সিংহাসন দিলা শীঘ্রগতি॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে পূজিল চরণ। আগমন বিবরণ জিজ্ঞাসে কারণ॥ নারদ বলেন শুন কংস নৃপরায়। আশীর্ব্বাদ করিবারে আইনু তোমায়॥ হইল অনেক দিন নাহি দরশন। তবে মহারাজ বল আছেন কেমন॥ কংস বলে তব চরণের আশীর্ব্বাদ। নির্ব্বিঘ্নেতে আছি কিছু নাহিক প্রমাদ॥ কিন্তু এক অমঙ্গল শুন তপোধন। অকস্মাৎ রজনীতে হেরি কুস্বপন॥ কে যেন আসিয়া মোরে করয়ে প্রহার। রজনীতে স্বপ্ন দেখি অতি কদাকার॥ নারদ বলেন রাজা শুনহ বচন। বাতিক হইলে বৃদ্ধি দেখয়ে স্বপন॥ কিন্তু এক অমঙ্গল কর্ম্ম করিয়াছ। বসুদেব দৈবকীরে খালাস

দিযাছ ॥ দৈবকীর হইয়াছে একই নন্দন। তাহারে না মাবি তুমি করিছ পালন ॥ ঋণশেষ অগ্নিশেষ রাখা মত নয। শেষে তব মহারাজ ঘটিবে প্রলয় ॥ এতেক বলিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন। নৃপ স্থানে বিদায় হইল তত-ক্ষণ ॥ নারদের মন্ত্রণায় কংস নরপতি। বসুদেব দৈবকীর করিল দুর্গতি ॥ হস্ত পদ বন্ধন করিল যতনেতে। দারুণ পাথর দিল চাপায়ে বক্ষেতে ॥ সদ্য জাত পুত্রে ধরি মাবিল আছাড়। খণ্ড খণ্ড কবিয়া ফেলিল তার হাড় ॥ দেখি পুত্র শোক পায় দৈবকী সুন্দরী। ঘন ঘন ডাকি-তেছে কোথা গেলে হরি ॥ এখানে গোলকে হরি ভাবিয়া মনেতে। আর এক পুত্র দেন দৈবকী গর্ব্ভেতে ॥ যেই মাত্র সেই পুত্র প্রসব হইল। কংস নরপতি লয়ে নিধন করিল ॥ ক্রমে হয় দৈবকীর ষষ্ঠম নন্দন। জন্মিবামাত্রেতে কংস করেন নিধন ॥ তদন্তর বলরাম সপ্তম গর্ব্ভেতে। অনন্ত প্রবেশ করেন আনন্দ মনেতে ॥ ক্রমেতে পাইছে ভয কংস নরপতি। কারাগারের চারি দিগে রাখে সেনা-পতি ॥ মক্ষিকা এড়াতে নারে কারাগার ঘরে। বসুদেব দৈবকীরে সবে রক্ষা করে ॥ আপনি অষ্টম গর্ব্ভে করিবেন প্রবেশ। ইহা ভাবি বলরামে লয়ে হৃষীকেশ ॥ প্রবেশ করায়ে দেন রোহিণী উদরে। সৈন্যগণ জানে গর্ব্ভ হইযাছে পরে ॥ সপ্তম মাসেতে হয় রক্তপিণ্ড প্রায়। গর্ব্ভস্রাব হৈল বলি রাজারে জানায় ॥ দেখিয়া হরিষ হয় কংস নরপতি।

বলে এত দিনে শঙ্কা দূরে গেল অতি ॥ এইবার গর্ব্ভ যদি উতরিয়া যায়। যত শঙ্কা হইয়াছে দূর হবে প্রায় এই ॥ রূপ মনে ভাবে কংস দৈত্যবর। অক্ষয়কুমার দাসে ভনে শুন অতঃপর ॥

গোকুলে রোহিণী গর্ব্ভে অনন্তদেব নিশ্চয়ঃ।
বলরামরূপে জন্ম কথদামি ময়া শৃণু ॥

বলরামের জন্ম।

শুন ভক্তগণ, গোকুল ভবন, রোহিণীর গর্ব্ভ হয়।
ক্রমে দশমাস, হইল প্রকাশ, পুত্র হবে সবে কয় ॥
ভূতলে শয়ন, অম্বল ভক্ষণ, সদা হাই উঠে মুখে।
নাহিক আহার, সদা নিদ্রা তার, নিদ্রা যায় ধরায় সুখে ॥
যত দেবগণ, কৈল আগমন, পূজা করে উদরেতে।
হৈলে নিদ্রা ভঙ্গ, মনেতে আতঙ্গ, কহে কথা বিনয়েতে ॥
বলে কে আইল, উদর পূজিল, নিদ্রাতে দেখি স্বপনে।
নিদ্রা হৈলে ভঙ্গ, মনেতে আতঙ্গ, প্রত্যাবধি কি কারণে ॥
কোন জন কয়, বাতিক নিশ্চয়, তাহাতে দেখ স্বপন।
আর কিছু নয়, শুনহ নিশ্চয়, দান দেহ নানা ধন ॥
গোপের কথায়, রোহিণী তথায়, দান দেন বিপ্রগণে।
করে আশীর্ব্বাদ, ঘুচায় প্রমাদ, সকলে আনন্দ মনে ॥
প্রসব বেদনা, ক্রমেতে যাতনা, অকস্মাৎ পুত্র হয়।
পরম সুন্দর, রূপ মনোহর, হয় যেন চন্দ্রোদয় ॥

আজানু লম্বিত, ভুজ সুশোভিত, তিলপুষ্প সম নাশা।
দন্ত অবিরাম, মুকুতার দাম, হাস্য অতি সুপ্রকাশা॥
রামরম্ভা তরু, জিনি তার উরু, সিংহ যিনি মধ্য দেশ।
কি কব বর্ণন, সে রূপ গঠন, শেষ হারিমানে শেষ॥
হেরি পুত্র মুখ, উপজিল সুখ, সব দুঃখ দূরে গেল।
পুত্রেরে দেখিতে,আইল সকলেতে,রূপ হেরি মোহ হল॥
বলে মরে যাই, লইয়া বালাই, হেন রূপ নাহি হেরি।
বুঝি এরে বিধি, বিরলেতে দিদি, নির্ম্মায়েছে করে দেরি॥
এরূপ রমণী, কত শত ধনী, প্রসংশিয়া বলরামে।
সকলেতে যায়, আনন্দিত কায়, যেই যাহার আশ্রমে॥
হেথা গোলকেতে, বসিয়া যত্নেতে, ভাবিছেন দয়াময়।
লক্ষ্মী হাসি কন, কহ কিকারণ, আমারে কহ নিশ্চয়॥
এমন ভাবেতে, বসি কি জন্যেতে, সত্য কহ নারায়ণ।
তোমার ছলনা, বুঝে কোন জনা, এই মত্ত ত্রিভুবন॥
লক্ষ্মীর বচন শুনিয়া তখন, কহিছে কমলাপতি।
কংস দৈত্যপতি, বড়ই দুর্ম্মতি, বিনাসিব শীঘ্রগতি॥
পিতা মাতা মোর, আছেন কাতর,সদাই ডাকেন মোরে।
শীঘ্র কৃষ্ণ রূপে, জন্মিয়া স্বরূপে, সংহারিব সে কংসেরে॥
এতেক বলিয়া, শেষ অংশ নিয়া, দেন দৈবকী উদরে।
স্বর্গে দেবগণ, আনন্দে মগন, নৃত্য করে ঘরে ঘরে॥
দেব সুরপতি, আনন্দিত মতি, পুষ্প বরিষণ করে।
বলে এইবার, কংসের সংহার, দুঃখ ঘুচিল অমরে॥

যতেক নৃত্যকী, হইয়া কৌতুকী, নৃত্য করে অমরাতে।
নাহি অবসাদ, ঘুচিল বিষাদ, দাসে ভাসে আনন্দেতে ॥

উদ্দেশ্যং মথুরাং চক্রে প্রয়াসং কমলাসনং।
দৈবকী জঠরে জন্ম নেভেতত্র গদাধরঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বিরাটং গচ্ছবিপ্রেন্দ্র স্নুতং প্রত্যর্পিতো প্রভো।
পুত্রদত্তা যশোদায়ৈঃ কন্যা তস্যা মমালয়ঃ ॥

বসুদেব উবাচ।

বচস্তস্য সমাকর্ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠোহতি হর্ষিতঃ।
ক্রোড়ে কুমারমাদায় বিরাটাভিমুখং যযৌ ॥
যমুনাজলসম্পূর্ণা তৎপথমধ্যবর্ত্তিনী।
অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণা ভয়দুর্গমা।
তাং দৃষ্টা তত্তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্।
বসুদেবোতি দুঃখার্ত্তা বিমলাপতি চিন্তিতং ॥
যশোদাকুক্ষিমধ্যস্থে সর্ব্বাণী মৃগলোচনা।
বৈরাটে নন্দপত্নি চ যশোদাজীজনৎস্নুতাং ॥

শ্রীকৃষ্ণে জন্ম।

এই রূপ নৃত্যকী গণেতে নৃত্য করে। আনন্দের সীমা নাই অমর নগরে ॥ ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ। উদর পূজিতে সবে কৈল আগমন ॥ নানা পুষ্প চয়ন করিয়া যতনেতে। দৈবকীর উদর পূজিল সকলেতে। নানাবিধ স্তব করে যত দেবগণ। নম নম নারায়ণ গরুড়-

বাহন ॥ তংহি হরি পূর্ণব্রহ্ম গোলকের পতি। কে জানে তোমার অন্ত ওহে লক্ষ্মীপতি ॥ এই রূপ নানাবিধ করিয়া স্তবন। দৈবকীর উদর তবে করিল পূজন ॥ চন্দনাদি গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ দিয়া। পূজিল উদর তার যতন করিয়া ॥ গন্ধ পুষ্প দিযা সবে পূজিয়া উদর। অদর্শন হইলেন যতেক অমর ॥ দৈবকী সিহরে উঠে করিয়া রোদন। বসুদেব উঠি তবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ দৈবকী বলেন নাথ শুনহ বচন। রজনীতে দেখিলাম অতি কুস্বপন ॥ দেবগণ আসি যেন কর জোড় করে। গন্ধ চন্দনেতে পূজে আমার উদরে ॥ নানামত স্তব যেন করিয়া আমায়। নিদ্রা ভঙ্গ হৈল আর না দেখি তাহায় ॥ শুনিয়া সিহরি বসুদেব কহে বাণী। এতদিনে প্রসন্ন হইলা চিন্তামণি ॥ বুঝি প্রভু আ-বির্ভাব তোমার উদরে। এইবার আমাদের দুঃখ যাবে দূরে ॥ হরি হরি স্মরি বসু করেন রোদন। দেখিতে দে-খিতে নিশি প্রভাত তখন ॥ প্রভাতেতে দৈবকী যে হেরে সর্ব্বজন। রূপ হইয়াছে তার সোণার বরণ ॥ সেনাগণে জানাইল কংসেব সদন। অবধান নরপতি করি নিবেদন ॥ শুন শুন মহারাজ নিবেদন করি। দৈবকী রূপেতে হৈল পরম সুন্দরী ॥ নিকটেতে যাইতে তার শঙ্কা হয় মনে। আপনি 'এবারে রাজা দেখহে নয়নে ॥ অনুচর বাক্য শুনি কংস নরপতি। ভগ্নীর নিকটে তবে আইল শীঘ্রগতি ॥ রূপ দেখি মোহ যায় কংস নৃপবর। শঙ্কান্বিত হইল তা

হার কলেবর ॥ যেই দিকে কংস রাজা করে দরশন। সেই দিকে কৃষ্ণ রূপ করেন ঈক্ষণ॥ শঙ্কা পায়ে দরবারে গিয়া নরপতি। পাত্রমিত্র সকলেরে কহিল ভারতী ॥ কৃষ্ণ রূপ দেখি আমি কিসের কারণ। যেন কালরূপ সম করি দর-শন ॥ মন্ত্রী বলে মহারাজ কিবা তব ভয়। আমরা করিয়া দিব শ্রীকৃষ্ণকে জয় ॥ এই রূপ নিবারণ করে সর্ব্ব জন। কিছু স্থির হইলেন দৈত্যের রাজন ॥ পরদিন কারাগারে দৈবকী সুন্দরী। মনে মনে ভাবনা করিয়া তবে হরি ॥ বেলা অবসানে যান সরোবর তীরে। চারি দিকে সেনাগণ চলে সবে ঘিবে ॥ স্নানকরি করে দেবী শ্রীকৃষ্ণ পূজন। বলে মোরে রক্ষা কর রাজীবলোচন ॥ করিছে তাড়না মোবে কংসেব কিঙ্কর। তুমি যদি রক্ষা কর ঘুচে এই ডর ॥ এতবলি দৈবকী করয়ে নানা স্তুতি। নিকটেতে থাকি কৃষ্ণ কহেন ভারতী ॥ এই আমি আছি মাগো তব বিদ্যমান। দুষ্ট কংসাসুরে এবার বধিব পরাণ ॥ এতবলি চতুর্ভুজ দেন দরশন। হরষিত হইলেন দৈবকী তখন ॥ কারাগারে আসি কহে বসুদেব প্রতি। এতদিনে দুঃখ বুঝি ঘুচিল সম্প্রতি ॥ মম দুঃখ দেখি তবে কমলার পতি। মাতৃ সম্বোধন করি কহেন ভারতী ॥ দুঃখ ঘুচাইব তব কিছু দিন পরে। কিছু দিন দুঃখ সহি থাক বন্দি ঘরে ॥ শ্রবণেতে বসুদেবের মনে হয় সুখ। বলে এতদিনেতে ঘুচিল বুঝি দুঃখ ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া বসু রহিল তখন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবে শুন ভক্ত-

গণ॥ হইল রোহিণী যোগ অষ্টমী তিথিতে। ভাদ্রমাস কৃষ্ণ পক্ষ হইল তাহাতে॥ মন্দ মন্দ হইতেছে বারি বরিষণ। এই কালে জন্ম নিলেন দেব নারায়ণ॥ চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নারায়ণ। কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বদন॥ রূপ দেখি বসু আর দৈবকী দুজন। অচেতন হয়ে করে ভূতলে শয়ন॥ কোটী সূর্য্য জিনি তেজ অভয় প্রকাশ। বসুরে চাহিয়া তবে দিলেন আশ্বাস॥ নানারূপ যোগ কথা কহিয়া তাহারে। বলে মোরে রাখি আইস নন্দের আগারে॥ এখানে থাকিতে গেলে প্রকাশ পাইবে। কংসের বিনাশ হেতু বিপদ ঘটিবে॥ এতেক কহিয়া হরি নিরব হইল। অষ্টাঙ্গ লুটায়ে বসু প্রণাম করিল॥ সেখানেতে নন্দালয়ে হয়েছেন সতী। যোগ বলে নিদ্রাগত পুরুষ যুবতী॥ সেই কন্যা লয়ে আইস আমারে রাখিয়া। তব দরশনে দ্বার যাইবে খসিয়া॥ চলিলেন কৃষ্ণ রূপ করিয়া স্মরণ। শিশুরে কোলেতে বসু করিয়া তখন॥ ক্রমে ক্রমে উপনীত যমুনার তীরে। হেরিয়া যমুনা বৃদ্ধি কম্পিত শরীরে॥ বলে এ যমুনা পার হইব কেমনে। তীরেতে বসিবা বসু ভাবে মনে মনে॥ হেনকালে শৃগালের রূপে ভগবতী। যমুনার নীর দিয়া করিছেন গতি॥ দেখিয়া বসুর জ্ঞান জন্মিল অন্তরে। বলে শৃগালেতে পারে গেল অতঃপরে॥ আমি তবে কেন মিছে বসি কি কারণ। কৃষ্ণ লয়ে এই বার করিব গমন॥ এতবলি বসুদেব

ত্বরায় চলিল। অনন্ত সহস্র ফণা শীরেতে ধরিল॥ কত-ক্ষণে উপনীত যমুনার পারে। উপনীত হইল গিয়া নন্দের আগারে॥ দ্বারেতে প্রবেশ মাত্র খুলিল দুয়ার। বসুদেব প্রবেশিল সূতিকা আগার॥ দেখে অচেতন তবে যোগমায়া বলে! শয়ন করিয়া নিদ্রা যায় শয্যা তলে॥ যশোদার কোলে শুয়ে আছেন যোগমায়া। কৃষ্ণে রাখি নিল কন্যা বদল করিয়া॥ চলিল কোলেতে লয়ে কন্যায় তখন। সেই রূপ দ্বার দিল করিয়া যোজন॥ কতক্ষণে উপনীত কারাগার ঘরে। কহিল সকল কথা দৈবকী গোচরে॥ দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল॥ রজ-নীতে কংস রাজার ভয় উপজীল॥ দৈবকীর গৃহে তবে পাঠাইল চর। অন্বেষণ করি আইস কারাগার ঘর॥ পুত্র বুঝি হইয়াছে দৈবকীর ঘরে। আজ্ঞা পায়ে সেনাগণ চলিল সত্বরে॥ ডাকিয়া কহিল বসুদেবের গোচর। সত্য করি কহ কথা সবার গোচর॥ দৈবকীর পুত্র কি হয়েছে রজনীতে। আমাদিগে তেকারণে পাঠান যত্নেতে॥ বসু বলে কহ গিয়া রাজার গোচর। কন্যা হইয়াছে এক পরম সুন্দর॥ এতবলি দেখাইল সে কন্যারে আনি। দ্রুতগতি কংসে আসি জানায় কাহিনী॥ অবধান শুন রাজা কংস নরপতি। দৈবকীর কন্যা এক হয়েছে সম্প্রতি॥ শ্রুত-মাত্র আপনি চলিল কংস রায়। দেখি বসুদেব তবে উঠিয়া দাণ্ডায়॥ কন্যারে আনিয়া শেষে দেখায় রাজনে।

বসুদেব বলে তবে বিনয় বচনে॥ নারী জাতি তাহারে কি করিবে রাজন্। স্বচ্ছন্দে আপন পুরে করহ গমন॥ কংস বলে ব্যাধি শেষ রাখা নাহি হয়। ইহারে লইয়া আমি বধিব নিশ্চয়॥ শুনি বসু কন্যা-রত্ন দিল ততক্ষণ। কন্যা লয়ে কংস রাজা করিল গমন॥ যেমন আঘাত রাজা করিবে কন্যারে। কর ত্যাজি উঠে কন্যা পর্ব্বত উপরে॥ বিন্ধ্য পর্ব্বতের পর করি আরোহণ। বিন্দুবাসিনীর রূপ করিলা ধারণ॥ কংস দৈত্য প্রতি তবে কন উচ্চৈঃস্বরে। ওরে-দুষ্ট কংস তুই বধিবি কি মোরে॥ তোরে যে বধিবে জন্মেছেন বৃন্দাবন। দাসে ভণে কন্যা তবে হৈল অদর্শন।

নন্দোৎসব।

দধিদুগ্ধ প্রভাবেন কর্দ্দমস্য ব্রজপুরী।
দীনদুঃখি দারিদ্রেণ দাতব্য নন্দঘোষজ॥

শ্রবণে এতেক কথা, কংস মনে পায় ব্যথা, ভয় তার হইল শরীরে। যেই দিক পানে চায়, কৃষ্ণ দেখি-বারে পায়, চমকিত হইল অন্তরে॥ ভয় পায়ে নরপতি, ভগ্নীকে করে মিনতি, দৈবকীর ধরিয়া চরণ। বলে ভগ্নী রাখ মোরে, বলি তব করে ধরে, তোমা বিনে কে করে তারণ॥ কটু কথা বলিয়াছি, কত যাতনা দিয়াছি, সে সব আর নাহি মনে কর। যদি কর পরিত্রাণ, তবে রহে

মম প্রাণ, কর মোর এই উপকার॥ শ্রবণে এতেক বাণী, *দৈবকী কহে আপনি, শুন ভাই করি নিবেদন।* কিবা দিব তব দোষ, আমাব কর্ম্মের দোষ, হইয়াছে দৈব নির্ব্বন্ধন॥ এতেক বলিয়া তায়, শান্ত্বনা করি রাজায়, রাজ কার্য্যে পাঠায় তখন। ভগ্নীর আশ্বাস পায়ে, চলে কংস হর্ষ হয়ে, বসিলেন রত্নসিংহাসন॥ এখানেতে বিবরণ, শুন সব ভক্তগণ, নন্দ আদি চেতন পাইল। প্রভাত দেখি রজনী, উঠিল যত গোপিনী, কৃষ্ণ দেখিবারে সবে আইল॥ দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ, দূরে যায় মনোদুখ, জানিলেন নন্দ ঘোষ পরে। গোকুলে আনন্দোৎসব, হইল কত মহোৎসব, গোপ গোপীগণ সব পরে॥ আনন্দের নাহি সীমা, বাজিতে লাগিল দামা আনন্দেতে নাচে গোপগণ। দুঃখিত দরিদ্রগণে নানাধন বিতরণে, ভাণ্ডার ফুরায় ততক্ষণ॥ হয়ে নন্দ হরষিত, ডাকি কুল পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের করেন উৎসব। তৈল হরিদ্রা আনি, উৎসব করে আপনি, হরি হরি করিতেছে রব॥ কেহ বলে নীলমণি, কল্যাণে থাকুক আপনি, কেহ বলে শ্রীকৃষ্ণের জয়। করিয়া হরিদ্রা রাশি, ঢালি দেয় অহর্নিশি, নন্দোৎসব হইল তথায়॥ কৃষ্ণের কল্যাণে পরে, দান করে অকাতরে, মণি মুক্তা প্রবাল রতন। বিপ্র পান শালের যোড়া, কেহ পাইলেন ঘোড়া, হস্তী রথ কে করে গণন॥ এইরূপ নন্দোৎসব, করে কত মহোৎসব, নারীগণ আইসে গোকুলেতে।

নিরখিয়া শ্যামরূপ, ভুলিল নয়ন-কূপ, পরস্পর কহে সকলেতে॥ কেহ বলে আহা মরি, হেন রূপ নাহি হেরি জনমিয়া কখন সজনী। কিরূপ গঠেছে বিধি, কখন না দেখি দিদি, ধন্য ধন্য ইহার জননী॥ কত করেছিল পুণ্য, পাইল পুত্র অগ্রগণ্য, রূপের বালাই লয়ে মরি। হেন আমি মনে গণি, গোলক ত্যজি আপনি, গোকুলেতে এসেছেন হরি॥ বৃদ্ধ গোপ কন্যাগণে, কোলে করি কৃষ্ণ ধনে, আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজনে। সবারে যশোদা রাণী, তৈল হরিদ্রা আনি, সকলেরে দিলেন যতনে॥ পাইয়া সকলে দান, গৃহেতে করে প্রস্থান, আশীর্ব্বাদ করি জনে-জন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ, মহেশচন্দ্র দাসে বিরচণ॥

পুতনা বধ।

শ্রুত্বাবাক্যং ততো দেব্যাঃ কংসরাজ স্তুঃদুখিতাঃ।
মন্ত্রিভিঃ মন্ত্রয়ামাস তদ্বধার্থ পুনঃ পুনঃ॥
ভগ্নীত্ব মচ্ছাগচ্ছ গোকুলং নন্দমন্দিরং।
জাজ্ঞাসা রাক্ষসি লব্ধা গোকুলাভিমুখং যযৌ॥
বিষস্তনং কৃষ্ণমুখে দদৌ সা পূতনা তদা।

এইরূপে আছে হরি গোকুল নগর। হোথা কংস ভাবিতেছে আপন অন্তর॥ মন্ত্রী সনে করে রাজা বিশেষ মন্ত্রণা। কিসেতে হইবে দূর কৃষ্ণের যন্ত্রণা॥ যে দিকেতে

যাই আমি হেরি কৃষ্ণ কাল। কেমনেতে দূর হবে এমন জঞ্জাল ॥ নানারূপ মন্ত্রণা দিতেছে মন্ত্রীগণ। কেহ বলে নির্ভয়েতে থাকহ রাজন॥ আমরা মারিব গিয়া তব শত্রু যেই। অবশ্য বধিব তারে যেবা হউক সেই॥ কেহ বলে শুনিলাম লোকের মুখেতে। নন্দ সুত হই-য়াছে শ্রীবৃন্দাবনেতে॥ এক্ষণ এক কর্ম্ম যদি করহ রাজন। বৃন্দাবনে পূতনারে পাঠাও এখন॥ স্তনে বিষ মাখাইয়া যাবে নিশাচরী। গোকুলেতে যাইবে মনুষ্য বেশ ধরি॥ সম্বন্ধ পাতাবে গিয়া যশোদা সঙ্গেতে। কৃষ্ণে কোলে লয়ে স্তন দিবেক মুখেতে॥ বিষস্তন পানে হবে তাহার মরণ। তোমার হইবে জয় শুনহে রাজন॥ এতেক বচন যদি এক মন্ত্রীকয়। সাধু সাধু বলিয়া তাহারে প্রশংসয়॥ পূতনারে ডাকাইয়া কংস নরপতি। বলে ব্রজপুরে তুমি যাহ গো সংপ্রতি॥ স্তনে মাখাইয়া বিষ করহ গমন। মনুষ্যের বেশ তবে করিয়া ধারণ॥ সম্বন্ধ পাতাবে গিয়া যশোমতীর সনে। বিষস্তন দিবে কৃষ্ণে লইয়া যতনে॥ কৃষ্ণেরে মারিয়া যদি আইসহ হেথায়। বহুধন পুরস্কার করিব তোমায়॥ কংসের আরতি পায়ে পূতনা চলিল। পথেতে মনুষ্য বেশ আপনি ধরিল॥ ভুবনমোহন রূপ হয় নিশাচরী। পরম সুন্দর রূপ জিনি বিদ্যাধরী॥ যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয় দেখিলে তাহায়। ঠমকে ঠমকে ধনি ব্রজপুরে যায়॥ ভগ্নী২ বলি তবে চলিল

রাক্ষসী। যশোদা পাইয়া শাড়া দাণ্ডাইল আসি॥ ছল করি নিশাচরী লাগিল কহিতে। তব পুত্র হইয়াছে কেমন দেখিতে॥ বহু দিন হৈল হেথা না পারি আসিতে। কেমন হয়েছে পুত্র না পাই দেখিতে॥ যশোদা তাহার মর্ম্ম কিছু না জানিয়া। কৃষ্ণ ধনে আনি দিল যতন করিয়া॥ রাক্ষসী কোলেতে লয় করিয়া যতন। বিষস্তন মুখে তাঁর করেন অর্পণ॥ যেই মাত্র বিষস্তন দিলেন মুখেতে। অমনি শ্রীকৃষ্ণ টান দেন কৌতুকেতে॥ দারুণ বেদনা পায়ে রাক্ষসী দুর্জ্জয়। মহাশব্দ করি তবে পড়িল ধরায়॥ তাহার চাপনে কত বৃক্ষ চূর্ণ হইল। প্রাণ ভয়ে বনজন্তু পলাইয়া গেল॥ এখানেতে ব্রজপুরে যত গোপ-গণ। বিষম চীৎকার ধ্বনীকরিল শ্রবণ॥ দ্রুতগতি গিয়া সবে দেখিল তথায়। বিকট আকার রূপে পড়িয়া ধরায়॥ তাহার বক্ষেতে খেলিছেন কৃষ্ণধন। দেখি চমকিত হইল যত গোপগণ॥ নন্দ উপানন্দ কৃষ্ণে দেখিয়া তথায়। হাহাকার ধ্বনি করি দ্রুতগতি ধায়॥ শ্রীকৃ-ষ্ণেরে কোলে লয়ে কৈল আগমন। যশোদার প্রতি কত করিল ভৎ সন। যশোদা বলেন আমি কিছুই না জানি। কোথা হৈতে আইল এক সুন্দরী কামিনী॥ ভগ্নী ভগ্নী বলি মোরে সম্বন্ধ পাতায়ে। ক্রোড় হৈতে লয় পুত্র ক্রোড়েতে করিয়ে॥ অনুমান করি এই হবে নিশাচরী। পূর্ব্ব জন্মের সাধনা তেই পাইলাম হরি॥ এত বলি কৃষ্ণধনে লইয়া

তখন। পঞ্চ-গর্ব্বি দিয়া স্নান করায় ততক্ষণ॥ পরদিনে পুরোহিতে নন্দ ডাকাইয়া। কহিল পুত্রের কথা বিশেষ করিয়া॥ কৃষ্ণ নামে গর্গ মুনি করে স্বাস্ত্যয়ন। রক্ষে বান্ধি দিলেন মস্তকে ততক্ষণ॥ পূতনা কৃষ্ণের করে পায় পরি-ত্রাণ। দিব্যরূপ ধরি স্বর্গে করিল পয়ান॥ যতসব গোপ গণ একত্র হইয়া। পূতনা রাক্ষসী দেহ দিল জালাইযা॥ ছার খার হইল পুড়িয়া ততক্ষণ। দাসে ভণে মোক্ষপদ পাইল ততক্ষণ॥

শকট ভঞ্জন।

সকটাসুর নাসাঞ্চ দানবো জীবহিংস্রক।
সিরং পাতু মহাদেবঃ ভৈরবো মে ললাটকং।
ভবানীশো নেত্রযুগ্যং কপর্দ্দিষ শ্রুতি মম॥
ঘ্রাণযুগ্যং সদাপাতু পঞ্চবক্ত্র মুখঃ শিবঃ।
জীহ্বাং কাশীশ্বরঃ পাতু বচনং চন্দ্রশেখরঃ॥

একদিন যশোমতি, শোয়াইয়া যদুপতি, গৃহ কর্ম্ম করিছেন সব। অকস্মাৎ উঠিপরে, নিদ্রা ভাঙ্গি যদুবরে, চারিদিক নেহালয়ে সব॥ দধি দুগ্ধ আদি করি, শকট রাখে সারি সারি, পদাঘাতে দেন ফেলাইয়া। বিষম সে শব্দ তারি, পড়ে শকট সারি সারি, দেখি রাণী উঠে চমকিয়া॥ দ্রুতগতি ধেয়ে যায়, দধি দুগ্ধ মৃত্তিকায়, শকট কত হয়েছে

ভঞ্জন। রাণী চমকি তখন, ভাবিতেছে মনে মন, পুত্র নহে সামান্য এজন॥ এক এক শকটেতে, আছে দুগ্ধ ও জনেতে, এ কেমনে ফেলিল ভাঙ্গিয়া। দুই মাস বয়ক্রম, দেখি এতেক বিক্রম, পুত্র রূপে জন্মে কে আসিয়া॥ এতেক ভাবিয়া মনে, কহে কথা সভাজনে, নন্দ আদি রোহিণী সদন। রোহিণী কহিল দিদি, অনুকুল হয়ে বিধি, তোমায় দিলা পুত্র রত্নধন॥ না ভাবিয়া কিছু মনে, আনিল করি যতনে, পুত্র নিয়া থাকহ কোলেতে। সদা কর আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ হবে মনোসাধ, চিরজীবি হইবে বলেতে॥ যশোদা কহেন বাণী, তাহা নাহি ভাবি আমি, যে দারুন দেখি এ শকট। যদ্যপি পড়িত গায়, বাঁচান যে হতো দায়, তাহা হইলে হইত শঙ্কট॥ এত বলি দেবগণে, ডাকিয়া যশোদা মনে, রক্ষা বন্ধন করেন কৃষ্ণেরে। বলে বিষ্ণু রক্ষা কর, গোপালের কলেবর, জনার্দ্দন রক্ষা কর মোরে॥ জল সাই জল করে, রক্ষা কর দুই করে, মহেশ্বর রক্ষা কর বেশ॥ এইরূপ নন্দরাণী, রক্ষা বান্ধি দেন আপনি, অন্তরে হাসেন হৃষীকেশ॥ বিষ্ণু রক্ষ কলেবর, বরাহ পর্ব্বত ধর, রঘুনাথ রাখহ বাছারে। বৃক্ষে কিবা উচ্চ স্থানে, রক্ষ রক্ষ সর্ব্বজনে, যশোমতী সোপিল কুমারে।

তৃণাবর্ত্ত বধ।

সংপ্রাপ্য মৃণতাং তস্মৈ তৃণাবর্ত্ত তথৈবচ।
বিষ্ণুমায়া প্রভাবেন পপাতধরণীতলে॥
সোঽপ্যেনং মুষ্টিনামূর্দ্ধ্নি বক্ষস্যাহত্য জানুনা।
পাতয়িত্বাধরাপৃষ্ঠে নিষ্পেপেষ গতায়ুষং॥
কৃষ্ণস্তোমালকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলং।
বামমুষ্টি প্রহারেন পাতয়ামাস ভূতলে॥

মুনি বলে তদন্তর শুন নরপতি। এইরূপ রক্ষা বান্ধি দেন যশোমতী॥ পূতনা মরিল যদি শ্রীকৃষ্ণের করে। দূত গিয়া সমাচার দিলেক কংসেরে॥ শুনিয়া পাইল ভয় কংস দৈত্য রায়। পাত্র মিত্র গণে ডাকি বিশেষ জানায়॥ বলে ছয় মাসের শিশু মারিল পূতনা। তাহার সম্মুখেতে বাচিবে কোন জনা॥ যতেক মন্ত্রণা করি সব বৃথা হয়। কৃষ্ণের করেতে মোর মরণ নিশ্চয়॥ পাত্র মিত্র সনে তবে প্রবোধিয়া কয়। শিশুর জন্যেতে এত কেন কর ভয়॥ এক কর্ম্ম কর রাজা করি নিবেদন। তৃণাবর্ত্ত নামে দৈত্য পাঠাহ এখন॥ পাত্রের বচন শুনি কংস নর-পতি। তৃণাবর্ত্তে ডাকাইয়া কহিল ভারতি॥ শুন ওহে তৃণা-বর্ত্ত আমার বচন। একবার যাহ তুমি নন্দের ভবন॥ কৃষ্ণ লয়ে শূন্য পরে উঠিবে সত্বরে। ফেলিয়া দিবেক লয়ে ধরণী উপরে॥ তাহারে মারিতে যদি পারহ এখন। পুর-স্কার দিব তোরে বহুরত্ন ধন॥ রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলে দৈত্য চর। উপনীত হইল আসি কৃষ্ণের গোচর॥

রাজাদেশে তৃণাবর্ত্ত আসিয়া তখন। কৃষ্ণ লয়ে আকাশে উঠিল ততক্ষণ॥ পর্ব্বত জিনিয়া শিশু বহিতে না পারে। মনে ভয় পায় দৈত্য চারিদিগে ফিরে॥ দৈত্যের দৌরাত্ম দেখি দৈত্য চিন্তামণি। গলা চাপি ধরিলেন দুহাতে আপনি॥ দেখিয়াত ভয়ে দৈত্য পড়িল সঙ্কট। মুখে নাহি স্বরে বাণী করে ছট ফট॥ দুই আঁখি উলটিল হরিল চেতন। ভূমেতে পড়িয়া দৈত্য ত্যজিল জীবন॥ পড়িল আকাশ হইতে শীলার উপরে। খণ্ড খণ্ড হইল তাহার কলেবরে॥ শীলাতে পড়িয়া তার অঙ্গ হয় চুর। শঙ্করের বাণে যেন পড়িল অসুর॥ গোপ গোপীগণ কান্দে আকুল হৃদয়। হেনকালে দৈত্য পরে মনে পায় ভয়॥ খেলাইছে কৃষ্ণ তার বক্ষের উপর। ঈষৎ মধুর হাসি দেখিতে সুন্দর॥ নামিবারে চাহে শিশু ভয় নাহি মনে। দ্রুত গিয়া নামাইয়া আনে গোপীগণে॥ সব দুঃখ দূরে গেল হেরি যদুবর। গোকুল ভরিয়া হয় আনন্দ বিস্তর॥ নন্দ আদি গোপগণ মনে পায় প্রীত। হারাধন পাই পুত্র দৈবের লিখিত॥ নিজ পাপে হিংসকের হয় তো মরণ। বিধাতার লিপী ইহা কে করে খণ্ডন॥ আমি কোন কালে পুণ্য না করি কোথায়। কোন্ পুণ্যে এই ধনে পাই পুনরায়॥ এইরূপ নন্দ ঘোষ ভাবে মনে মন। দাসে ভণে অপরেতে শুন ভক্তগণ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ।

সত্যযুগে শুক্লবর্ণং ত্রেতায়াং রক্তবর্ণয়োঃ।
দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণস্ত পীতবর্ণ কলৌ যুগে॥
রোহিনী ইতি পুত্রে চ নাম শঙ্কর্ষণ প্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণ ইতি নামাক্ষ বচনং যশোদাত্মজঃ॥
তস্যাহং সম্ভবো নিত্যং জন্মাদিস দ্বিজোত্তমঃ।
যঃ শৃণোতি পঠেন্নিত্যং ব্রহ্মহত্যাদি পাতকাং॥

মুনি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। যেই রূপে হয় কৃষ্ণের নামকরণ॥ যদুকুলো পুরোহিত গর্গ মুনি নামে। গোপনেতে বসুদেব ডাকাইয়া আনে॥ বসু বলে শুন মুনি করি নিবেদন। একবার যাহ তুমি নন্দের ভবন॥ রাম কৃষ্ণের নামকরণ করিয়া আসিবে। আমার দুঃখের কথা সব জানাইবে॥ বসুর বচন শুনি গর্গ মুনি বর। উপনীত হৈলা গিয়া নন্দের গোচর॥ মুনিরে দেখিয়া নন্দ উঠিলা সাদরে। কুশাসনে বসাইল পরম আদরে॥ পাদ্য অর্ঘ দিয়া তবে জিজ্ঞাসে কারণ। কি জন্যেতে মহাশয় হৈল আগমন॥ গর্গ মুনি বলে নন্দ শুনহ বচন। বসুদেব পাঠাইলা তোমার ভবন॥ আছয়ে তোমার নাকি দুইটী কুমার। নামকরণ করিব আমি তাহা দোঁহাকার॥ যদি বল নাহি আমি কুল পুরোহিত। সর্ব্বত্রে বিখ্যাত আমি জগতে বিদিত॥ বসুদেব বাক্য আমি নাপাবি লঙ্ঘিতে। তেকারণে আইলাম তব ভবনেতে॥ শীঘ্রগতি করহ সকল আয়ো-

জন। গুপ্তভাবে সব কর্ম্ম করিব সাধন ॥ এত শুনি নন্দ-
রাণী উদ্যোগ করিল। গর্গ মুনি কুসাশন উপরে বসিল ॥
মুনি বলে শুন নন্দ নামের বিধান। রাখিব যাহার যেন
রূপ অনুপাম ॥ রোহিণী পুত্রের নাম শুন বিদ্যমান।
মনোহর রূপ হেরি হৈল বলরাম ॥ যদুবংশে বাড়াইব
প্রধান পিরিতী। ভিন্ন তবে করিব যে খণ্ডিবে দুর্গতি ॥
শঙ্কর্ষণ নাম হয় এই সে কারণে। যশোদা পুত্রের নাম
শুনহ বচনে ॥ এ বালক যুগে যুগে হবে অবতার। নানা
নাম নানা বর্ণে আছিল ইহার ॥ সত্য যুগে শুক্লবর্ণ অবতার
হৈল। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হইয়া জন্মিল ॥ এখন দ্বাপর
যুগে কৃষ্ণবর্ণ ধরে। পীতবর্ণ কলিকালে হবেন সত্বরে ॥
যুগধর্ম্মে নিজ নাম হইবে প্রচার। যদুবংশে হবেন চৈতন্য
অবতার ॥ পূর্ব্বেতে ইহাঁর নাম বাসুদেব ছিল। এবে
তাঁর পুত্র হয়ে ধরায় জন্মিল ॥ কত নাম কত গুণ কত
কব ধর্ম্ম। হেন কেহ নাহি যে ইহার জানে কর্ম্ম ॥ এই
পুত্র ব্রজকুলে করিবে কল্যাণ। কত শত বিপদে করিবে
পরিত্রাণ ॥ ইহার প্রসাদে তুমি থাকিবে স্বচ্ছন্দে। গোপ
গোপীগণ যত বাড়িবে আনন্দে ॥ দস্যু ভয় পূর্ব্বেতে
আছিল ক্ষিতিময়। এই পুত্র হৈতে দস্যু করিবে বীজয় ॥
ইহাতে সন্তোষ যার বাড়িবে পীরিতি। সর্ব্ব সুখী হবে সবে
খণ্ডিবে দুর্গতি ॥ ঋপু ভয় নাহিবে খণ্ডিবে ভবভয়। বিষ্ণু
অবতার ইনি তোমার তনয় ॥ ইহাকে জানিহ সত্য ইনি

নারায়ণ। এ শিশু রাখিবে নন্দ করিয়া যতন॥ এতেক বলিয়া গর্গ গেল মধুপুরে। আনন্দিত হয়ে নন্দ আপনা পাসরে॥ এই রূপে কিছু দিন গত হয়ে যায়। পয়ার প্রবন্ধে চন্দ্র রচিলা ভাষায়॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও মৃত্তিকা ভক্ষণ।

বৃন্দাবনং মৎপ্রকটং মুগ্ধং প্রকট চক্ষুষা।
তস্মাৎ ত্বং গচ্ছ মার্ত্তণ্ড গোকুলং গোকুলাশ্রমং॥
তত্রাবির্ভাবমাসাদ্য পরিবার সমন্বিতঃ।
হরিষ্যামী ভূবোভারং ভূত্বানন্দস্য বাত্মজং॥
সাচবৈচাংশ ভাগেন গোপগোপীসমন্বিতাঃ।
আভীরবংস প্রভবো ভক্তানামিপ্সিতঃ প্রদঃ॥

মুনি বলে অপরেতে শুনহে রাজন। রামকৃষ্ণ বাল্য-লীলা করে দুইজন॥ দুইহাতে দুইজানু ভূমিতে পাতিয়া। হাটিতে শিখিলা কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া॥ খরতর হস্তপদ তুলিয়া ফেলায়। ব্রজের মাঝেতে হরি কর্দ্দম খেলায়॥ কঙ্কণ আর কিঙ্কিনীর রূনু রূনু রোল। স্তব্ধ শুনিয়া দোঁহে আনন্দে হিল্লোল॥ অন্য জনে দেখিলে মনেতে হয় ভয়। যশোদার নিকটেতে লুকাইয়া রয়॥ যশোদা রোহিণী তবে পুনঃ লয়ে কোলে। বক্ষের উপরে তুলে শ্রীমুখ নেহালে॥ প্রেমভাবে দোঁহার শরীর নহে স্থির। স্নেহভরে আনন্দে নয়নে বহে নীর॥ পঙ্ক জিনি পীতধড়া অতি মনোহর।

পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর॥ স্তন পিয়াইতে মুখ করে নিরীক্ষণ। মন্দ মন্দ মধু হাসি নবীন দশন॥ আনন্দ সাগরে ভাসি নটবর অঙ্গ। রহিতে নাহিক পারে পাইলে আতঙ্ক॥ যখন বালক লীলা করে বনমালী। যশোদা সহিতে নারে তাহার ধামালি॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে দোঁহে ধায়। দেখিয়া গোপিনীগণ পিছে পিছে ধায়॥ বড় বড় মহীষ বৃষের শৃঙ্গ ধরে। বনের ভিতরে যায় জলে গিয়া পড়ে॥ সর্প ধরিবারে যায় হইয়া নির্ভয়। কেহ নিবারিতে নারে দেখাইয়া ভয়॥ চঞ্চল দোঁহার বেশ মধুর মূরতি। রাখিতে না পারে মাতা সকাতর অতি॥ নিজ গৃহ কর্ম্ম রাণী না পারে করিতে। মনে ভয় দুঃখ পায় না পারে ধরিতে॥ কত দিন পরে যত ব্রজ শিশু সঙ্গে। করেন বিবিধ কেলী আনন্দেতে রঙ্গে॥ নানা মনোহর কেলি করে যদুরায়। গোপ গোপীকার চিত্তে আনন্দ বাড়ায়॥ কৃষ্ণের চঞ্চল লীলা দেখি গোপীগণ। যশোদার স্থানে গিয়া করে নিবে-দন॥ শুনহ যশোদা রাণী কৃষ্ণের ব্যাভার। ছড়ায়ে ফেলায় দধি দুগ্ধের পসার॥ বাছরি লইয়া গাভি দুগ্ধেতে পিয়ায়। মারিবারে যাই যদি হাসিয়া পলায়। তব পুত্র গুণ মাগো কি কব তোমায়॥ ঘরে ঘরে দধি দুগ্ধ চুরি করি খায়। খাইতে না পারে যদি বালক ভুঞ্জায়॥ নহে বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায়। যদি ঘরে নাহি পায় করে অহঙ্কার। পোড়ায়ে ফেলিব ঘর আর যে দুয়ার॥ এত বলি ধেয়ে

আসি মারিবার তরে। পলাইয়া গেলে সবে আর বুদ্ধি করে॥ পিঁড়ার উপরে তবে উখনি তুলিয়া। সব দুগ্ধ দধি ফেলে তাহাতে ভাঙ্গিয়া॥ শূন্য ভাণ্ডে তাহাতে দধির ভাণ্ড ধরি। সীকাতে তুলিয়া দধি তাহে উর্দ্ধ করি॥ যে ভাণ্ডে গোরস থাকে তার তত্ত্ব জানে। ছেঁদা করি সে ভাণ্ড ফেলায় ততক্ষণে॥ অন্ধকার গৃহে জলে পদের রতন। ভাঙ্গিয়া ফেলায় দধি দুগ্ধের ভাজন॥ যদি বল তোমা সব থাকহ দুয়ারে। কেমনেতে গৃহে শিশু প্রবেশিতে পারে॥ গৃহ কর্ম্মে মোরা সব থাকি গো যখন। তখনি তোমার পুত্র করে আগমন॥ লেপিয়া পুচিয়া করি স্থান পরিষ্কার। দেব পিতৃ পূজা যজ্ঞ ব্রত করিবার॥ তাহাব উপরে বসি মল মূত্র ছাড়ে। এখন আছয়ে ভাল বাক্য নাহি কাড়ে॥ হেঁট মাথে রহে কৃষ্ণ সভয় বদনে। রাণীর নিকটে কহে যত গোপীগণে॥ আড় চক্ষে চাহে সব করিয়া নেহালি। পাছে আর ক্রোধ যদি করে বনমালী॥ শ্রবণে পুত্রের কথা হাসে নন্দরাণী। ভাল মন্দ কিছুই না বলে একবাণী॥ নানা লীলা করি হরি পিরিতী বাড়ায়। ব্রজপুরে গোপ গোপীর আনন্দে ভাষায়॥ এক দিন রামকৃষ্ণ ব্রজ শিশু সঙ্গে। বহুবিধ বাল্যলীলা করিছেন রঙ্গে॥ বালকে জানায় গিয়া যশোদা গোচরে। মৃত্তিকা ভক্ষণ আজি তব পুত্র করে॥ ধেয়ে গিয়ে বালকে ধরিল নন্দরাণী। ভৎ-সিয়া পুত্রের তরে কহে কিছু বাণী॥ কেনরে মৃত্তিকা খাও

ওরে নীলমণি। দণ্ডে দণ্ডে তোমারে খাওয়াই ছানা ননি॥
সভয় নয়নে শিশু বদন নেহারে। পাছে ক্রোধ করি মাতা
মম প্রতি মারে॥ মাটী খাই নাই আমি শুনগো জননী।
এসব বালকগণ মিথ্যা কহে বাণী॥ ইহাদের বাক্য যদি
সত্য করি মান। আমার বদন তবে দেখ বিদ্যমান॥
যশোদা বলেন দেখি মেল মুখ খানি। শুনিয়া মেলিলা মুখ
প্রভু চক্রপাণি॥ সাক্ষাৎ ঈশ্বর লীলা নর কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড দেখেন হরির মুখের ভিতর॥ সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু
সাগর সঙ্গম। নদ নদী পর্ব্বত পাতাল গ্রহগণ॥ চন্দ্র সূর্য্য
পবন বরুণ হুতাশন। জ্যোতিষ মণ্ডল জল তেজঃ গ্রহ-
গণ॥ দশদিক আকাশ মণ্ডল সুরপুরী। সকল ইন্দ্রিয়গণ
মন আদি করি॥ সত্ব রজ তম তিন গুণ মূর্ত্তিমান। অষ্ট
যোগ অষ্ট সিদ্ধি কে করে বাখান॥ কাল কর্ম্ম সবার
অদিষ্ট আদি করি। এসব সকল আছে নিজ রূপ ধরি॥
আপনাকে দেখে রাণী আছেন তথায়। মনে মনে যশোদা
ভাবেন অভিপ্রায়॥ স্বপন দেখিনু কিবা দেখি দেব মায়া।
কিবা মম বুদ্ধি ভ্রম হইল আসিয়া॥ দেখিলাম পুত্রের
বদনে অষ্ট সিদ্ধি। আচম্বিতে কিবা মোর ভ্রম হয় বুদ্ধি॥
বিচার না করি মনে জানি তত্ত্ব সার। জগত সৃজন যেবা
করেন সংহার॥ যোগিন্দ্র মুনিন্দ্র যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সেই জন জন্মাইলা আমার আলয়॥ যাঁহার মায়াতে মম
এসব মূরতি। সেই প্রভু পুত্র ভাবে পেলেম সম্প্রতি॥

এই রূপে তত্ত্ব যদি জানিলেন রাণী। বিষ্ণু মায়া প্রকাশেন দেব চক্রপাণি॥ তত্ত্ব জ্ঞান ধ্বংস তার হয় সেই ক্ষণে। পুত্র ভাবি স্তন পান করান যতনে॥ নয়নে আনন্দ ধারা পুলকিত অঙ্গ। আনন্দ সাগরে ভাষে প্রেমের তরঙ্গ॥ চারিবেদ আদি করি যার গুণগায়। শনকাদি মুনিগণে যাহার ধেয়ায়॥ ব্রহ্মা শঙ্কর যার কমলা কিঙ্করী। পুত্র হেন ভাব তাঁরে ভাবে ব্রজেশ্বরী॥ মহেশচন্দ্র দাস দে করে নিবেদন। চরম কালেতে যেন পাই শ্রীচরণ॥

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।

সকটাস্থর নাশাঞ্চ দানবো যমলার্জ্জুন।

রাজা বলে কহ কথা শুনি তপোধন। তবে কোন কর্ম্ম করিলেন নারায়ণ॥ সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ আমায়। কৃষ্ণের মহিমা শুনি তোমার কৃপায়॥ মুনি কন এক দিন ব্রজে ব্রজেশ্বরী। নানা কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া কিঙ্করী॥ দধি মথে আপন পুত্রের গুণগায়। যে যে বাল্য চরিত্র করেন যদুরায়॥ পট্টবস্ত্র পরিধান অভরণ অঙ্গে। কৃষ্ণ গুণে মগ্ন দেবী হইয়াছে রঙ্গে॥ বিগলিত কুচযুগ সঘনে কম্পয়। রর্জ্জু ঘরিযণে ঘন যখন দোলয়॥ দধিমথে ব্রজনারী বাহে· দিয়া টান। উচ্চৈঃস্বরে করয়ে পুত্রের গুণগান॥ হেনকালে আসি তথা আপনি শ্রীহরি। দুই ভুজ দিয়া দড়ির টান দেন ধরি॥ দণ্ড ধরি করে হরি মথনে নিষেধ। মাতার

আনন্দে বাড়ে তাহে নাহি খেদ ॥ কোলেতে করিয়া তবে পিয়াইলা স্তন। মন্দ মন্দ মধুর হাসি করে নিরীক্ষণ ॥ বালকের তৃপ্ত নাহি হয় স্তনপানে। উথলিয়া পড়ে দুগ্ধ যশোদা না জানে ॥ ভূমেতে ফেলিয়া দুগ্ধ যশোদা সুন্দরী। ঘরেতে প্রবেশ করি আসি ত্বরা করি ॥ দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম হাসে ব্রজরাণী। এই যে আছিল কোথা গেল নীল-মণি ॥ শীকার উপরে আছে সাজো ননী শর। উঠিয়া সকল হরি ফেলান সত্বর ॥ চুরি করি খায় ননী বালকে ভুঞ্জায়। তরাসে মায়ের পানে ফিরিয়া না চায় ॥ অন্বেষণ করি রাণী বেড়ান শ্রীহরি। দেখিয়া পলান তবে আপনি মুরারি ॥ যষ্ঠী হাতে দেখি হরি সত্বরে পলান। অন্বেষণ করি ফিরে ফিরে স্থানে স্থান ॥ যশোমতী ধায় কৃষ্ণ ধরিতে না পারে। মারিবার ভয়ে হরি পলান সত্বরে ॥ বহু জন্ম তপ করি মহাযোগিগণে। চিত্তে প্রকাশিয়া যারে না পায় ধ্যেয়ানে ॥ শ্রুতিগণ রহে যার পথ অনুসারি। হেন মাতার ভয় করি পলান মুরারি ॥ পাছে পাছে ধায় দেবী গমনে মন্থরা। কেশ পাশ নাহি বান্ধে বাহ্যে জ্ঞানহরা ॥ ধ্যেয়ে রাণী শিশুরে ধরিল ধাওয়া ধাই। আঁখি কচালেন শিশু মনে ভয় পাই ॥ অপরাধ ভয়ে শিশু করেন রোদন। না স্বরে মুখের বাণী বিহ্বল লোচন ॥ দুই হাতে পুত্রেরে ধরিয়া সযতনে। তর্জ্জন গর্জ্জন করে বিস্তর ভৎ'সনে ॥ মনে করে যদুমণি পাছে পায় ডর। এতবলি হস্ত বাড়ি ফেলেন

সত্বর ॥ মনে মনে যশোমতী ভাবেন তৎপরে। দামদড়ি দিয়া হরি বান্ধিছেন করে ॥ বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি সমান। আর দড়ি দিয়া করে বান্ধিতে সন্ধান ॥ যেই দড়ি যশোমতী বান্ধিবারে যায়। কোন দড়ি নাহি কৃষ্ণের অঙ্গুলি কুলায় ॥ সকল গৃহের দড়ী আনি একে একে। বন্ধন করযে রাণী আপন বালকে ॥ শ্রমজলে ভিজিল সকল কলেবর। উন্মত্ত হইল রাণী খসিল অম্বর ॥ দেখিযা মাযের শ্রম প্রভু দয়াময়। আপনার বন্ধন আপনি মাগী লয় ॥ ভকতের বশ হরি ভকত অধীন। ভকতের সঙ্গে কিছু নাহি ভাবে ভীন ॥ মনে মনে ভাবিতেছে প্রভু নারায়ণ। আমার মায়াতে ভক্ত বদ্ধ ত্রিভুবন॥ আমাব মায়ায সম নাহি কোন জন। ভক্তের ইচ্ছাতে লই আপনি বন্ধন ॥ আমিহ ভক্তের বশ জগতে বুঝায়। ব্রহ্মা শিব আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥ যশোমতী বন্ধন করিযা ততক্ষণ। উদুখল সহ রাখে করিয়া বন্ধন ॥ দুই বৃক্ষ হেরি হরি পর্ব্বত আকার। যমলার্জ্জুন নামে দুই কুবের কুমার ॥ জগতে বিখ্যাত তারা দুইসহোদর। শাপেতে হইয়াছে দোঁহে দীর্ঘ তরুবর ॥ নারদের শাপে দোঁহে বৃক্ষরূপ ধরি। নিকটেতে দেখে তবে আপনি শ্রীহরি ॥ মহেশ্চন্দ্র দাসে ভণে শুন ভক্তগণ। অতঃপর যা হইল করহ শ্রবণ ॥

যমলার্জ্জুনের পূর্ব্ব বিবরণ।

পারীক্ষিতবাক্যং।

শৃণুস্ব মুনিশার্দ্দূল কথা পুরাতনং ময়া।
যমলার্জ্জুন জন্মস্য কথ্যমান ময়া শৃণু॥

বেদব্যাস বাচ।

শিবানুচর দোর্দ্দণ্ড কুবের তনয়দ্বয়।
নারদশাপগ্রস্তোহয়ং তেন জন্ম মহীতলে॥

নারদ বাক্যং।

দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার ইতি খ্যাত স্বয়ং হরিঃ।
তেন স্পর্শেন ভবতাং শাপবিমুক্ত ভব॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসেন মুনির সদন। বিস্তারিয়া কহ মোরে করিব শ্রবণ॥ কোন কর্ম্ম করে তারা ভাই দুই জনে। নারদ দিলেন শাপ কিসের কারণে॥ শত্রু মিত্র নাহি তার নাহি পরাপর। তবে কেন তার ক্রোধ জন্মিল সত্বর॥ আপনি নারদ মুনি হেন শাপ দিল। কুবের কুমার দোঁহে বৃক্ষযোনি হলো॥ শুক মুনি বলে তবে রাজার সদন। মন দিয়া মহারাজ করহ শ্রবণ॥ কুবের তনয় তারা রুদ্র অনুচর। আজ্ঞা দেন দোঁহাকারে দেব মহেশ্বর॥ তোমরা রক্ষক থাক এই তপোবন। এই বন রক্ষক আমার আরাধন॥ শিবের আজ্ঞায় তারা থাকে সেই বনে। নিরবধি ক্রীড়া করে ভাই দুই জনে॥ শঙ্করের ক্রীড়া বন কৈলাস নিকটে। নানা উপবন সেই গিরি সন্নিকটে॥ বারুণী মদিরা পান করে নিরন্তর। ঘূর্ণিত লোচন

সদা মত্ত কলেবর ॥ দিব্য নারীগণ সঙ্গে কুসুমিত বনে। নিরবধি ক্রীড়া তারা করে দুই জনে ॥ একদিন গঙ্গা জলে প্রবেশ করিয়া। ক্রীড়া করে দুই ভাই বিদ্যাধরী লৈয়া ॥ মহামত্ত গজ যেন করিণীর সঙ্গে। জল কেলি করে দুই ভাই মনোরঙ্গে ॥ দৈবযোগে পৃথিবী করিয়া পর্য্যটন। হেনকালে নারদের তথা আগমন ॥ নারদে দেখিয়া যত বিরসনা নারী। বসন পরিল তারা শাপ শঙ্কা করি ॥ তারা দোঁহে না করে বসন পরিধান। মহামদে মত্ত হয়ে ফিরিয়া না চান ॥ কুবের কুমার হয়ে শিব অনুচর। করিয়া মদিরা পান মত্ত কলেবর ॥ যেজন স্ত্রীমদে মত্ত হয় মূঢ়ামতি। সে জন উত্তম নহে হয় অধঃগতি ॥ সুরাপানে নারীমদে বুদ্ধি হয় নাশ। কেবল কুমতি হয় কুসঙ্গেতে বাস ॥ স্ত্রীমদ হইলে হয় মত্ত কলেবর। সাবধানে নাহি থাকে সে দুষ্ট বর্ব্বর ॥ ইহার লাগিয়া যে পরের প্রাণ হরে। পরলোকে অধগতি পায় সে বর্ব্বরে ॥ কুবের তনয় দোঁহে মত্ত ভাবে রন। আপনাকে না জানে আপনি খিদ্যমন ॥ এত বড় গর্ব্ব যদি দেখিলা দোঁহার। নারদ দোঁহার প্রতি কহে বারে বার ॥ বৃক্ষ হয়ে থাক দোঁহে গোকুল ভিতর। শাপমুক্ত হবে পুনঃ শতেক বৎসর ॥ দোঁহে অনুগ্রহ প্রভু অবশ্য করিবে। বাল্যলীলা ছলে দুই বৃক্ষ উদ্ধারিবে ॥ তবে দিব্য কলেবর ধরি দুইজনে। যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ হয় ততক্ষণে ॥ ভক্তের প্রধান মুনি ব্রহ্মার নন্দন। তার বাক্য পালিলেন দেব

নারায়ণ ॥ ধীরে ধীরে গিয়া সেই বৃক্ষ সন্নিধানে। উখলি টানিয়া প্রভু রাখে সেইক্ষণে ॥ দুই বৃক্ষ মধ্যে প্রবেসিলেন শ্রীহরি। লাগিল তেরছা হয়ে আসি ত্বরা করি ॥ কিঞ্চিৎ আসিয়া লাগে উখনি বেকনে। দুই বৃক্ষ আচম্বিতে ভাঙ্গে ততক্ষণে ॥ মহাকম্প উপজিল শব্দ সে প্রচণ্ড। ভূমেতে পড়িয়া বৃক্ষ হয় খণ্ড খণ্ড ॥ দুই বৃক্ষ হইতে দুই পুরুষ প্রধান। উঠিল সাক্ষাৎ যেন অনল সমান ॥ দশ দিক্ প্রকাশিত তার অঙ্গ তেজে। কন্দর্প জিনিয়া রূপ মহা-পুরুষ রাজে ॥ অখিল ভুবনপতি দেখিয়া শ্রীহরি। দণ্ডবৎ করিলেন দুই পদ ধরি ॥ প্রণাম করিয়া দোঁহে শিরে যুড়ি কর। স্তুতি করে দুই মহাপুরুষ সুন্দর ॥ ত্বংহি ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ প্রধান। পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি প্রভু ভগবান ॥ নমঃ নমঃ জগন্নাথ পরম কল্যাণ। নম বাসুদেব সর্ব্ব মঙ্গল বিধান ॥ অবধান কর যদি প্রভু নারায়ণ। তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন ॥ দেবঋষি নারদ তোমার অনুচর। মোরা দুইজনে হই তোমার কিঙ্কর ॥ তাঁর অনুগ্রহে তোমা সনে দরশন। বিনা সাধু কৃপাতে না দুঃখ বিনাশন ॥ লীলা গুণ কথা কহে যে জন তোমার। তাহার নিকটে আমি হই আগুসার ॥ নিরবধি কর্ম্ম যেন করে দুই করে। মন যেন স্মঙরে তোমাকে নিরন্তরে ॥ মস্তক প্রণাম যেন করে ও চরণে। দুই চক্ষু রহে যেন সাধু দরশনে ॥ সাধুজন কেবল তোমার কলেবর। ভক্তের হৃদয়ে তুমি থাক নির-

ত্তর॥ এই রূপে স্তব করে দুই সহোদর। হাসিয়া দেবকী স্থত করেন উত্তর॥ পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান থাকিয়া বন্ধনে। সম্ভাষ করেন তবে ভাই দুই জনে॥ পূর্ব্বেতে জানিয়া আমি তব বিবরণ। স্থপিনু নারদ মুনি যাহার কারণ॥ সাধুজন সমচিত হরি পরায়ণ। আমা দরশনে কার না রহে বন্ধন॥ সূর্য্য দরশনে যেন চক্ষের প্রকাশ। সেই রূপ হয় তার ভব বন্ধ নাশ॥ যাহ তবে দুই ভাই আপন বসতি। আমাতে লভিতে দোঁহে একান্ত বসতি॥ এতেক শুনিয়া দুই কুবের কুমার। পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করে নমস্কার॥ আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চরণে রাখি মন। চলিল উত্তর দিগে কুবের ভবন॥ মহেশচন্দ্র দাসে ভণে ভাবি লক্ষ্মীপতি। চরম কালেতে যেম থাকে পদে মতি॥

রাধাকৃষ্ণের বিবাহ।

শৃণুরাজন্! বচোমহ্যং কৌতূহলসমন্বিতং।
শ্রীকৃষ্ণেশ্চ শ্রীরাধায় উদ্বাহস্য তু বিপীনে॥
অভ্যর্থিতঃ সকুল্যৈশ্চ বিবাহার্থং পুনঃ পুনঃ।
নাপত্নী কস্যধর্ম্মোঽস্তি গৃহস্থস্য ক্রিয়ানচ॥
রাধিকা তেন বাক্যেন যুক্তে নচ হিতে নচ।
বিবাহার্থং মতিচক্রে ধর্ম্মরক্ষাভি কাঙ্ক্ষয়া॥
গৃহস্তম্ভাঙ্গনাদ্বায়ে দেহলী তোরণাদিষু।
শঙ্খ স্বস্তিক পদ্মাদি চিত্রৈশ্চ সুমনোহরৈঃ॥

চাতুসঙ্গক বর্ণৈশ্চ পীতরক্ত শীতাশীতে।
নানাপক্ষিগণৈঃ শিল্পে মণ্ডয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥
ততৎসা বিস্মিতমুখী রাধা নিজজর্ব্বে তা।
ত্বরিং পতিং চিন্তয়ন্তী প্রোবাচ বিমনাং স্থিতাং ॥
প্রসীদ জগতাং নাথ ! ধর্ম্মকর্ম্মণ রমাপতি !।
বিদিতোহসি বিশুদ্ধাত্মন্ ! বশগাং ত্রাহিমাং প্রভো ॥
ধন্যাহং কৃতপুণ্যাহং তপোদানজপব্রতৈঃ।
ত্বাং প্রভোষ্য দুরারাধ্যং লব্ধং তপ পদাম্বুজং ॥

শুক মুনি বলে তবে শুন নরবর। উপাড়িল দুই বৃক্ষ মহা ভয়ঙ্কর ॥ নন্দ আদি গোপগণ সে শব্দ শুনিয়া। শীঘ্রগতি আইল তথা প্রমাদ ভাবিয়া ॥ জমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ পড়িয়াছে। ভ্রমিতে লাগিল সবে বেড়ি তার কাছে ॥ কি কারণে পড়ে বৃক্ষ না জানি কারণ। চারিদিগ হৈতে গোপ দেখয়ে তখন ॥ দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি কারণে। এত বড় উৎপাৎ করিল কোন জনে ॥ চিন্তিতে লাগিল সবে না বুঝিয়া মর্ম্ম। শিশুগণ বুঝে সব বালকের কর্ম্ম ॥ আগে যাই কানাই উখনি টানে পাশে। তের্ছা হয়ে উখনি লাগিল দুই গাছে ॥ ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ হয়ে দুই পাশ। মধ্যে থাকে শিশুগণ না পায় ত্বরাস ॥ দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া। স্তব করিলেন তারা করুণা করিয়া ॥ প্রত্যয় না যায় কেহ শিশুর বচনে। কেহ কেহ সন্দেহ ভাবিয়া রহে মনে ॥ এই রূপে কিছু দিন করয়ে গমন। অপরেতে মহারাজ করহ শ্রবণ ॥ এক দিন নন্দ সহ দেব

জগৎপতি। ভাণ্ডির কানন মাঝে করিলেন গতি॥ মহা-নন্দে নন্দ তথা চরান গোধন। চারিদিক ভ্রমিছেন দৈবকী নন্দন॥ সরোবর হইতে শীতল বারি আনি। কৃষ্ণকে করান পান পিপাসিত জানি॥ ব্রজরাজ নন্দ মহা আনন্দ সকুলে। কৃষ্ণ কোলে বসিলেন বট বৃক্ষ মূলে॥ এমন সময়ে শিশু রূপি নিরঞ্জন। মায়াতে করেন মেঘ আচ্ছন্ন গগন॥ ঘনাবৃত আকাশ শ্যামল হয় বন। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শব্দ ঘনে ঘন॥ অতিশয় বৃষ্টিধারা তরু কম্পমান। মহাভয়ে ভীত হয় নন্দের পরাণ॥ গোবৎস কেমনে ত্যজি যাইব ভবন॥ না গেলে কিমতে আমি বাঁচাই নন্দন। এই রূপে নন্দরাজ ভাবে মনে মন। ভয়ে হরি নন্দ গলা করে আকর্ষণ॥ এমন সময়ে রাধা কৃষ্ণের সদন। গমন করেন তথা যথা দুই জন॥ বদন শরদ ইন্দু শশাঙ্ক জিনিয়া। নয়ন সুন্দর অতি সরোজ নিন্দিয়া॥ কিবা শোভে যেন নীল কুবলয়ে দল। আভরণে ঝলমল করিছে উজ্জ্বল॥ খগচঞ্চু নাসাগ্র শোভিত মুক্তাফলে। কবরীতে মালতির মালাগুচ্ছ দলে॥ পক্ক বিম্বফল ওষ্ঠাধর মৃগবর। মুক্তারাশি জিনিয়া যে দন্ত মনোহর॥ ঈষদ প্রফুল্য সে কমল প্রভা জিনি। কস্তুরি শোভিত বিন্দু ভূষণ ধারিণী॥ ভালেতে সিন্দূর বিন্দু অতি সুশোভন। বর্ত্তুলা আকার সে কপোল নিরূপণ॥ মণি রত্নহার গলে বক্ষে বিরাজিত। কঠিন নিপুণ স্তন শ্রীফল নিন্দিত॥ বিচিত্র অলকা শোভে

পরম সুন্দর। অতিশয় সুসুন্দর তাঁহার উদর॥ ত্রিবলী সুযুতা তাহে নাভি সরোবর। চন্দ্রহার শোভে লাজে কোটিতে তৎপর॥ পরম সুন্দর রূপ ভুবনমোহিনী। চরণেতে রূণু রূণু বাজয়ে কিঙ্কিণী॥ সহস্রদল সংযুতা হস্তেতে কমল। সূর্য্যের জিনিয়া তেজ অতি সুউজ্জ্বল॥ এরূপ রাধারে হেরি শ্রীনন্দ বিস্ময়। কোটি শশী জিনি শোভা দশদিগে হয়॥ সজল নয়নে নন্দ বিনয় বচনে। বলে সব গর্গ মুখে করেছি শ্রবণে॥ পদ্মলয়া হৈতে প্রিয় বট শ্রীহরির। পূর্ণ ব্রহ্মময়ী রূপা জননী বিধির॥ আর শুনি মহাবিষ্ণু নির্গুণ অচ্যুত। নাহি চিনি বিষ্ণুমায়ায় আমি গো মোহিত॥ তব প্রাণনাথ লহ যথা ইচ্ছা মন। মনোরথ পূরাইয়া দিবে এ নন্দন॥ এত বলি নন্দরাজ দেন শ্রীরা-ধারে। কৃষ্ণেরে পাইয়া রাধা হরিষ অন্তরে॥ কান্ত সঙ্গ নিতান্ত অন্তরে আনন্দিত। সুখে মৃদু মন্দ হাসি অমৃত সিঞ্চিৎ॥ নন্দ প্রতি বলেন ত্রিজগত ঈশ্বরী। গোপনে রাখিবে কথা প্রকাশ না করি॥ কত জন্ম ফলেতে পাইলা দরশন। তুমি বিজ্ঞ মহাশয় কহিতে কারণ॥ আমাদের চরিত্র অতিশয় গোপন। বর লহ গোপ রাজ বাঞ্ছা যাহা মন॥ দেবের দুর্ল্লভ বর দিব যে তোমারে। তোমারে অদেয় কিছু নাহিক সংসারে॥ রাধার বচন শুনি নন্দ নরবর। বলে দেহ শ্রীচরণে ভক্ত দাস্য বর॥ উভয় সন্নিধি হন্ দাসত্ব রচনা। এই বর দেহ মোরে চারু চন্দ্রাননা॥

তুমি ত্রিজগত মাতা পরম ঈশ্বরী। কৃপা করি এই বর দেহ শুভঙ্করী॥ বলেন আনন্দময়ী নন্দের বচনে। অতুল দাসত্ব দিব চিন্তা নাহি মনে॥ দিবা নিশি আমাদের শ্রীচরণে মন। প্রফুল্ল হইয়া অতি রবে সর্ব্বক্ষণ॥ আমাদের মায়া তুমি না কর প্রকাশ। ত্যজিয়া মানব তনু গোলোকেতে বাস॥ এত বলি কৃষ্ণে লয়ে শ্রীরাধা তখন। দূরে গেল ভুজলতা করি আকর্ষণ॥ শ্রীরাসমণ্ডল লয়ে করেন গমন। রাধাকৃষ্ণের রূপে হয় উজ্জ্বল ভবন॥ নানা ভোগ দ্রব্য যোগ সহিত দর্পণ। মণি মুক্তা মালাতে শয্যায় সুশোভন॥ কপাটেতে কত মত মণি বিরাজিত। নানা চিত্র বাসি তার পতাকা বেষ্টিত॥ পীতবাস মন্দ হাস প্রসন্ন বয়ান। মঞ্জিত রঞ্জিত মণি মুক্তাতে নির্ম্মাণ॥ এরূপ বিচিত্র শয্যা করিয়া শয়ন। রাধার সহিত করেন কথোপকথন॥ অকস্মাৎ ব্রহ্মারে স্মরেণ তথা হরি। মরাল বাহনে ব্রহ্মা আইল ত্বরা করি॥ রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিলেন সেইখানে। আনন্দেতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥ স্তব স্তুতি করি ব্রহ্মা করেন গমন। মহেশচন্দ্র কহে পরে শুন ভক্তগণ॥

বৃন্দাবন নির্ম্মাণ।

শৃণুধ্বমিদমাখ্যানং ভাগবৎ পুরাণাদ্ভুতং।
কথিতং ব্রহ্মণাৎ পূর্ব্বং নারদায় বিপৃচ্ছতে॥

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে ব্যাসায়ামিত তেজসে।
স ব্যাসো নিজপুত্রায় ব্রহ্মরাতায় ধীমতে॥
বৃন্দাবনং নির্ম্মাণস্য কথয়ামি ত্বয়া শৃনু।
হে রাজন্! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! জনমেজয় পুত্রক॥
মুনিমুক্ত প্রবালৈশ্চ স্বর্ণারূপ্যাদি বেষ্টিত।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণস্য বিরাজালয তৎপুরীং॥
বেসমুদ্যাসিহ জাতায়া জগতাং পাপনাশনম্।
চরিতং শ্রীবৃন্দাবনে চাতুর্ব্বর্ণজনাবৃতে॥
প্রাসাদ-হর্ম্ম্য-সদন-পুররাজি-বিরাজিতে।
রত্নস্ফাটিক কুড্যাদি স্বর্ণতাভির্বি ভূষিতে॥
স্ত্রীভিরুত্তমবেশাভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমাবৃতে।
সরোভিঃ সরেসৈর্হংসৈরুপকুলজলাকুলে॥
ভৃঙ্গরঙ্গ প্রসঙ্গাঢ্যেপদ্মৈঃ কহ্লারকুন্দকৈঃ।
নানাম্বুজ লতাজাল বনোপবন মণ্ডিতে॥
ইতিকর্ম্ম সমাধায় বিশ্বকর্ম্মণ ধীমত।
প্রণম্যভং পাদপদ্মে প্রযযৌ নিজমন্দির॥

রাজা বলে কহ কহ শুনি তপোধন। শ্রীরাধার মাতা পিতা হৈল কোন জন॥ সেই কথা কহ মোরে করিয়া প্রকাশ। শ্রবণেতে হইয়াছে বড় অভিলাষ॥ মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ কথন। বৃন্দাবন কথা আগে করহ শ্রবণ॥ এক দিন বিশ্বকর্ম্মায় স্মরে যদুরায়। আইলেন বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণের আজ্ঞায়॥ যোড়হাতে করি বিষাই করে নিবেদন। কি জন্যেতে দয়াময় করিলে স্মরণ॥ শুনি বিশ্বকর্ম্মায়

করেন অনুমতি। বৃন্দাবন নির্ম্মাইয়া দেহ শীঘ্রগতি॥ সকল সম্পুর্ণ হবে রজনী মধ্যেতে। এত বলি নানা দ্রব্য দিলেন ত্বরিতে॥ কৃষ্ণ নাম করি বিশ্বকর্ম্মা ততক্ষণ। রজনীর মধ্যে দিলা করি বৃন্দাবন॥ প্রণাম করিয়া তবে বিশ্বকর্ম্মা যায়। দেখিতে দেখিতে তবে রজনী পোহায়॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে যত গোপীগণ। দেখে হইয়াছে এক নব বৃন্দাবন॥ নানা রূপ বৃক্ষগণ ফল পুষ্প ভরে। নত হয়ে পড়িয়াছে ভূমির উপরে॥ কেশী ঘাট কুঞ্জবন হিন্তাল আদি করি। মধ্য ভাগে বৃন্দাবন শোভে রত্নপরি॥ নন্দ আদি গোপগণ হেরিয়া মোহিল। একে একে সর্ব্বজন দেখিতে চলিল॥ নানাবিধ দেখে সব কুসুমকাননে। থাকি-বার ইচ্ছা তথা করে গোপগণে॥ পিতা মম বুঝি হরি দেন অনুমতি। চলিল সকল গোপ প্রফুল্লিত অতি॥ শকটে ক-রিয়া সবে লয়ে রত্নধন। বৃন্দাবনে উপনীত যত গোপগণ॥ দেখে সব অট্টালিকা অতি মনোহর। নন্দ যশোদার রহিবার ভিন্ন ঘর॥ বৃষভানু রাজা আর কলাবতী সতী। অতি রম্য অট্টালিকা রহিতে শ্রীমতী॥ আর যত গোপগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান। বিশ্বকর্ম্মা করিয়াছে সুবর্ণে নির্ম্মাণ॥ আনন্দেতে সর্ব্ব জন করিল বসতি। ক্রমে বাল্যলীলা করেন কম-লার পতি॥ রাজা বলে কহ কলাবতী কোন জন। বিশে-ষিয়া বল কেবা শ্রীরাধার হন॥

কলাবতী উপাখ্যান।

শৃণুস্য নরশার্দ্দূল কলাবত্যামুপাখ্যান।
ব্রহ্মার মানস পুত্রি কথয়ামি তয়া সহ॥

কহিছেন নৃপমণি, তোমার মুখেতে শুনি, কেবা সেই কলাবতী সতী। বিশ্বকর্ম্মা পুরী যার, করে অতি সুবিস্তার, নানারত্নে নির্ম্মাইল অতি॥ শুনি মুনিবর কন, শুন রাজা বিচক্ষণ, প্রজাপতির মানষে উৎপতি। বৃষভানুর কামিনী, রূপে ত্রিভুবন জিনি, নাম তার কলাবতী সতী॥ যার কন্যা শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা, কৃষ্ণের অর্দ্ধাংশ তেজ সমা। চরণাম্বুজে যার, সুপবিত্র এসংসার ব্রহ্মময়ী রূপে অনুপমা॥ যাঁর পদ দৃঢ় ভক্তি; শান্তগণের আসক্তি, যাঁর পাদপদ্ম আরাধনে। সেমূল প্রকৃতি পরা, ত্রিজগত মনোহরা, সর্ব্ব দেব প্রণত চরণে॥ বলিলেন ঋষিরাজ, শুন শুন মহারাজ, ব্রহ্মার মানষ কন্যা সতী। কি পুণ্যে মানবগণ, কেন পান দরশন, কেন দেবি আইলা বসুমতী॥ বৃষভানু ব্রজেশ্বর, কহ মহা মুনিবর, পূর্ব্বে সেই ছিল কোন জন। কোন তপস্যার দ্বারে, কন্যা পান কি প্রকারে, সেই কথা করিব শ্রবণ॥ শ্রবণেতে শুক মুনি, বলে শুন নৃপমণি, মন দিয়া কর হে শ্রবণ। মুখে মৃদু মন্দ হাস, বলে করিয়া প্রকাশ, ইতিহাস শুন দিয়া মন॥ ব্রহ্মার মানষ কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা, তিন জন জন্মে সুলক্ষণা। রত্ন মালা কলাবতী,

মেনকা সুন্দরী সতী, রূপে গুণে নাহিক তুলনা॥ জনকেরে রত্নমালা, কাম দেন বরমালা, মেনকা বরিলা হিমালয়। রত্ন মালার দুহিতা, অযোনি সম্ভবা সীতা, রামচন্দ্র করেন পরিণয়॥ মেনকার কন্যা সতী, বিষ্ণু মায়া ভগবতী, অযোনি সম্ভবা সনাতনী। নারায়ণাত্মক হর, হইলা তাঁহার বর, পরস্পরে নির্ব্বন্ধ এমনি॥ হরি অংশে উপদান, সুচন্দ্র রাজা প্রধান, তাহারে বরিলা কলাবতী। মহাপুণ্য পরায়ণা, অতি শ্রেষ্ঠ সুলোচনা, গণ্য মান্য রূপে গুণে সতী॥ মহাশ্চর্য্য রূপে বেশ, অপূর্ব্ব নব বয়েস, ললিতাঙ্গ স্বরচ্চন্দ্রানন। অতি মন্থর গমন, গজ খঞ্জন গঞ্জন, কটাক্ষ মোহিত মুনি মন॥ শ্রেণীযুগে সুললিত রম্ভাতরু বিনিন্দিত, কুচদ্বয় অতি সুকঠিন। রক্ত হস্ত পদতল, ওষ্ঠপক্ক বিম্বফল, নিতম্ব যুগল অতি পীন॥ দন্ত ভাতি মনোরম, দাড়িম্বের বীজ সম, প্রফুল্ল কমল সুলোচন॥ নানারত্ন আভরণে মণি মুক্তা বিভূষণে, রূপে আলো করে ত্রিভুবন। পরম সুন্দরী সতী, অতি অপূর্ব্ব মূরতি, ত্রিভুবনে না দেখি এমন।-কাহার সাধ্য এমন, করিতে রূপ বর্ণন। দাসে করে এই নিবেদন॥

কলাবতীর বিবাহ।

বৃষভানু সহরাজন্ কলাবত্যা বিবাহ চ।
নন্দগোপ মধ্যস্থেন যোজয়েৎ বিবাহেন চ॥

সখী মুখেন কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণ কাম্যয়া।
বৃষভানু গমনং শ্রুত্বা সহর্ষোঽভূতং রাজন ॥
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ পাত্রমিত্রৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
বাদ্যতাণ্ডব গীতৈশ্চ পূজায়োজন পাণিভিঃ ॥
দদৌ যৌতক লক্ষঞ্চ মুখ্যঞ্চ বাজিনাং স্তথা।
রথানাঞ্চ দ্বিসাহস্রং দাসীনাং দ্বে শতে মুদা ॥
দত্ত্বাবাসাংসি রত্নানি ভক্তি স্নেহাশ্রু-লোচনঃ।
তয়োর্মুখালোকনেন নাশকৎ কিয়দীরিতুং ॥

ব্রহ্মার আদেশে, কান্যকুঞ্জ দেশে,অযোনী সম্ভাবা সতী। সুন্দর মূরতী, নাম কলাবতী, আবির্ভাব হন অতি ॥ দেবী জাতিস্মরা, মহা জ্ঞান পরা, কান্যকুব্জের রাজার। হইল দুহিতা, নানাগুণান্বিতা, রূপ অতি চমৎকার ॥ ভগন্দন নাম, অতি গুণধাম, বিক্রমে সিংহ সমান। ভূপ মহাভাব, সমাধিয়া যাগ, যজ্ঞ মধ্যে সুতা পান ॥ যজ্ঞকুণ্ড হইতে, উঠে আচম্বিতে, রূপের উচ্চ্যতা হরি। স্তনান্ধ যেমন, মগনা তেমন, বালিকার বেশ ধরি ॥ তপ্ত হেম যেন, তেজ দীপ্ত হেন, পদ্মভাতি পদ করে। রাজা কোলে করি, নিয়া ত্বরা করি, দিলেন সুকান্তা তরে ॥ রাজপাটেশ্বরী, লয় যত্ন করি, স্তন দেন নন্দিনীরে। করেন পালন, আনন্দিত মন, মা বলে বালা রাণীরে ॥ সুভান্ন-প্রাশন, করেন যখন, নাম রক্ষণ সময়। অতি চমৎকার, সভার মাঝার, দৈববাণী তথা হয় ॥ শুন হে ভূপতি, নাম কলাবতী, নাম রাখহ সুতার। শুনিয়া বচন, রাখিলা

রাজন, কলাবতী নাম তার॥ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে, আর বন্ধু-গণে, দিল রাজা বহু ধন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ, অন্য অন্য জন, রাজা করান ভোজন॥ পরে কলাবতী, হইল যুবতী, সুন্দরী মনমোহিনী। নাহিক তুলনা, চম্পকবরণা, মুখশশী শরদ জিনি॥ মৃদু মন্দ হাসে, যেন সুপ্রকাশে, কাননে কমলচয়। নীল কুবলয়, হেন শোভা হয়, আকর্ণ নয়নদ্বয়॥ কুচযুগ তার, অতিশয় ভার, সে ভারে নতমগনা। দির্ব্বা-ম্বর পরে, নানা ভূষা করে, কামিনী মণি ললনা॥ অঙ্গের ছটায়, তিমির পলায়, অস্থিব কোটী দামিণী। রাজপথ দিয়া, যান হৃষ্ট হৈয়া, গজেন্দ্র মন্দগামিনী॥ তীর্থযাত্রা হৈতে, নন্দ আনন্দেতে, পথে পাইলা দরশন। জিতেন্দ্রিয় মন, জ্ঞানের ভাজন, তথাপি মোহিল মন॥ পথের লোকেরে, জিজ্ঞাসিল পরে, কার কন্যা কোথা যায়। বলে পান্থগণ, নন্দের সদন, উত্তর নন্দ কথায়॥ ভসন্দ রাজার, কন্যা চমৎকার, নাম কলাবতী সতী। সকৌতুক মন, ক্রীড়াতে গমন, করে সখীর বসতি॥ ওহে ব্রজরাজ, কথাতে কি কাজ, ব্রজে যাহ ব্রজেশ্বর। পথিক এ বলি, ত্বরা গেল চলি, যাহায় যথা বাসর॥

পয়ার।

নন্দ আনন্দিতে যান রাজার মন্দিরে। রথে হৈতে নামি যান রাজার গোচরে॥ নৃপতি সম্ভাষি দিলা রত্ন-সিংহাসন। ইষ্টালাপ বহুতর করেন দুজন॥ বিনযেতে

নন্দ কহে সম্বন্ধ কথন। শুন রাজা সবিশেষ করি নিবেদন॥ কন্যার সম্বন্ধ কর বিশিষ্টে ভূপাল। হইয়াছে তব সুতার বিবাহের কাল॥ সুরতান সুত বৃষভানু ব্রজপতি। নারায়ণ অংশে রূপ গুণে মহামতি॥ সুস্থিরা যৌবন সংযুক্ত যোগীশ্বর। যুবা বলবান নানা বিদ্যাতে তৎপর॥ অযোনি সম্ভবা তব কন্যা গুণবতী। যজ্ঞকুণ্ড হতে তার হয়েছে উৎপতি॥ ত্রিলোকমোহিনী কাম অংশ কলাবতী। এ কন্যার যোগ্য বটে বৃষভানু পতি॥ রসিক রসিকা রঙ্গে সম্বন্ধ মঙ্গল। ইহাতে হইবে রাজা বড়ই কুশল॥ এত বলি শ্রীনন্দ বিরাম সেইক্ষণ বলনন্দ রাজা বলে বিনয় বচনে॥ সম্বন্ধ বিধির বশ সাধ্য কি কাহার। প্রজাপতি যে সে কর্ত্তা কন্যা যে পিতার॥ কার পাত্র করে পাত্রী কে করে মিলন। আত্ম সাধ্য নহে ইহা বিধির ঘটন॥ কর্ম্মানুরূপেতে যোগ হয় সবাকার। কিন্তু তাহা ঘটাইতে সাধ্য বিধাতার॥ ভবিতব্যে সব করে শ্রুতি যে শ্রবণ। নিস্ফল উদ্যোগ করে অপর যে জন॥ বৃষভানু জায়া যদি বিধি এ সুতারে। লিখিয়াছে বল নন্দ কে খণ্ডিতে পারে॥ এত বলি নরপতি নন্দেরে তখন। নানাবিধ উপহার করান ভোজন॥ নৃপতির আজ্ঞামতে গিয়া নন্দরায়। উপনীত হৈল বৃষভানুর সভায়॥ সুভভানু সম্বন্ধ যোজনা করে তায়। বিনয়বাক্যেতে রাজা নন্দেরে সুধায়॥ গর্গবাক্যে হইল যে সম্বন্ধ যোজনা। বৃষভানু কলাবতী বিবাহ ঘটনা॥ বলন্দন দেন বহু যৌতুক

তখন। অশ্ব গজ রত্ন মণি নানাবিধ ধন॥ বৃষভানু আনন্দিত পায়ে কলাবতী। উভয় উভয়ের মন মজাইল অতি॥ নিমিষে আকুল সতী পতির বিরহে। উভয় উভয়ের ভাব উভযেতে দহে॥ একদিন পুষ্পোদ্যানে যায় দুই জন। নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত দেখিল তখন॥ অশোক কিংশুক পুষ্প টগর মল্লিকা। জাতিযুতি গন্ধরাজ আর সেফালিকা॥ স্থলপদ্ম রক্তপদ্ম শেতপদ্ম আর। দেখিল তাহার শোভা অতি চমৎকার॥ এক পদ্ম উত্তোলন করিয়া তখন। দেখিল তাহার মধ্যে কীট সুলক্ষণ॥ ক্ষণেক বিলম্বে দেখে পরম সুন্দর। কীট নহে সেই এক কন্যা মনোহর॥ আনিয়া দিলেন রাজা রাণীর গোচর। বলে রাণী পালন করহ এ সত্বর॥ বৃষভানু রাণী তবে হরিষ হইয়া। সেই কন্যা পালন করে যতন করিয়া॥ এরূপে রাধার জন্ম শুনহে রাজন। অপরেতে যাহা হয় করহ শ্রবণ॥ প্রভাস খণ্ড সুধা খণ্ড অমৃত সমান। মহেশচন্দ্র দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥

বকাসুর বধ।

প্রসন্নং ধেনুকং চৈব বকাসুব মহাভয়ং।
হরিঃ চক্র প্রভাবেন পপাত ধরণীতলে॥

রাজা বলে কহ কহ মুনি মহামতি। বৃন্দাবনে কি কর্ম্ম করিলা যদুপতি॥ মুনি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। কত দিন পরে রাম কৃষ্ণ দুই জন॥ উপযুক্ত পুত্র দেখি

নন্দ মহামতি। পুরোহিতে ডাকি আনি কহেন ভারতী॥ উপযুক্ত পুত্র মম হইল দুজন! ভাল দিন দেখি মোরে বলহ বচন॥ রাম কৃষ্ণের করেতে পাঁচনী দিব দান। শুনি পুরোহিত তবে করেন বিধান॥ পঞ্জিকা দেখিয়া তবে গণনা করিল। নন্দের নিকটে তবে কহিতে লাগিল॥ কল্য দিন শুভক্ষণ শুন গোপ রায়। রামকৃষ্ণের করে দেহ পাঁচনী ত্বরায়॥ এত বলি পুরোহিত বিদায় হইল। পর দিন প্রাতে রাণী কৃষ্ণে সাজাইল॥ করিয়া রাখাল বেশ দিলা নন্দরাণী। ধড়া চুড়া বান্ধি দেন হস্তেতে পাঁচনি॥ যত সব গোপ বালক একত্র হইয়া। নবলক্ষ ধেনুপাল চলিল লইয়া॥ হাতে হাতে গোপ শিশুর সোঁপি নীলমণি। নন্দরাণী গৃহমধ্যে আইলা আপনি॥ বিপীন মধ্যেতে গিয়া যত গোপগণ। গাভীগণে ছাড়িয়া দিলেন সর্ব্বজন॥ চারি-দিগে গোপশিশু মধ্যে নীলমণি। চন্দ্রেরে ঘেরিয়া যেন বসিল রোহিণী॥ কতক্ষণ পরে কৃষ্ণ লয়ে গাভীগণ। কালিন্দীর কূলে গেলা আনন্দিত মন॥ যত শিশুগণ তবে সঙ্গে করে কেলী। চরিতেছে গাভীগণ শ্যামলি ধবলী॥ হেনকালে কংস দূত মহা ভয়ঙ্কর। বকাসুর নামে দৈত্য আইল সত্বর॥ গোষ্ঠেতে গোবৎস শিশু আর শ্রীনিবাস। দ্রুতগতি আসি দৈত্য করিলেক গ্রাস॥ অগস্ত করিল যেন বাতাপী ভক্ষণ। সেইরূপ গোপগণে করিল তখন॥ দেব-গণ বক গ্রাস হরিরে দেখিয়া। হাহাকার করি সবে আইল

ধাইয়া ॥ মুনির নির্ম্মিত অস্থি বজ্র সেইক্ষণ। মহাকোপে পুরন্দর করেন ক্ষেপণ ॥ একপক্ষ দগ্ধ হৈল বক না মরিল। তাহা দেখি সুরপতি বিস্ময় হইল ॥ নিঃক্ষেপ করিল নীহার রাত্রে হীমকর। সেই আঘাতেতে দৈত্য হইল কাতর ॥ বরুণ করিল শীলাবৃষ্টি অপ্রমিত। তাহাতে হইল দৈত্য অধিক পীড়িত ॥ হুতাশন অগ্নিবাণে পক্ষ দাহ করে। অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ মারে কুবের তৎপরে ॥ কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করে যত দেবগণ। তাহে শ্রীকৃষ্ণের তেজ বাড়িল তখন ॥ সেই তেজে দৈত্য সদ্য হইল দাহন। যত গ্রাস করে তাহা করিল বমন ॥ প্রাণ ত্যাগ করে দৈত্য দেখিয়া তখন। শিশু সঙ্গে আইলা কেলিকদম্ব কানন ॥

কেশী ও প্রলম্ব বধ।

প্রলম্বং অসুরশ্চৈব কালিন্দিতীর সন্নিধৈঃ।
হরিঃ সর্ব্বান্তর্যামি চ বালস্যেতদ্বিলোক্যতাম্ ॥
ক্রিয়তে বলভদ্রস্য হাস্যমীষ দ্বিলোক্যতাম্।
সখ্যঃ পশ্যত প্রলম্বং নিযুদ্ধার্থ ময়ং হরিং ॥
ক্ক যৌবনোন্মুখীভূতং সুকুমারতনুর্হরি।
ক্ক বজ্রকঠিনাভোগি শরীরোহয়ং মহাসুরঃ ॥

রাজা বলে কহ কহ শুনি তপোধন। তবে কিবা কর্ম্ম করে গোপ শিশুগণ ॥ মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ কথন। ক্রীড়া করে কালিন্দীর তীরে শিশুগণ ॥ হেনকালে তথা এক দৈত্য বলবান। প্রলম্ব নামেতে সেই পর্ব্বত প্রমাণ ॥

দুই শৃঙ্গ মধ্যে করি হরিরে তখন। বলেতে দুর্জ্জয়াসুর করয়ে ভ্রমণ॥ দেখি সব গোপ শিশু করয়ে রোদন। বলরাম দিলা সবে আশ্বাস বচন॥ দুই শৃঙ্গ তদন্তরে ধরে হরি ছলে। ঘুরাইয়া ফেলে হরি আকাশ মণ্ডলে॥ পরাণ ত্যজিল দৈত্য প্রবীণ আকার। দেখিয়া হাসয়ে যত গোপের কুমার॥ অসুরেরে মর্দ্দন করিয়া নারায়ণ। ভাণ্ডির বনেতে গেলা লইয়া গোধন॥ কেশবে দেখিয়া কেশী দৈত্য সেইক্ষণ। চারিদিকে বেড়ি করে তর্জ্জন গর্জ্জন॥ ক্ষুরেতে বিক্ষত দৈত্য করে মহীতলে। বলেতে পৃথিবী ডুবায় সাগরের জলে॥ লম্ফ দিয়া আসি তবে দানব দুর্জ্জন। মস্তকে হরিরে তুলি করয়ে ভ্রমণ॥ করাইয়া ভ্রমণ ফেলিল মহীতলে। দুরন্ত অসুর ক্রুর অগ্নি হেন জ্বলে॥ হরিরে ধরিয়া দৈত্য করয়ে চর্ব্বণ। ভগ্ন দন্ত বজ্রাঙ্গ চর্ব্বনে সেইক্ষণ॥ শ্রীকৃষ্ণের তেজে বীর ত্যজিল জীবন। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥ শ্রীকৃষ্ণের হাতে মরি দৈত্য তিন জন। হইল সুন্দর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব গঠন॥ অকস্মাৎ দেবরথ আইল তথায়। চতুর্ভুজ রূপ ধরি স্বর্গ পরে যায়॥ বিনদ মুরলী করে রঞ্জনে রঞ্জিত। অতি কমনীয় কান্তি চন্দনে চর্চ্চিত॥ হরির সহিত রণ করি তিন জন। দেহ ত্যাগ করি গেল অমরা ভুবন॥ দানব যোনি হইতে পায় মোক্ষ পদ। হইলেন তিন জন কৃষ্ণের পার্শ্বদ॥ রাজা বলে মুনিবর বলহ বচন। কে হয় পুরুষ তিনে বৈষ্ণব

ভাজন ॥ মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ কথন। শ্রবণ করহ ইতিহাস পুরাতন ॥ পূর্ব্বে সূর্য্য পুস্করেতে রন পঞ্চানন। সদৎ করেন হরির গুণানুকীর্ত্তন॥ গন্ধমাদন পর্ব্বতেতে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর। ছিল গন্ধবাহ নাম বহু গুণাকর॥ পরম তপস্বী সেই কৃষ্ণ পরায়ণ। হইল তাহার চারি পুত্র বিচক্ষণ॥ জাগ্রত স্বপনে ভাবে কৃষ্ণের চরণ। দুর্ব্বাসা মুনির শিষ্য হয় তিন জন॥ প্রত্যহ কমলদলে পূজে শ্রীহরিরে। ভকতি পূর্ব্বকে নেত্র ভাসে অশ্রুনীরে॥ সুপার্শক সুদেব সুহত্র তিন জন। বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ হয় অতি বিচক্ষণ॥ পুস্করেতে চিরকাল তপস্যা করিয়া। করিলেন মন্ত্রসিদ্ধি ইষ্ট আরাধিয়া॥ দুর্ব্বাসাতে যোগ পাইয়া সেই ভ্রাতৃগণ। তপস্যা করিতে বনে করিল গমন॥ এক দিন ভ্রাতৃগণ চিত্ত সরোবরে। শ্রীকৃষ্ণ পূজার্থে যান চিত্ত সরোবরে॥ করিয়া পুষ্পচয়ন করেন গমন। কুবেরের কিঙ্কর দেখিল সর্ব্বজন॥ আনিলেন যথা বসিয়াছে ত্রিলোজন। শিবকে প্রণাম করি বৈসে তিন জন॥ আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে স্মর হর। তোমরা কে তিন জন আইলে সত্বর॥ শুনি তিন জন কহে শঙ্কর গোচরে। পদ্ম চয়নেতে আসি এই সরোবরে॥ তব দূতে রক্ষা করে সরোবর স্থল। পার্ব্বতীর ব্রত হেতু রাখিতে কমল॥ প্রত্যহ সহস্র পদ্ম দিয়া মহামতী। ভক্তিভাবে পূজা করেন কমলার পতি॥ ত্রৈমাসিক ব্রত পতি সৌভাগ্য কারণ। নগেন্দ্র নন্দিনী করেন ব্রত আর-

স্তুন ॥ গন্ধর্ব্ব নন্দনগণ শুনি শিববাণী। ভকতি করিয়া বলে করি যোড়পাণি ॥ আমরা গন্ধর্ব্ব বাহু রাজার সন্তান। হরিকে কমল দিয়া করি জলপান ॥ আমরা না জানি পার্ব্বতীর সরোবর। অজ্ঞাতে করেছি নাথ কর্ম্ম সুদুষ্কর ॥ পদ্মলহ প্রতিফল দেহ সমুচিত। আমরা দাণ্ডায়ে হেথা আছি গো নিশ্চিত ॥ অদ্য নাহি দিব মোরা হরিকে কমল। আজ পান নাহি মোরা করিব যে জল ॥ কিবা সে অর্পিব পদ্ম তোমার চরণ। পূজিয়া করিব মোরা সলিল গ্রহণ ॥ নিত্য যে চরণ পদ্ম পদ্মেতে পূজন। মানসেতে কৃষ্ণপদে করিব অর্পণ ॥ দ্বিভুজ মুরলী ধর শ্যামল সুন্দর। সেইরূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর ॥ প্রসন্ন বদন সেই নীল কলে-বরে। অঙ্গেতে চন্দন বিন্দু বংশী শোভে করে ॥ আত্মা-রাম রূপ প্রভু ভকতবৎসল। এরূপ দেখায়ে কর জনম সফল ॥

মহাদেবের পদ্মপলাশ রূপ ধারণ।

শৃণুস্য গন্ধর্ব্বপুত্র মমপদ্মপলাস রূপকম্।
অপূর্ব্ব মম রূপস্য ভারতমণ্ডলে নহি ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করে, পুলকীত মহেশ্বরে, গদ্গদ বলেন বচন। আজি অতি সুপ্রভাত, তোমাদের সহ সাক্ষাৎ, শুন শুন গন্ধর্ব্ব নন্দন ॥ করিয়া কৃষ্ণ স্মরণ, আনিবারে সম্পাদন, ত্রিলোচনে ভক্তি বাস্পনীর। তোমরা ভকতগণ,

কর সর্ব্বত্রে ভ্রমণ, পদরজে পবিত্র মহীর॥ সবাঞ্ছিত মম মন, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত দর্শন, ত্রিলোকে দুর্ল্লভ সাধুগণ। যত সব দেবতার, আর নগেন্দ্র সুতার, মম প্রিয় বৈষ্ণব যেজন॥ আত্ম আর আত্ম ভক্ত, তাহে যত অনুরক্ত, তাহাতে বৈষ্ণব প্রিয় মম। কিন্তু পূর্ব্বের স্বীকার, আছে মোর অঙ্গীকার, পার্ব্বতীর ব্রতের নিয়ম॥ যেবা এই সরোবরে, কমল হরণ করে, অসুর যোনিতে জন্ম তার। ইথে নাহিক সংশয়, গন্ধর্ব্ব কুমার চয়, অমোঘ এ বাক্য সারাৎসার॥ কৃষ্ণ ভক্ত যেই জন, তাহার নহে কখন, অশুভ কি দুঃখ অমঙ্গল। মানব দেহ পাইয়া, ত্বরায় বিমুক্ত হৈয়া, সবে যাবে গোলোক মণ্ডল॥ তোমাদের আকিঞ্চন, শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন, পূর্ণ হবে যে বাসনা মনে। পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীহরিরে, দেখিতে পাবে অচিরে, ভারতে শ্রীবৃন্দাবন বনে॥ করিয়া কৃষ্ণ দর্শন, মৃত্যু হবে সেইক্ষণ, বৈষ্ণব তোমরা ভ্রাতৃগণ। নিত্যানন্দ সুখ পাবে, হরির মন্দিরে যাবে, করি দিব্য রথে আরোহণ॥ তোমাদের মনোনীত, এবে দেখাব বিদিত, বাঞ্ছনীয় শ্রীহরির বেশ। এত বলি ত্রিলোচন, করেন রূপ ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের কিছু না বিশেষ॥ হর হন হরি রূপ, কোটি সুলাবণ্য কূপ, ধবলাঙ্গ শ্যামল সুন্দর। পূর্ব্বে ছিল বাঘাম্বর, ত্যাগ করি মহেশ্বর, পরিধান হৈল পীতাম্বর॥ ত্রিশূল পানাক ছাড়ি, হন বাঁকা বংশীধারী, ললীত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ সাজে। শিরে ছিল জটাজুট, তাহাতে

মণি মুকুট, শিখীপুচ্ছ মালতী বিরাজে ॥ রূপ হেরি চমৎকার, যত গন্ধর্ব্ব কুমার, আনন্দিত পুলক শরীর। ভক্তি ভাবে গদগদ, অন্তরে পুলক মদ, দুনয়নে বহিতেছে নীর ॥ সেই গন্ধর্ব্ব তনয়, এসব দানব হয়, কহিনু তোমায় নরবর। সুদেব নামে যে ছিল, পূতনা মুকুতি পাইল, আর তিন এই দৈত্যেশ্বর ॥ সুহোত্র. এ বকাসুর, যাহাব বল প্রচুর, সুদর্শন প্রলম্ব দানব। কেশী সেই সুপার্শ্বক, বটে গন্ধর্ব্ব নায়ক, বিশেষ বৃত্তান্ত এহি সব ॥ হর দেন বরদান, সব গন্ধর্ব্ব সন্তান, কৃষ্ণ করে ত্যজেন জীবন। ছাড়ি দানব শরীর, গেল শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, কহিনু তোমার বিবরণ ॥ বককেশী প্রলম্বের, হেতু মুক্তির বধের, এছিল কারণ তপোধন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যত, সাধ্যকার বুঝে এত, মহেশচন্দ্র দাসে বিরচণ ॥

ভগবতীর ত্রৈমাসিক ব্রত।

শৃণুষ্টবিহিতা ভূত্বা ভক্ত্যাব্রতমিদং মমঃ।
মমাবিষুব সংক্রান্ত্যাং ব্রতস্য বরবর্ণিনি ॥
নৈবিদ্য। পুষ্পধূপস্য পূজ্যতে চ রাধাহরিঃ।
রাধাং রামাং রতিরসরসিকাং রাসেশ্বরীং বন্দনীং।
রম্যাং সৌম্যাং মনোজ্ঞতাং ত্রিভুবনজননীং কৃষ্ণসংস্তূয়মানাং ॥
নানাভাবৈঃ কটাক্ষৈরভিনতসকলৈঃ হাস্যলাবণ্যশীলৈ।
মিষ্টৈঃ সারৈবচোভির্মৃদুগমনৈর্মাধবং লোভয়ন্তিং ॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাদেবীং ত্রিজগদঘহরাং ব্রতরধ্যে ভজামি।

স্রষ্টাত্বং ব্রহ্মরূপেণ হর্ত্তাসি শিবরূপধৃক্।
রক্ষিতা বিষ্ণুরূপেণ জগন্নাথ নমোঽস্তুতে॥

রাজা বলে কহ প্রভু শুনি বিবরণ। তোমার শ্রীমুখে বাক্য করিব শ্রবণ॥ বাঞ্ছা শুনি কি ব্রত করেন ভগবতী। কার আরাধনা করে কি নিয়মে সতী॥ কোন দ্রব্য হয় কহ ব্রত উপহার। কতকাল ব্রত কি বিধান প্রতিষ্ঠায়॥ সকল বিস্তারি বল সেবক বৎসলে। শ্রবণে আমার মন অতি কুতূহলে॥ শুক মুনি বলে ব্রত ত্রৈমাসিক নাম। পতির ভাগ্য বৰ্দ্ধন এ মহাপুণ্যধাম॥ কৃষ্ণ আরাধনা করি রাধার সহিত। বিষুব সংক্রান্ত্যারম্ভ বেদের লিখিত॥ করিবে দক্ষিণায়নে ব্রত সমাপণ। পূর্ব্ব দিন হবিষ্য করিবে সংযমন॥ বৈশাখী সংক্রান্তি স্নান করি গঙ্গানীরে। সংকল্প করিবে মহা পবিত্র শরীরে॥ ঘটেতে বহ্নিতে কিবা শালগ্রাম পরি। জলেতে করিবে পূজা ব্রতী যত্নকরি॥ পঞ্চদেব পূজা করি ভক্তিতে একান্ত। ধ্যান করি পূজিবেক রাধা রাধাকান্ত॥ সামবেদ উক্ত ধ্যান করহ শ্রবণ। এই ধ্যান আরাধিবে দেব নিরঞ্জন॥ নবীন নীরদ নীল পীতাম্বর ধর। শরদ পার্ব্বনচন্দ্র বদন স্থন্দর॥ শরৎকালীন পদ্ম ফুল্ল হুনয়ন। তাহাতে উজ্জ্বল করে কর্জ্জল রঞ্জন॥ গোপীকা গণের মন মোহিত সদত। রাধার বক্ষেতে স্থিতি শোভিত নিয়ত॥ ব্রাহ্মণান্ত ধর্ম্ম আদি সদা করে স্তব। ভজামি গোবিন্দ পদ অতুল বিভব॥ এই ধ্যানে ধ্যান করি

পরে আধাহন। তদন্তে রাধার ধ্যানে করিবে চিন্তন॥ রাধা রাসেশ্বরী রম্যা রাসোল্লসা ধিকা। রাসোৎসুকা শ্রীরাসমণ্ডলাস্থ শ্রীরাধিকা॥ রাসাধিষ্ঠাত্রি দেবতা রাসেতে রসিকা। রাসেশ্বর উরঃস্থিতা রসজ্ঞা অধিকা॥ রসিক প্রবরা পরা রসিকেয় ক্রিয়া। রমা রমা রমণ উৎসুকা শান্ত হিয়া॥ শরত রাজীব জিনি প্রভা সুলোচনা। ভ্রুভঙ্গি বঙ্কিম তাহে অঞ্জনে অঞ্জনা॥ সরৎ সম্পূর্ণচন্দ্র সহাস্য বদন। চন্দনে চর্চ্চিত চারু পঙ্কজলোচন॥ কস্তুরি সিন্দুর বিন্দু সুন্দর শোভিত। অলকা তিলকা ভালে ভাল বিরাজিত॥ বিচিত্র বসন ভূষা করে ঝলমল। ভালেতে উজ্জ্বল মণি রতন কুণ্ডল॥ রত্নহারে শোভা করে চারু বক্ষস্থল। কেয়ূর কঙ্কণ রত্ন কিঙ্কিনী উজ্জ্বল॥ রত্নসারে বিরাজিত মঞ্জীর রঞ্জিত। ব্রহ্মা আদি দেব আর কৃষ্ণের সেবিত॥ সর্ব্বেশ করেন স্তব সর্ব্ব বীজাসতী। ভজামি সর্ব্বমঙ্গলা করিয়া ভকতি॥ এহি ধ্যানে শ্রীরাধারে শ্রীকৃষ্ণ সহিতে। নিত্য ষোড়শ উপচারে পূজিবে ভক্তিতে॥ প্রত্যেক প্রথক পূজা ভকতি নির্ম্মলে। ফল আর অষ্টোত্তর সহস্রেক দলে॥ রাধা আর কৃষ্ণ পূজা করিবে যতনে। রাধা কৃষ্ণ মূল মন্ত্র করি উচ্চারণে॥ রসাল কদলী কিম্বা আম্র পক্ক আর। নিত্য দিবে অষ্টোত্তর শতশংখে তার॥ নিত্য করাইবে শত ব্রাহ্মণ ভোজন। অষ্টোতর শত নাম ব্রতের লিখন॥ করিবে তিলেতে হোম ঘৃত নিক্ষেপণ। নিত্য বাদ্য করা-

ইবে হরি সংকীর্ত্তন॥ তিন মাস করি ব্রত প্রতিষ্ঠা তৎপর। প্রতিষ্ঠার সে বিধান শুন নরবর॥ সহস্র অক্ষত আর নর্ব্বই কমল। ব্রাহ্মণের দান দিবে সুশীতল জল॥ সহস্র ব্রাহ্মণ যত করিয়া যতন। পায়সান্ন পীষ্টক আদি করাবে ভোজন॥ ফল নবদশ শত সাত পরিমিতে। বিংশতি অধিক দিবে বিপ্রে স্ব ভক্তিতে॥ নানাবিধ দ্রব্য দিবে নৈবিদ্য যতনে। হোম বিধি সংস্কৃত অগ্নি সংস্থাপনে॥ ঘৃত তিলে আহুতি সহস্র পরিমাণ। বস্ত্র যজ্ঞ সূত্র সহ দিবে ভোজ্য দান॥ এইমতে করিবেক ব্রত সমর্পণ। দিবেক দক্ষিণা দান যেই যাহা মন॥ ত্রৈমাসিক ব্রত এই সব ব্রত পর। পতির সৌভাগ্য হবে শুন নরবর॥ এই ব্রত প্রভাবে সৌভাগ্য শত জন্ম। শত জর্ম্ম পুত্রবতী কহিলাম মর্ম্ম॥ নারীর না হয় পতি পুত্রে ঋতু বেদ। পুত্র দান তুল্য হয় শত জন্ম ভেদ॥ সুর কিঙ্করের সম হয় তার পতি। সর্ব্বক্ষণ রহে রাধা কৃষ্ণ পদে মতি॥ স্বপ্ন জ্ঞানে সদা করে শ্রীহরি স্মরণ। সাম বেদ উক্ত এই ব্রত নিরূপণ॥ ক্রতু পুরোহিতে করি রোহিণী যতনে। করেছিলেন ব্রত রাধা কৃষ্ণ আরাধনে॥ রতি করেছিলেন ব্রত অতি শুদ্ধ চিত। করিলেন সে ব্রতে গৌতমে পুরোহিত॥ এত শুনি পার্ব্বতী হইয়া আনন্দিত। ব্রত কথা কহিলেন শঙ্কর ত্বরিত॥

শঙ্কর শঙ্করীকে ব্রতকথা কহেন।

পার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণুনাথ মহাদেবং পাদপদ্মে নিবেদিতং।
হরিব্রত মাহাত্মঞ্চ কথযস্য ত্রিলোচনং॥

মহাদেবাচ।

শৃণুদেবীপ্রবক্ষ্যামি হরিব্রতস্য লক্ষণং।
সাসাধ্যং বিদ্যতে দেবী ত্রিলোকেষু পার্ব্বতী॥
ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিন মেবচ।
চতুর্ব্বর্গ তথাচান্তে লভেন্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীং॥
পুত্রার্থীলভতেপুত্রং ধনার্থীং লভতেধনং।
দারার্থী লভতে দারান্ মোক্ষার্থী মক্ষমাপ্নুযাৎ॥

লঘু-ত্রিপদী।

করপুটে সতী, করিয়া প্রণতী, নয়নে অশ্রু পতন। নগেন্দ্র কুমারী, বলে ত্রিপুরারী, আমার এক নিবেদন॥ আজ্ঞাকর হর, শুন প্রাণেশ্বর, এই ব্রত করিবার। করি প্রভু ব্রত, বেদ বিধি মত, মম ইষ্ট দেবতার॥ হরি আরাধন, মঙ্গল কারণ, তা হৈতে নাহিক আর। বেদ অধ্যায়ন ক্ষিতি পর্য্যটন, একাংশ নাহিক তার॥ যে করে স্মরণ, হরি সর্ব্বক্ষণ, জীবমুক্ত সেইজন। শুন প্রাণপতি, সে হয় মুকুতি, যে করে তার দর্শন॥ যেবা হরি ভজে, তার পদ-রজে, ধরণী পবিত্র হয়। তাহার দর্শনে, শুদ্ধ সেইক্ষণে, এই তো ভুবনত্রয়॥ শুন নাথ মর্ম্ম, ব্রহ্মা বিষ্ণু ধর্ম্ম, শেষ আর গণেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ চরণ, করিয়া মনন, তেজে কৃষ্ণ

সমোসর॥ যে যাহার ধ্যান, করে ত্রিনয়ন, সে পায় তারে নিশ্চয়। গুণ তেজ জ্ঞানে, সকল বিধানে, তাহার সমান হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ, তপ পরায়ণ, আর ও পদে স্মরণে। নিবেদিই শাম, শ্রীকৃষ্ণ সমান, পতি লাভ নারীজনে॥ কৃষ্ণ ধ্যান দ্বারে, পাইয়া তোমারে, স্বামী আমি পঞ্চানন। উভয় সন্ততি, দেবগণ পতি, আর এই ষড়ানন॥ হে প্রাণ লল্লভ, সম কি দুল্লভ, কৃষ্ণাংশে হিমাদ্রি পিতা। পতি পুত্র পিতা, তাহে গুণান্বিতা, হয় সকল যোষিতা॥ তিনি যোগ্য যার, দুর্ল্লভ কি তার, আর আছে প্রাণকান্ত। এতিন গৌরবে, যে অবলা রবে, সে ভাগ্যবতী নিতান্ত॥ পার্ব্বতীর বাণী, শুনি শূলপাণি, হাসিয়া অমীয় ভাষে। সুপ্রিয় বচন, কন ত্রিলোচন, শৈল সূতার স্বকাসে॥ মহালক্ষ্মী পরা, অজ্ঞান প্রহরা, অসাধ্য কি গো ঈশ্বরী। অনন্ত রূপিণী, সম্পদ দায়িনী, তুমি সর্ব্ব শুভঙ্করী॥ তুমি যার ঘরে, সেই পুণ্যবরে, সকল সম্পদ লভে। লক্ষ্মী হীন জন, বরঞ্চ মরণ, শ্রেষ্ঠ হয় এই ভবে॥ আমি অজ্ঞাশন, বিষ্ণু সনাতন, তোমার আশ্রয় করি। সংসার সৃজন, রক্ষণ নাশন, তৎপ্রসাদে শুভঙ্করী॥ কেবা হিমালয়, কীর্ত্তিক যে হয়, আর দেব গণপতি। তুমি শক্তি হীনে, অক্ষম এ তিনে, তুমি গো ঈশ্বরী সতী॥ শুন ভগবতী, পতিব্রতা সতী, আজ্ঞা নিয়া স্বপতির। অভিলাষ মত, কর এই ব্রত, প্রিয়সী হইয়া স্থির॥ শ্রীসনৎকুমার, পুরো-

হিত তার, ব্রতের কর আচার। সকল ব্রাহ্মণ, দ্রব্য আয়োজন, এসব ভার আমার॥ দ্রব্য সংরক্ষণ, করিতে যতন, কুবের রবে অভয়া। আমি ধন দানে, রব ব্রত স্থানে, ধন ধাত্রী পদ্মালয়া॥ পাচকে অনল, বরুণেতে জল, ভার দেহ এইক্ষণ। বস্তুর বাহন, কর রক্ষগণ, তার কর্ত্তা ষড়ানন॥ স্থানে সংমার্জ্জন, করিতে পবন, নিযুক্ত করহ সতী। বস্তু বিতরণ, কর্ম্ম নিরূপণ, কর সতী শচী-পতি॥ যে কর্ম্মে যেজন, যথা যোগ্য হন, তারে কর নিরূ-পণ। ব্রত নিতীমত, দ্রব্য আদি যত, ত্বরা কর আয়োজন॥ ফল পুষ্পময়, বহু বিধ হয়, হরিকে কর অর্পণ। মহেশচন্দ্র দাস, তব পদে আশ, কর মাগো সর্ব্বক্ষণ।

শ্রীরাধার ষোড়শ নাম।

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মনা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি।
সর্ব্বথা বিষ্ণুমাযা চ সত্যা সত্যা সনাতনী॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণাপরা।
বৃন্দাবনে সা বিজয়া যমুনাতটবাসিনী॥
গোপাঙ্গনা মধ্যে শ্রেষ্ঠা গোপিকা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী॥
বৃষভানুসুতা কান্তা শান্তপণ তমস্য চ।
কামকান্তা কলাবতী কামকন্যা তমস্য চ॥
কামকলাবতী কন্যা তীর্থপূতা সতীনিভা।

সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শ্রুতানি চ॥
সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামাসু নারদ।

সদানন্দে সতী কন করিয়া বিনয়। শ্রীরাধার ষোড়শ নাম কহ দয়াময়॥ শুনিযাত হাসি শিব কহেন সতীরে। শ্রীরাধার ষোড়শ নাম কহি শুন পরে॥ প্রত্যাবধি নাম যেই করেন পঠন। তাহার না হয় জন্ম বেদের লিখন॥ এত বলি মহেশ্বর শিবানীরে কন। রাধার ষোড়শ নাম করহ শ্রবণ॥ রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী নামিনী। রসিকেশা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ স্বরূপিণী॥ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা কৃষ্ণ নামানুসঙ্গীতা। পরমানন্দ রূপিণী কৃষ্ণনাম যুতা॥ বৃন্দাবলী বৃন্দা বৃন্দাবন বিলাসিনী। চন্দ্রাবলী চন্দ্র কান্তা চন্দ্র নিনাদিনী॥ কমলা কমল রূপা জলধি তনয়া। যন্ত্রী নিনাদিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণ কুবলয়া॥ শুভ্রাম্বরা রক্তবস্ত্র পরা স্বরূপিণী। নারায়ণ কান্তা হন ব্রহ্মার জননী। এইত ষোড়শ নাম করহ গণনা। লইলে জীবের যায় জমের যন্ত্রণা॥ রা শব্দেতে দান বলে শুনহে রাজন। ধাকারে নির্ব্বাণ ধাত্রী বুধগণে কন॥ ইথে রাধা নির্ব্বাণ যে মুক্তি দাত্রী নরে। রাধা নাম অর্থ এই শুন নৃপবরে॥ মতান্তরে রাধা নাম অর্থ এই হয়। রা শব্দেতে রাসে ভব শাশ্রয় নিশ্চয়॥ ধাকারে ধারণ শ্রীহরির আলিঙ্গন। এ প্রকারে শ্রীরাধার নাম বেদে কন॥ রাসেশ্বর কৃষ্ণ তার পত্নী রাধা হয়। ইহাতে রাধারে রাসেশ্বরী বলি কয়॥ রাসে বাস

যার আর রাস বিলাসিনী। ইহাতে রাধারে বলে রাস বিলাসিনী॥ সর্ব্ব ঈশ্বরী দেবী রসিক মূরতি। ইহাতে রস কেশরী সর্ব্ব লোকে খ্যাতি॥ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রিয়া বটেন রাধিকা। ইথে তাঁরে বলে সবে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা॥ স্ব শক্তিতে কৃষ্ণ রূপ যে জন ধারিণী। কৃষ্ণের সহাস্য সেই কৃষ্ণ স্বরূপিনী॥ কৃষ্ণের বামাঙ্গে যেবা সম্ভুতা সুন্দরী। ইথে কৃষ্ণ বামাংশ সম্ভুতা কন হরি॥ পরম আনন্দে যথা স্বয়ং বিহারিণী। ইথে বেদে বলে পরমানন্দ স্বরূপিণী॥ কৃষি শব্দে মোক্ষ অর্থ উৎকৃষ্ণ নকারে। আকারে দাত্রী বচন কৃষ্ণা বলে তারে॥ যার আছে বৃন্দাবন শুনহে রাজন। বৃন্দাবন অধিষ্ঠাত্রী বটে সেই জন। তার নাম বৃন্দাবনী বলে বেদচয়। তন্ত্রেতে প্রমাণ রাজা এ কথা নিশ্চয়॥ বৃন্দ শব্দে বহুসখী শাস্ত্রেতে প্রচার। আকার অর্থেতে তাহা আছয়ে যাহার॥ সখীবৃন্দ আছে যার। শ্রীমতী রাধার। এলাগিয়া খ্যাত আছে বৃন্দা নাম তার॥ বিনোদ শব্দেতে হর্ষ এ হর্ষ যাহার। বৃন্দাবন বিনোদিনী নাম রাখে তার॥ নখরে চন্দ্র সমূহ যে করে ধারণ। চন্দ্রাবলী নাম হরি রাখে একারণ॥ দিবানিশি চন্দ্র তুল্য কান্তি রহে যার। শ্রীকৃষ্ণ রাখিলা চন্দ্রকান্তা নাম তার॥ শত চন্দ্র প্রভা শোভা যাহার বদনে। শত চন্দ্র নিভাননা কহে মুনিগণে॥ এ ষোল নামার্থের ব্যখ্যা শুনহে রাজন। নারায়ণ কহিলেন ব্রহ্মার সদন॥ এই নাম প্রত্যাবধি যে

করে পঠন। শ্রীরাধা মাধব পাদপদ্মে রহে মন॥ চরমেতে লাভ ত্যর রাধা কৃষ্ণপদ। সদা সহচর হয় না ঘটে আপদ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মত এই নিরূপণ। মহেশচন্দ্র দাসে ভণে ভাবি নারায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্ন ভিক্ষা।

অন্নং দেহীমুনিপত্নী ক্ষুধার্ত্তং সকলোমভূৎ।
যাচিতসকলং বালঃ বৈমুখ ন কুরুভবেৎ॥

পরীক্ষিত বলে তবে মুনির গোচর। শুনিলাম মুনি এ রহাস্য মনোহর॥ তদন্তর কি করিলা প্রভু নারায়ণ। বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন॥ মুনি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। গোষ্ঠে গোচারণ কথা অপূর্ব্ব বর্ণন॥ এক দিন সকল বালক সঙ্গে করি। আনন্দেতে বলরাম সহিত শ্রীহরি॥ যমুনার তীরে সে নির্জ্জন মধুবনে। গোচারণ করি ফিরে আনন্দিত মনে॥ শ্রান্ত যমুনার তটে ক্ষুধাতে পীড়িত। বলেন বালকগণ কৃষ্ণ সন্নিহিত॥ ক্ষুধাতে কাতর সবে কি করি এখন। ইহার উপায় বল শ্রীমধুসূদন॥ শিশুগণ বাক্য শুনি দয়ার সাগর। প্রসন্ন বদনে কৃষ্ণ দিলেন উত্তর॥ বিপ্রগণে যজ্ঞ স্থানে যাহ শিশুগণ। যজ্ঞ অন্ন ভিক্ষা করি কর আনয়ন॥ ঐ দূর বনেতে আছেন বিপ্রগণ। যজ্ঞ করে সকলেতে আনন্দিত মন॥ অন্ন আগে চাহিবে সকল বিপ্র স্থানে। নাহি দিলে তথা হইতে যাবে

মানে মানে ॥ ভিতরেতে অন্ন রান্ধে যজ্ঞপত্নীগণ। মম নাম করে তথা চাহিবে ওদন ॥ মম নাম করিলে অবশ্য অন্ন দিবে। ত্বরা করি যাহ সবে ভয় না করিবে ॥ এত শুনি শিশুগণ করিল গমন। যথা যজ্ঞ করয়ে সকল বিপ্রগণ ॥ বিনয় করিয়া শিশু কহিল তাহায়। নিবেদন করি আমি তোমাদের পায় ॥ গোপ শিশুগণ মোরা হই কৃষ্ণদাস। তাঁহার আজ্ঞায় আইলাম তব পাশ ॥ অগ্রজ বলাই তাঁর সঙ্গে শিশুগণ। নিকটে থাকিয়া প্রভু চরান গোধন ॥ শিশুগণ সহ হইয়াছেন ক্ষুধিত। অন্ন দেহ বিপ্রগণ তাঁরে সমূচিত ॥ কহিল এতেক যদি বিনয় বচনে। শিশুর এতেক বাক্য শুনেও না শুনে। দাণ্ডাইয়া ক্ষণেক যতেক শিশুগণ ॥ যজ্ঞপত্নী নিকটেতে করিল গমন। করযোড় করি কহে বিনয়বচনে ॥ যজ্ঞপত্নী নিকটেতে কহে শিশু-গণে ॥ গোপের বালক মোরা কৃষ্ণ অনুচর। মোরে পাঠা-ইলা কৃষ্ণ আপনার ঘর ॥ ক্ষুধাতে কাতর রামকৃষ্ণ দুইজন। চাহিয়া পাঠালেন অন্ন করিতে ভোজন ॥ এইত নিকট বনে সঙ্গে হলধর। গোপ সঙ্গে বৎস রাখে দেব দামোদর ॥ কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা পায়ে ততক্ষণে। মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতে পড়িল পত্নীগণে ॥ প্রেমভাবে দ্বিজপত্নী আপনা পাসরে। কৃষ্ণকে দেখিব বলি উঠিলা তৎপরে ॥ দিব্য অন্ন রচিত বিচিত্র পাত্রে করি। কৃষ্ণকে দেখিতে চলে সবে আশা করি ॥ পায়স পীষ্টক মধু ঘৃত দধি ক্ষীর। সুবর্ণ পাত্রেতে

করি সুবাসীত নীর ॥ যত বিপ্রপত্নী চলে শ্রীকৃষ্ণ সম্পাস। পবম আনন্দ মনে হইয়া উল্লাস ॥ দেখে বটমূলে বসি শ্রীমধুসূদন। বলরাম সঙ্গে আর গোপ শিশুগণ ॥ অন্ন ব্যাঞ্জনাদি লয়ে যতেক ব্রাহ্মণী। উপনীত হইলেন যথা চিন্তামণি ॥ নটবর বেশ ধরি ত্রিভঙ্গ সুন্দর। অনুগত মৈত্র কন্ধে দিয়া বাম কর ॥ অখিল লাবণ্য লীলা ধরে যদু রায়। দক্ষিণ কমল করে কমল ঢুলায় ॥ ললীত চলিত উৎপল শ্রুতিমূলে। চঞ্চল অলকা চারু শ্রীমুখমুণ্ডলে ॥ ঘন ঘন করিছেন মৃদু মন্দ হাস। যেন নবঘন কোটী চন্দ্র পরকাশ ॥ এইরূপ দেখে দ্বিজপত্নী পতিব্রতা। জন্মে জন্মে তারা তারা ও পদে বিক্রেতা ॥ প্রথম ভ্রমণ রসে শ্রুতি যুগ পরে। আঁখির সার্থক হয় দরশন করে ॥ পতি পুত্র গৃহ ধন ত্যজিয়া সকল। যজ্ঞ পত্নী শরণ লইল পদতল ॥ অখিল ভুবনপতি প্রভু নারায়ণ। মৃদু মন্দ হাস্য মুখে কহেন বচন ॥ আইস আইস নারীগণ কুশল কল্যাণে। দেখিবারে আইলে সবে দেখহ নয়নে ॥ ধন্য ধন্য পুণ্যবতী যারা শুদ্ধমতী। সদৎ থাকয়ে তায় আমাতে ভকতি ॥ ধন জন শুত দ্বারা যে যে অনুবন্ধে। প্রিয় করি রাখে সব আমার সম্বন্ধে ॥ যাবত আত্মার থাকে শরীর সংযোগ। তাবৎ আনয়ে ধন করে সুখভোগ ॥ আমাতে ভকতি যার গৃহ ত্যাগি হয়। সন্ন্যাসী হইয়া সেই কাননেতে রয় ॥ তাহারে সদয় আমি হই সর্ব্বক্ষণ। তাহারে সদৎ দেই

অভয় চরণ ॥ উচিত আমাতে সবে করিলে ভকতি। চলি যাহ সকলেতে হয়ে শান্তমতি ॥ বিপ্র জাতি স্বামি তব ছিদ্র অনুসারে। ছিদ্র পাইলে ত্যজিবেক তোমা সবাকারে॥ তবে যজ্ঞপত্নীগণ করেন উত্তর। কত ভাগ্যে দেখিলাম চরণ সত্বর ॥ হেন কি নিষ্ঠুর বাক্য কহিতে যুয়ায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি তুমি যদুরায় ॥ জগত বিদিত বাক্য তোমার চবণ। প্রণতজনেরে তুমি করহ পালন ॥ হেন অঙ্গীকার প্রভু হয়েছে তোমার। সর্ব্ব বেদ শাস্ত্রমত আছয়ে প্রচার ॥ হেন সত্য বাক্য প্রভু করহ পালন। যজ্ঞপত্নীগণে লয় চরণে শরণ ॥ চরণে ঠেলিয়া তুমি ফেলিবে তুলসী। কেশে ধরি আমি তাহা লইব শিরসী ॥ এই সে কারণে আইনু বন্ধুগণ ত্যজি। এখানে থাকিব মোরা পদযুগ ভজি ॥ পতি পুত্র জনক জননী যদি তেজে। ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধব আমার কিবা কাযে ॥ এখন অভয় পদে পড়িনু তোমার। অভয় চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ এতেক উতর শুনি করুণা সাগর। কৃপাকরি দেন সবে প্রবোধ উত্তর ॥ কেহ ক্রোধ না করিবে পতি পুত্রগণে। বিশেষে করিবে পূজা সকল ভবনে ॥ দেবে পূজা করিবে অন্যের কিবা কায। ঘরে গিয়া থাক সবে নাহি বাস লাজ ॥ নিকটে থাকিলে নাহি বাড়ে অনুরাগ। আমারে পাইবে ধ্যানে বচন প্রয়াগ ॥ প্রবোধ বচন পায়ে যজ্ঞপত্নীগণে। পালটি আইল সবে নিজ নিকেতনে ॥ নিজ নারী হেরিয়া সানন্দ দ্বিজগণ।

যজ্ঞপত্নী লয়ে করে যজ্ঞ সমর্পণ॥ ঘরে রেখে দিল তার নিজ নারী সতি। ঘরের ভিতরে রহে না পায় সংহতি॥ হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ সেই মহামতি। ছাড়িয়া শরীর সেই পাইল মুকতি॥ দ্বিজগণ দেখিয়া আপন পাপচয়। মনে বিমরিষ সবে হইলা বিস্ময়॥ কৃষ্ণের প্রসাদে রমণীরে খাওয়াইল। জীবন পাইয়া নারী উঠিয়া বসিল॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদেতে খণ্ডিল দুর্গতি। অন্ন ভিক্ষা কথা এই শুন নরপতি॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। নূতন প্রসঙ্গ রচে মহেশচন্দ্র দাস॥

কালীয় দমন।

কালীয়দমনভূত্বা কালিন্দিজলসন্নিধৈঃ।
ততঃ কর্ম্মসমাপ্যাসৌ শৃণুরাজন্ মহাবলঃ॥

রাজা বলে কহ কহ শুনি তপোধন! কি রূপেতে কৈল প্রভু কালীয় দমন॥ কেবা সেই কালী নাগ কোথায় বসতি। সেই কথা বিশেষিয়া কহ মহামতি॥ মুনি বলে সেই কথা শুনহ রাজন। যেই রূপে করেন হরি কালীয় দমন॥ একদিন জান হরি গোষ্ঠে গোচারণে। বলরাম বিনে সেই চলে শিশুগণে॥ সকলেতে উত্তরিল যমুনার তীর। যেখানে নিয়ত থাকে কালিয় মন্দির॥ বনের সুপক্ক ফল করিয়া ভোজন। নির্ম্মল সলিল পান করেন তখন॥ গোচারণ করে কৃষ্ণ শিশুগণ সঙ্গে। বনেতে বিহারে হরি

অতি মনোরঙ্গে ॥ ক্রীড়াতে নিমগ্ন মন গোপ শিশুগণ। নব নব তৃণ খায় যত ধেনুগণ ॥ গো সকল করিলেন বিষ জল পান। দারুণ বিষ পরসে ত্যজিল পরাণ ॥ সদ্য প্রাণ ত্যাগ করে বিষের জ্বালায়। মৃত গাভী দেখি সবে করে হায় হায় ॥ বিষণ্ণ হইয়া যত গোপ শিশুগণ। জানাইলা বার্ত্তা যথা শ্রীমধুসূদন ॥ শুনি জগতের নাথ জীয়ান গোধন। বাঁচিয়া গোধন দেখে কৃষ্ণের বদন ॥ শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব তরু উপরে উঠিয়া। কালীয় নাগ উপরে পড়ে লম্ফ দিয়া ॥ শত হাত প্রমাণ উপরে উঠে জল। বিষাদ বদনে দেখে বালক সকল ॥ কৃষ্ণেরে দেখিয়া কালী নাগ স্বকোপিত। করিল কৃষ্ণেরে গ্রাস অতি ত্বরান্বিত ॥ তপ্ত লৌহ গ্রাসে যেন নরের মরণ। তেমনি কৃষ্ণেরে গ্রাসে কালিয়দমন ॥ দগ্ধ কণ্ঠনাশ ব্রজরাজ তেজ জালে। প্রাণ গেল বলি কৃষ্ণে উগারিয়া ফেলে ॥ সকল ফণার ভগ্ন হইল অহীর। লাফ দিয়া মস্তকেতে উঠে যদুবীর ॥ ইহা দেখি রোদন করেন নাগগণ। বিবরেতে কোন জন করে পলায়ন ॥ কান্তের মরণ হেরি যতেক নাগিনী। শ্রীকান্ত নিকটে আইলা করি যোড়পাণি ॥ পুটাঞ্জলি করি কহে বিনয় করিয়া। কৃষ্ণের চরণ ধরি কান্দে বিনাইয়া ॥ পতি শোকে স্বকাতরা নাগিনী একান্ত। বলে দেহী চরণে শরণ রমাকান্ত ॥ স্ত্রীগণের প্রাণাধিক পতি বন্ধু হয়। নিবেদন করি নাথ শুন দয়াময় ॥ না কর নিধন নাথ প্রাণকান্ত

মোর। অখিল ভুবনপতি শ্রীরাধাকিশোর॥ পতি দান দেহ মোরে কৃপার নিদান। এই নিবেদন করি ওহে ভগ-বান॥ ত্রিলোচন বিধি শেষ আর ষড়ানন। বাণী শক্তি নাহি রাখে করিতে স্তবন॥ বিধি হরিহর আর মণিন্দ্র মানব। পার্ব্বতী শারদা পদ্মা সদা করে স্তব॥ চারিবেদে বর্ণিবারে না পারে তোমায়। কুমতী শাপিনী আমি সাধ্য কি আমায়॥ নাগিনী হইয়া স্তব কি করিব আমি। পূর্ণ-ব্রহ্মময় হরি তুমি অন্তর্যামি॥ রতন পালঙ্কে শয়ন রতন ভূষণ। কৃপাময় কৃপা কর এই নিবেদন॥ সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তুমি সারাৎসার। তোমার মহিমা সীমা কি বলিব আর॥ মল্লিকা মালতী মালা জালে বিভূষিত। পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী জাহ্নবী। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের আর রবি॥ এই সব দেব দেবীগণ আদি করি। প্রতি দিন স্তুতি করে তোমারে হে হরি॥ তুমি হে অখিল কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন। দয়া করি কর নাথ পতিরে মোচন॥ এই স্তব করি ভক্তিযুক্ত অশ্রুধারা। ধরিলেন শ্রীচরণ কালীনাগ দারা॥ নাগিনীর স্তবে তুষ্ট হয়ে গদাধর। বলে মনোনীত বর মাগহ সত্বর॥ উঠ উঠ নাগপত্নী চলে যাও ঘর। মম বরে পতি পাবে অজয় অমর॥ কালিন্দীর হ্রদ ত্যজি আপন ভবন। পতির সহিতে সবে করহ গমন॥ মম পাদপদ্ম চিহ্ন কালীর মাথায়। গরুড়ের সাধ্য নাই নিকটেতে যায়॥ স্তব করি

মম পরে রাখিবে ভকতি। ত্যজ গরুড়ের ভয় নাগেন্দ্র যুবতী॥ দ্রুত রম্যণক দ্বীপে করহ পয়ান। কালিন্দীর নীর হৈতে করহ উত্থান॥ বরাঙ্গনা বর লহ বাঞ্ছা যা তোমার। তোমায় অদেয় কিছু নাহিক আমার॥ শ্রবণে কৃষ্ণের বাণী প্রসন্ন বদনে। নাগিনী করেন ভক্তি কৃষ্ণের চরণে॥ শুন ওহেঁ যদুনাথ দেহ এই বর। যেন ভক্তি রহে পাদপদ্মে নিরন্তর॥ তোমার পদ পঙ্কজে আমার এ মন। সদা রহে মধুমত্ত ভ্রমর যেমন॥ সকান্ত সৌভাগ্য জ্ঞাতি-গণের সংহতি। এই বর দেহ মোরে কমলারপতি॥ এই নিবেদন করি যতেক নাগিনী। যোড়হাতে দাণ্ডাইল করি যোড় পানি॥ নাগরাজে সুবিরাজে করুন সংসার। আমারে করহ নিজ কিঙ্করী তোমার॥ নাগিনীর বাক্য শুনি মুনিন্দ্র ঈশ্বর। হবে তব বাঞ্ছাপূর্ণ না ভাব অন্তর॥ এমন সময়ে এক সুবর্ণ বিমান। মুনিন্দ্র সুদীপ্ত মণি আইলা সে স্থান॥ পার্শদ প্রবর যুক্ত বস্ত্র মাল্যা সাজে। শত চক্র বায়ু বেগে ঘোটক বিরাজে॥ বিমান হইতে নামি শ্যামল সুন্দর। চারিদিগ হইতে আইল শ্যামের কিঙ্কর॥ আসিয়া প্রণাম করে শ্রীকৃষ্ণ চরণে। নাগিনীরে লয়ে গেল গোলক ভবনে॥ শ্রীহরি মায়াতে করি নাগিনী নির্ম্মাণ। সুরসা সুবেসা সমাকালী নামা স্থান॥ বিনা বিষ্ণু মায়াতে না বুঝে কিছু কালী। সর্পশির হইতে নামিলা বনমালী॥ কালীর শিরেতে কর করেন-স্পর্শন। চেতন পাইয়া করে

কৃষ্ণ দরশন ॥ পুটাঞ্জলি অশ্রুপূর্ণা সুরাসুরপতি। কৃষ্ণেরে প্রণাম করে কান্দিয়া সুমতি ॥ যোগ্যা যোগ্য যত সব ঈশ্বরের হয়। তুষ্ট হয়ে পায় তব কৃষ্ণ কৃপাময় ॥

শ্রীকৃষ্ণের কালীনাগের প্রতি বরদান।

শৃণুস্য কালীয়নাগ মম বচনং মত্রুবিৎ।
মমবর প্রভাবৈন গরুড়ভয় কুত্রচিৎ ॥

কন কৃষ্ণ সুরেশ্বর, কালি নাগ মাগ বর, বাঞ্ছা মনে তোমার যেমন। আমি তোমারে সদয়, হইলাম নাহি ভয়, সুখে রবে ভুজঙ্গ রাজন ॥ যে জন আশ্রয় লয়, তার প্রতি দয়া হয়, ভক্তি করি যে ভজে চরণ। তোমাতে প্রসন্ন মন, হইল আমার এখন, কিছুমাত্র করিনু দমন ॥ তব অংশে সর্পগণ,করে যেমন হনন, ব্রহ্মহত্যা হবে পাপ তার। মৎ পদচিহ্ন যে জন, করিবে দণ্ডে তাড়ন, দ্বিগুণ হইবে পাপাচার ॥ ত্যাগ করি তার ভবন, লক্ষ্মী করিবে গমন, শাপ দিনু সুদারুণ চয়। হবে বংশ আয়ুনাশ, আর সুযশের হ্রাস, শতবর্ষ কালসূত্রে রয় ॥ সর্পাকার কীটগণ, তারে করিবে দংশন, যোগ্যান্তে জন্মিবে অচিরাতে। ইহাতে নাহি সংশয়, মোর বাক্য মিথ্যা নয়, তার মৃত্যু হবে সর্পাঘাতে ॥ বংশে তার যত জন, তাহাদের সর্ব্বক্ষণ, থাকিবেক ভুজঙ্গের ভয়। সর্প মধ্যে শিরে যার, চরণ চিহ্ন আমার, তারে প্রণমিলে পুণ্য হয় ॥ ভক্তিতে প্রণাম করি,

সর্ব্ব পাপে যাবে তরী, সেই মুক্ত পাপের পাবকে। আমার চরণ ভজি, গরুড়ের ভয় ত্যজি, ত্বরা করি যাহ রম্য দিকে॥ যে শিরে মম পদাঙ্ক, তাহার নাহি আতঙ্ক, কি করিবে বিনতা তনয়। আমার সত্য বচন, সে সর্পের কদাচন, নাহি রবে গরুড়ের ভয়॥ অপরে কি চাহ বর, ওহে পন্নব ঈশ্বর, ত্যজ ভয় স্থির কর মন। বল বল মম স্থান, দিব সেই বরদান, আমি তব ভয় নিভঞ্জন॥ শুনি কৃষ্ণের বচন, কালীয় কম্পিত মন, করপুটে করে নিবেদন। ভক্তিভাবে গদ গদ অন্তরে পুলক মদ, তুনয়নে অশ্রু সুপতন॥ ওহে দীন দয়াময়, যদি দাসে দয়া হয়, অন্য বরে বাঞ্ছা নাহি মম। তব পদে ভক্তি ভাব, রহে সর্ব্বদা প্রভাব, যথা তথা জনমে জনম॥ ব্রহ্মকূলে অবনীতে, কিম্বা তীর্যগ যোনিতে, যখন যেমন কর্ম্ম পাকে। ধন্য জন্ম সে সকল, অবস্থা সব সফল, যেন চরণেতে মন থাকে॥ বৃথা তার স্বর্গ ভোগ, যার নাহি মনোযোগ, স্মরণে মননে ও চরণ। তব পদ করে ধ্যান, থাকে সেই যথা স্থান, তথা তার গোলোক ভুবন॥ যদি আয়ু অতি অল্প, কিম্বা হয় কোটি কল্প, সফল যে তব সেবা করে। তার নহে আয়ু ক্ষয়, দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়, অসাধ্য কি তব কৃপাবরে॥ জন্ম মরণ তাহার, রোগ শোক ভয় আর, কিছু নাহি তব ভক্তজনে। ইন্দ্রত্ব দেবত্ব আর, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার, যেবা রত তব পদার্চ্চনে॥ যে জন ভক্ত উত্তম, যেন জীর্ণবাস

সম, দেখে সালোক্যাদি চতুষ্টয়। তব ব্রহ্ম মন্ত্র পাইয়া, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া, তব বর্ণ হইয়াছে লন্ময়॥ দেখি মোরে ভক্তি হত, গরুড় তাহার মত, দেশ হৈতে করিয়াছে দূর। শিরে দিয়া পদচিহ্ন, সে ভয় করিয়া ভিন্ন, দয়া কর দীনের ঠাকুর॥ দোষ কিম্বা গুণময়, যদ্যপি এ দাস হয়, তেজিতে নারিবে কৃপা কর। যতেক নাগেন্দ্র ভবে, সব মম বাধ্য হবে, আমি বাধ্য হব তারোপর॥ নিবেদন দয়াময়, কার না করিব ভয়, বিনা গুরু অনন্ত আমার। দেবেন্দ্র মুনিন্দ্রগণ, স্বপ্নে ধ্যান কদাচন, নাহি দেখে চরণ যাহার॥ ওহে প্রভু দয়াময়, কার সাধ্য গুণ কয়, কি আশ্চর্য্য মহিমা তোমার॥ পূর্ণব্রহ্ম সারাৎসার, তুমি ভব কর্ণধার, অনন্ত নির্গুণ নির্ব্বিকার॥ ভক্তের পূরাহ কাম, স্বেচ্ছাময় সর্ব্ব ধাম, সর্ব্ব জীবে রূপ সনাতন। তুমি সর্ব্বেশ ঈশ্বর, সর্ব্ব সাক্ষী রূপ ধর, সর্ব্বময় তুমি সর্ব্বাত্মন॥ ব্রহ্মা ঈশ শেষ ধর্ম্ম, নাহি পায় তব মর্ম্ম, তব স্তুতি নহিলে পরাগ। আমি কি করিব স্তব, পামর পাপ সম্ভব, বিশেষত জাতিতে পন্নগ॥ নাহি লক্ষ আকাশের, অদৃশ্য সে তাবতের, অস্পৃষ্ট অনিন্দ্য অদ্ভুত। তোমার তেজ তেমন, কে করে তার নিরূপণ, তুমি জ্যোতির্ম্ময় হে অচ্যুত॥ হে নাথ করুণার্ণব, দীনবন্ধু হে মাধব, অপরাধ ক্ষেম সনাতন। খল স্বভাবেতে হরি, আমি এপাপাত্মা করি, অজ্ঞানেতে তোমারে চর্ব্বন॥

এ রূপে পন্নগ পতি, করে কত স্তুতি নতি, পতিত শ্রীচরণ কমলে। তুষ্ট হন্ পরমেশ্বর, দিলেন বাঞ্ছিত বর, কৃপা করি ভুজঙ্গের স্থলে॥ নাগরাজ কৃত স্তব, প্রাতে পড়ে যে মানব, ধনবান হয় তার বংশে। এ কথা অন্যথা নয়, কভু নাহি নাগ ভয়, কখন নাহিক সর্পে দংশে॥ স্তব যেবা পাঠ করে, সে নাগ শয্য উপরে, করিবারে পারয়ে শয়ন। সে জন সুধা সমান, করে কালকূট পান, সুধা বিষ তুল্য সে ভোজন॥ নাগপ্রস্তে নাগাঘাতে, বাঁচে সেই ত্রিজগতে, সুস্থ হয় এ স্তব পঠনে। ভুর্জ্য পত্রে এ স্তবন, দক্ষ করেতে ধারণ, করে মুক্ত সর্পভীত জনে॥

কালীনাগের রম্যকদ্বীপে গমন।

শৃণুস্য মুনিশার্দ্দূল কথা পুরাতনময়ং।
রম্যদ্বীপে কালীনাগেন কিং জন্যং গমনং বদঃ॥

তবে রাজা পরিক্ষিত শুকদেব স্থানে। এই কথা জিজ্ঞাসিল সন্দেহ ভঞ্জনে॥ কালীনাগ স্থান ত্যাগ করে কি কারণ। বিশেষ করিয়া মুনি বলহ বচন॥ রাজার বচন শুনি শুক মুনিবর। সাধু সাধু বলি তারে দিলেন উত্তর॥ মুনি বলে শুন রাজা বিবরণ বাণী। খগরাজে কালীনাগে বিবাদ কাহিনী॥ গরুড় আসিয়া সর্প নিত্য নিত্য খায়। যত সর্প মেলি তার চিন্তিল উপায়॥ ঘর প্রতি এক বলি দিল মাসে মাসে। এই বনস্পতি মূলে

পূর্ণিমা দিবসে॥ মর্য্যাদা স্থাপিল তবে এই সর্পগণে।
এত শুনি নিষেধিল কদ্রুর নন্দনে॥ তাহা দেখি ক্রোধে
কৈল পন্নগ ভক্ষণ। সর্প হয়ে করে দুষ্ট মর্য্যাদা লঙ্ঘন॥
সবংশে করিব আজি কালীরে সংহার। সর্প হয়ে করে দুষ্ট
এত অহঙ্কার॥ এতেক বচন বলি বিনতানন্দন। রম্যক-
দ্বীপেতে আসি উপনীত হন॥ খগপতি দেখিয়া কুপিল
ফণাধব। সহস্রফণা তুলিয়া ধাইল সত্বর॥ করাল বদন অস্ত্র
স্তম্ভিত লোচন। গরুড়ে বেড়িয়া ধরে কদ্রুর নন্দন॥ আসে
পাশে গরুড়ের সর্ব্বাঙ্গ দংশিল। কশ্যপ নন্দন যেন আগুনি
দহিল॥ বাম পাকশাট দিয়া মারে এক বাড়ি। দূরে গিয়া
পন্নগ পড়িল প্রাণ ছাড়ি॥ তবে কদ্রু সূতভয়ে কোন কর্ম্ম
করে। প্রবেশ করিল আসি কালিন্দির নীরে॥ এক
কালে খগপতি দেখে মৎসরাজ। ধাইয়া আসিয়া পড়ে
যমুনার মাঝ॥ ধরিয়া খাইল মৎস্য আসি খগবর।
আছিল সৌভরী মুনি জলের ভিতর॥ মুনি বলিলেন তবে
বিনতানন্দন। আমার সাক্ষাতে মৎস্য না কর ভোজন॥
তবু মৎস্য ধরিয়া খাইল খগরাজে। মৎস্যগণ বিলাপ করয়ে
জল মাঝে॥ মীনগণ রোদন শ্রবণে মুনিবর। কৃপাকরি দিলা
শাপ সহস্র বৎসর॥ যদি আর এই জলে পরবেশ করি।
গরুড় আসিয়া মৎস্য খায় সবে ধরি॥ প্রাণ ত্যাজি সেই
ক্ষণে মরিবে সর্ব্বথা। আমার বচন কভু না হবে অন্যথা॥
এসব সকল তত্ত্ব কালিনাগ জানে। তথা বাস কৈল কালী

এই সে কারণে ॥ কালিন্দীর নীর হৈতে উঠেন শ্রীহরি। দিব্য গন্ধ চন্দন কুসুম মাল্যপরি ॥ মহামুনি অমূল্য অঙ্গেতে বিভূষিত। মুকুট কুণ্ডল হারে অঙ্গ বিভূষিত ॥ সকল গোকুল বাসী উঠিলা সত্বরে। মরিলে যেমন উঠি জীবন সঞ্চারে ॥ আনন্দে পুয়িয়া গোপ দিল আলিঙ্গন। যশোদা আসিয়া কোলে লইল নন্দন ॥ ধেনু বৎস বৃষগণ হয় আনন্দিত। সকল গোকুল বাসী প্রেমে পুলকিত ॥ সব গোপ গুরু পুরোহিত দ্বিজগণ। আসিয়া নন্দের তরে কৈল সম্ভাষণ ॥ ভাগ্যে জীয়ে পুত্র নন্দ উঠিল তোমার। দংশিল পাপিষ্ঠ বড় নাগ দুরাচার ॥ কথোপ কথনে সবে রজনী হইল। সূচী নামে অরণ্যেতে যাইয়া রহিল ॥

শ্রীকৃষ্ণের দাবানল পান।

শৃণুত্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং ভাগবতপুরাণাদ্ভুতং।
শ্রীকৃষ্ণদাবানলস্য ভক্ষণং কথয়াম্যহং ॥

মুনি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। ক্ষুধানলে সকলের দহিছে জীবন ॥ বন ফল ভক্ষণ করিয়া গোপগণ। সেই বনে সকলেতে করে যাগরণ ॥ ঘোরতর দাবাগ্নি উঠিল নিশাকালে। চৌদিগে বেড়িল অগ্নি সেই বনস্থলে ॥ দাবানলে দহে অঙ্গ চৌদিগে বেড়িয়া। সকল গোকুল বাসী উঠিল কান্দিয়া ॥ শরণ লইল আসি কৃষ্ণের চরণে। বলে গোপাল রক্ষা কর এই পরিত্রাণে ॥ তুমিত বিক্রম রাম

গুণের সাগর। দাবানলে প্রাণ যায় ওরে দামোদর॥ মোরা সব নিজজন আত্মীয় তোমার। কাল দাবানল হৈতে রাখ এই বার॥ এইরূপ ব্যাকুল দেখিয়া অতিশয়। অনন্ত শকতি ধরে সর্ব্ব জীবাশ্রয়॥ অগ্নি পান কৈলা হরি চক্ষের নিমিষে। সেই বনে গোপগণ রহিল হরিষে॥ রজনী প্রভাতে সবে গেল ব্রজপুরে। রাম কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎপরে॥ দিনকর কিরণে সকল চরাচর। নিরস হইল যেন শুষ্ক কলেবর॥ হেনই নিধাঘকাল বৃন্দাবন মাঝে। সাক্ষাৎ বসন্ত যেন সন্তোষে বিরাজে॥ তাহাতে নির্ঝর জল তরঙ্গ কল্লোল। শারী শুক বিহঙ্গের শব্দ উত-রোল॥ জল মাঝে স্নিগ্ধ তরু মণ্ডপে মণ্ডিত। নানা পুষ্পে ফলে বন অতি সুশোভিত॥ কহলার কুমুদ পুষ্প আর নীলোৎপল। চারিদিগে শোভিতেছে হইয়া উজ্জ্বল॥ বক করণ্ডক আর হংস হংসী আদি। বিবিধ করিছে রব আনন্দে অবধি॥ বিবিধ কৌতুক বস বিবিধ বিহার। মহেশচন্দ্র দাসে ভণে কৃষ্ণলীলা সার॥

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ।

উপাবিষ্টাস্ততো দেবা ব্রহ্মণা বচনাৎপুরঃ।
দেবানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা তানাহদুঃখিতান্॥
ইতি দেবৈঃ পবিন্নতো গত্বা গোকুলবাসিনং।
স্তুত্বা প্রাহপুরোব্রহ্মা দেবানাং হৃদয়েপ্সিতং॥

সংশ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণমিদমব্রুবিৎ।
দর্পচূর্ণং পদ্মযোনিস্ত্বং কথয়ামি ত্বয়া সহ॥

মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ কথন। ব্রহ্মার করিলা দর্পচূর্ণ নারায়ণ॥ সেই কথা বিস্তারিয়া শুন নৃপরায়। প্রকাশ করিয়া কথা কহিব তোমায়॥ ক্রীড়া করেন ভগবান সহ শিশুগণ। খেলাছলে জান দূরে গহন কানন॥ কৃষ্ণচন্দ্রে ভগবান জানিবার তরে। ধীরে ধীরে জান ব্রহ্মা অরণ্য ভিতরে॥ গাভী বৎসগণ আদি সকল হরিয়া। পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে রাখে লুকাইয়া॥ ব্রহ্মা যদি গাভীগণ লুকায়ে রাখিল। অন্তর্যামী বাসুদেব সকল জানিল॥ যোগেন্দ্র যোগমায়াতে করেন সৃজন। গোধন লইয়া ঘরে আইলা তখন॥ বলরাম আর ব্রজ রাখাল লইয়া! কৌতুকে গোলোকনাথ আনন্দ হইয়া॥ একবর্ষ প্রত্যাবধি দেব নারায়ণ॥ গোবালক সহ বনে করেন গমন। কৃষ্ণের প্রভাব সব হেরি পদ্মাসন॥ জানিলেন বটে ইনি সত্য নারায়ণ। বটমূলে ব্রহ্মা তবে দেখিলেন হরি॥ তথা উপনীত বিধি হন ত্বরাকরি॥ দেখেন কৃষ্ণেরে ব্রজ রাখালে বেষ্টিত। পূর্ণচন্দ্র বেড়ি যেন নক্ষত্র উদিত॥ রত্ন সিংহাসন পরে ধরি নটবেশ। পীতবাস পরিধান সুচাঁচর কেশ॥ রতন কেয়ূর করে বলয়া সহিত। মণিময় কুণ্ডল সে শিরেতে শোভিত॥ কোটি কোটি কন্দর্প লাবণ্য মনোহর। কস্তুরি কুঙ্কুম গন্ধে ধাইছে ভ্রমর॥ পারিজাত পুষ্পমালা গলে

বিভূষিত। শিখিপুচ্ছ চূড়াতে মালতী সুবেষ্টিত॥ পরম সৌন্দর্য্য মহা ভূষণে ভূষণ। নবীন নীরদ জ্যোতি সুস্থির যৌবন॥ এমত প্রভুরে হেরি লাবণ্যের ধাম। অবনীতে পড়ে বিধি করেন প্রণাম॥ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করেন দরশন। বাহিরে যেমন হৃদপদ্মেতে তেমন॥ সম্মুখেতে যেইরূপ পশ্চাতে সেরূপ। দক্ষ বামে সর্ব্বদিগে শ্রীকৃষ্ণের রূপ॥ অব্জাসন বৃন্দাবনে হেরে কৃষ্ণময়। চারিদিগে দেখে বিধি কৃষ্ণ মূর্ত্তিময়॥ গোবৎস বাথাল আর তরুলতা গণ। আচম্বিতে হেরে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মতন॥ পরম আশ্চর্য্য দেখি পুন করে ধ্যান। কিছু নাহি হেরে বিনা মুরারি বয়ান॥ গুল্মলতা কোথা আর ভূধর সাগর। কোথা দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মুনিবর॥ কোথা আত্ম জগদীশ কোথায় আকাশ। সব দেখে শ্রীকৃষ্ণের মায়ার প্রকাশ॥ কোথা কৃষ্ণ জগন্নাথ মায়ার ঈশ্বর। কৃষ্ণময় হেরি সব বিধি নিরু-ত্তর॥ কি স্তব করিব আর কি করি এখন। ভাবিয়া বিরিঞ্চি স্থির করিবেন মন॥ পুটাঞ্জলি হইয়া চলেন পদ্মাসন। সর্ব্বাঙ্গ পুলক অশ্রু ধারা দুনয়ন॥ ইড়া পিঙ্গলা সুসুম্না মেধা সুনলিনী। ধূয়া আদি ছয় নাড়ি বিদ্যুতাঙ্গ জিনি॥ মহাযোগেশ্বর বিধি চতুর্ম্মুখ ধারী। যোগেতে করেন রোধ এছয় বিচারি॥ মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মনিপুর আর। অনাহত বিশুদ্ধ আখ্যান পরে তার॥ বিধিমতে বিধিষট চক্রের লঙ্ঘন। করি ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মা বায়ু নিরোধন॥ বায়ু

বদ্ধ মেধা মধ্যে আনি হৃৎকমলে। সেই বায়ু ভ্রমণ করেন মধ্যস্থলে॥ এরূপে নিষ্পন্দ হয়ে কমল আসন। হরির প্রদত্ত মন্ত্র করেন জপন॥ একাদশাক্ষরা মহামন্ত্র জপ করে। ধ্যান করি পদাম্বুজ মূহুর্ত্ত অন্তরে॥ দেখে স্বহৃদয়াম্বুজে সর্ব্ব তেজঃময়। অপরূপ স্বন্দর বিগ্রহ শোভা হয়॥ দ্বিভুজ মুরারি করে পরা পীতাম্বর। অতি কমনীয় কান্তি নবজল ধর॥ শ্রুতিমূলে ঝুলিতেছে মকর কুণ্ডল। নানা মণি অলঙ্কার করে ঝলমল॥ মৃদুহাসি ভক্ত অনুগ্রহেতে কাতর। নবীন কিশোর কান্তি শ্যামল স্বন্দর॥ সাক্ষিরূপ সকল জীবেতে স্থিরতর। আত্মারাম সহকাম জগর্ম্ময় পর॥ সর্ব্ব বীজে সর্ব্বরূপ ময় সনাতন। সর্ব্বাধার সর্ব্ব সার সার নারায়ণ॥ গলেতে আরোপী বাসদেব পদ্মাসন। নানারূপ স্তব করে ভক্তিতে তখন॥ বেদের বেদাঙ্গ তুমি জনক স্বরূপ। নমামী পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবে রূপ॥ তোমার মহিমা প্রভু কে করে বর্ণন। তুমি প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ॥ রাজ মণ্ডলের মধ্যে উল্লাস নিতান্ত। যোগীগণ ধ্যানে নাহি পায় তব অন্ত॥ পুণ্য জনে পুণ্য দাতা সকল সংসারে। শুভজনে শুভপ্রদ প্রণাম তোমারে॥ এই মত স্তব করি গোবৎস সহিত। কৃষ্ণের নিকটে দেন আনিয়া ত্বরিত॥ সুখী জনে প্রদান করহ নানা সুখ। দুঃখীজনে দেহ ওহে বহুতর দুখ॥ পুণ্য জনে পুণ্য-দাতা সকল সংসারে। শুভজনে শুভপ্রদ প্রণাম তোমারে॥ এই মতে

স্তব করে গোবৎস সহিত। আমিয়া দিলেন বিধি হয়ে আনন্দিত ॥ দণ্ডবৎ ভূমে পড়ি করেন প্রণাম। ভক্তি অশ্রু ধারা নেত্রে বহে অবিশ্রাম ॥ চক্ষুমেলি দেখে বিধি মুনি তার পর। ভাণ্ডীরবনেতে রহে প্রভু নটবর ॥ রাখালে বেষ্টিত একরূপ মনোহর। দ্বিভুজ মুরারীধর শ্যামল সুন্দর ॥ কৃষ্ণের প্রভাব দেখি বিধি বিদ্যমান। পুনশ্চ প্রণামী ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে জান ॥ বিধাতার কৃত স্তব পঠে যেইজন। সুখভোগী করে অন্তে পায় শ্রীচরণ ॥

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ।

শৃণুরাজন্! বচোমহ্যং কৌতূহলসমন্বিতম্।
যথাবৃত্তং বৃন্দাবনস্য চরিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্ ॥
মহাসমারোহ পূর্ব্বং ইন্দ্রযজ্ঞসমন্বিতম্।
নানাম্বুজলতাজাল-বনোপবন-মণ্ডিতে ॥

শুকদেব মুনি কন শুনহে রাজন। এবে কহি ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ বিবরণ ॥ ব্রজে একদিন নন্দ হরিষ অন্তরে। মহা সমারহে সবে ইন্দ্র পূজা করে ॥ নানামত নানা দ্রব্য করেন উদ্যোগ। রাশি রাশি দ্রব্য সব করেন সংযোগ ॥ দধি ক্ষীর মধু তক্র ঘৃত নব নীত। সকলেতে পূজাদেয় অতি শুদ্ধচিত ॥ নগর নিবাসী যত গোপ গোপীগণ। বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধ যতজন ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি। শুনিয়া আইল সবে নন্দের নগরী ॥ গোপ

গোপীগণ বালা বালিকা সহিত। যত ব্রজ বাসীগণ হৈল উপনীত॥ কত শত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আগমন। যজ্ঞ দেখি-বারে সবে করেন গমন॥ রতন প্রদীপ জালিলেন সেই স্থান। ধুপের সৌগন্ধে তথা মণি দীপ্তমান॥ নানাবিধ পুষ্প আর পুষ্পময় হার। নৈবিদ্য অপূর্ব্ব দ্রব্য নানা উপহার॥ যব গোধূমের চূর্ণ লাণ্ডুক প্রচুর। দেশ কালো-দ্ভব ফল সুপক্ক মধুর॥ ঘৃতপক্ক নানা বস্তু কলসী পূর্ণিত। বৃক্ষফল নানাবিধ অতি অপ্রমিত॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি সুমধুর। নানামত নানা যন্ত্র শব্দ যায় দূর॥ সহস্র ছাগল আর শতেক মহীষ। লক্ষ মেষ আনি রাখে হইয়া হরিষ॥ হেনকালে তথা আগমন করে হরি। গোপাল বালক বলরাম সঙ্গে করি॥ দেখি আনন্দিত হয় সবাকার মনে। পুলকে পুরিল সবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে॥ ক্রীড়া স্থান হইতে কৃষ্ণ কৈলা আগমন। বীণাবেণু শীঙ্গা বাজে মুরলী মোহন॥ কিঙ্কিণী নূপুরে করে সুমধুর রব। ধেনু কণ্ঠ ঘণ্টা-নাদে মোহিত মানব॥ শ্রীঅঙ্গেতে রত্ন ভূষণ কৌস্তব ভূষিত। নীল কলেবরে শোভে চন্দনে চর্চ্চিত॥ মালতীর মালা শ্যাম কণ্ঠ বক্ষোস্থলে। বক শ্রেণী যেন নীল আকাশ মণ্ডলে॥ পীতবাস পরিধান শ্যাম কলেবর। নবীন নীরদ যেন তড়িৎ সুন্দর॥ মহোৎসব দেখি পুছে আপন পিতারে। নীতিজ্ঞ শ্রীহরি নীতি শাস্ত্র অনুসারে॥ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসে পিতা নন্দের সদন। কি জন্যে করহ সবে কাহার পূজন॥

বিফল পূজাতে কার পূজ আবাহনে। না পূজিলে এদেব কি করে রুষ্ট মনে॥ নন্দ বলে শুন গোপাল বলিরে তোমারে। ইন্দ্রের এ পূজা রাজা সর্ব্বজনে করে॥ ইন্দ্রকে করিলে তুষ্ট বারি করে দান। ধান্য চাল আদি সব হয় অপ্রমাণ॥ শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ নন্দেরে তখন। ব্রাহ্মণে সন্তোষে তুষ্ট সর্ব্ব দেবগণ॥ বিষ্ণুকে অনিবেদীত বস্তু যে সকল। সে অন্ন জানিবে পিতা এ হতে নিষ্ফল॥ সর্ব্ব সাধারণ পিতা বিশেষ ব্রাহ্মণ। এইত বিধান পিতা শাস্ত্রের লিখন॥ দেবে বস্তু না দিয়া ব্রাহ্মণে করে দান। বিপ্র মুখে দেবাহার লয়ে পায় ত্রাণ॥ পঞ্চবিধ পাপী যদি প্রণমে ব্রাহ্মণ। সেই ক্ষণে হয় তার পাপ বিমোচন॥ ব্রাহ্মণ পরশমাত্রে পাপ মুক্ত হয়। দরশনে সর্ব্ব পাপ হরে সমুদয়॥ থাকে রত অবিরত স্বভক্তি অন্তর। হরিভক্তি ব্রাহ্মণের প্রভাব বিস্তর॥ যার পদরজে হয় পবিত্র ধরণী। পদ চিহ্নে বিভূষিত ধন্য এ অবনী॥

গোবর্দ্ধন পূজা ও ইন্দ্রের মান ভঙ্গ।

শ্রবণে কৃষ্ণের বাণী শ্রীনন্দ তখন। বলে এ অদ্ভুত কর্ম্ম না পারি কখন॥ মহেন্দ্রের এই পূজা আছে পূর্ব্বাপর। ইথে ইন্দ্র বৃষ্টি করে সর্ব্ব শস্যকর॥ শস্য সে জীবন ধন শস্যে রহে প্রাণী। ব্রজে পুরুষানুক্রমে ইন্দ্র পূজে

জানি ॥ নির্ব্বিঘ্ন কল্যাণ হেতু পূজা সম্বৎসরে। ব্রজবাসিগণ করে এ ব্রজনগরে॥ শুনিয়া হাসেন কৃষ্ণ নন্দের বচনে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন পরে পিতার সদনে ॥ একি পিতা তব কথা অতি সে অদ্ভুত। শাস্ত্রে লোকে উপহাস এরূপ সম্ভুত ॥ ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি কোথা নাহি নিরূপণ। এ অতি আশ্চর্য্য পিতা তোমার বচন ॥ ওহে তাত শ্রুতিমত শুন কথা সার। সামবেদে উক্ত এই আছয়ে প্রচার ॥ জিজ্ঞাসা করহ সব পণ্ডিত সদন। কি রূপে মহেন্দ্র বৃষ্টি করে বরিষণ ॥ আদিত্য হইতে হয় জলের সৃজন। জল হৈতে শস্য আর হয় শাখাগণ ॥ তবে হয় ফুল ফল শস্য উপদান। তাহে রক্ষা পায় পিতা জীবগণ প্রাণ ॥ দিবাকর হৈতে হয় শলিল উদ্ভব। ইথে সৃষ্টি সূর্য্য হইতে হয় দেখ সব ॥ যে বর্ষে যে জলধর গঙ্গাদি সাগর। শস্যাধিপ রাজামন্ত্রী যে যে গ্রহবর ॥ নিরূপণ আছে তৃণ জলান্তক আর। বর্ষে বর্ষে এ সকল ইচ্ছা বিধাতার ॥ কল্পে২ যুগে২ এবর বিধান। আছে পূর্ব্বাপর ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ সমুদ্র হইতে হস্তী শুণ্ডে করি জল। আনি দেয় সেই জল মেঘগণ স্থল ॥ মেঘেকার বায়ুতে প্রেরণ স্থানে স্থানে। পৃথিবীতে কালে বৃষ্টি হয় সুপ্রমাণে ॥ ঈশ্বর ইচ্ছাতে হয় যে কর্ম্ম যেমন। ছোট বড় মধ্যম কর্ম্মাদি নিরূপণ ॥ বিধাতার কৃতকার্য্য কে করে বারণ। জগচ্চরাচর যার আজ্ঞাতে সৃজন ॥ আদিতে তাহার পরে জীব সৃষ্টি করে। কে বুঝিবে তার তত্ত্ব যে

করে ঈশ্বরে॥ অভ্যাস স্বভাব হয় স্বভাবেতে কর্ম্ম। জীব মাত্র সকলের শরীরের ধর্ম্ম॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন পিতা পর্ব্বত পূজহ। মননীত বর তুমি শেষে মাগীলহ॥ গোবর্দ্ধন সাক্ষাতেতে করিবে ভোজন॥ তুষ্ট হয়ে বর তোমারে করিব অর্পণ॥ এতেক শুনিয়া নন্দ স্বীকার করিল। যোড়শ উপহারে গিরির পূজা সমর্পিল॥ একরূপ রহে নন্দ যশোদা গোচর। আর রূপে রহিলেন পর্ব্বত উপর॥ নানারূপ পূজা পায়ে প্রভু দামোদর। বলে নন্দ মাগি লহ মনোনীত বর॥ যোড়হাতে বলে নন্দ পর্ব্বত গোচরে। ইন্দ্র কোপ হইতে রক্ষা করিহ আমারে॥ শুনিয়া পর্ব্বত রূপ দেব নারায়ণ। তথাস্তু বলিয়া তবে হন অদর্শন॥ গোপ গোপীগণ সব হয়ে আনন্দিত। যে যাহার গৃহে তবে চলিল ত্বরিত॥ এখানেতে নারদ যাইয়া অমরাতে। দেখে ইন্দ্র বসিয়াছে দেবতা সহিতে॥ মুনিরে দেখিয়া করে পাদ্য অর্ঘ্য দান। বসিতে আসন দিয়া কহে মতিমান॥ নারদ বলিল তবে ইন্দ্রের সদন। এই বার তব পূজা হৈল সমর্পণ॥ তব পূজা নন্দ প্রতি বৎসর করিত। এবার তোমার পূজা হইল রহিত॥ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাতে পর্ব্বেতে পূজিল। ওহে দেবরাজ ইথে অপমান হৈল॥ এক্ষণেতে যাহ তুমি ব্রজ ভবনেতে। বারি বরশিয়া নাশ করহ ব্রজেতে॥ এত বলি মুনিবর হইল বিদায়। নারদের বচনে ইন্দ্রের ক্রোধ হয়॥ মেঘগণ লয়ে ব্রজে করেন গমন। ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে

করি লইয়া তখন ॥ সঘনেতে আইল কোপে গভীরগর্জ্জন। বায়ু শব্দ মেঘ শব্দ সৈন্য শব্দ আর॥ জলধর আদি করি গর্জ্জন অপার। নিজ ভার্য্যেগণে নন্দ অতি সকাতরে। নন্দ মহারাজ কন অতি ধীরে ধীরে॥ হে যশোদে আইস হেথা কোথায় রোহিণী। রামকৃষ্ণ লয়ে দূরে যাহ প্রণয়িনী॥ বালক বালিকা নারী ভয়া কুলামন। ব্রজ হইতে দূরে সবে করে পলায়ন॥ বলবন্ত গোপ রবে আমার নিকটে। উদ্ধার পাইবে সবে প রম শঙ্কটে॥ এতবলি করে নন্দ শ্রীহরি স্মরণ। পুটাঞ্জলি হয়ে করে ইন্দ্রেব স্তবন॥ ইন্দ্রস্থরপতি শক্র অতিসী কুঙর। পবন অগ্রজ সহস্রাক্ষ স্থরেশ্বর॥ পাক শাসন বরণ্ড জনক জন মান। শচীপতি বজ্রধাবী অতি বীর্য্যবান॥ এইরূপ নানা স্তব করয়ে ইন্দ্রেরে। তথাপি না শুনে ইন্দ্র আছে কোপভরে॥ হেনকালে আসি হরি নন্দ প্রতি কন। কি জন্যেতে কর পিতা কাহার স্তবন॥ ভয়ে কার কর স্তব ইন্দ্র কোনজন। ত্যজ ভয় পিতানন্দ আমার সদন॥ গোবৎস বালক আদি যত গোপীচয়। গোবর্দ্ধন গর্ত্তরেতে রাখহ নির্ভয়॥ বালকের শুনি বাণী নন্দ আনন্দিত! সবারে রাখিলা গিরি মধ্যে ত্বরান্বিত॥ তার পরে ধরে হরি সেই ধরাধর। বাম বৃদ্ধ অঙ্গুলেতে ধরেন সত্বর॥ তদন্তর তথা হৈতে ধূলা অন্ধকার। নাহি হয় কারো আর দৃষ্টির সঞ্চার॥ প্রবল মরুত বেগে ঢাকিল গগন। বৃন্দাবনে হয় ঘনবারি বরি-

ষণ॥ শিলা বৃষ্টি বজ্র উল্‌কাপাত অগণন। আচম্বিতে হইতেছে বজ্র নিপাতন॥ এসব বিফল দেখি অমর ঈশ্বর। কোপেতে কম্পিত তনু কাঁপে পুরন্দর॥ দধিচির অস্থির নিষ্কিত যে অশনি। কোপেতে কম্পিত করে সুরেন্দ্র তখনি॥ বজ্র হস্তে দেখি হাসে শ্রীমধুসূদন। হস্ত সহ সেই বজ্র করে অনসন॥ দেবগণ সহ হস্ত স্তম্ভন করিলা। চিত্র পুত্তলিকা সবে চাহিয়া রহিলা॥ সেইত স্তম্ভন তন্ত্রা ইন্দ্রের হইল। তন্দ্রিতে মহেন্দ্র কৃষ্ণময় নিরখিল॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সংসারপাতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্।
স প্রসাদ প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তাহর মমান্তভম্॥
ত্বং পযোনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতস্ত্বং বনানি চ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোঽগ্নিস্ত্বং তথা মনঃ॥
বুদ্ধিরব্যাকৃতং প্রাণাঃ প্রাণেশস্ত্বং তথা পুমান্।
পুংসঃপরতরং যচ্চ ব্যাপ্যজন্ম বিকারি যৎ॥
দুঃখান্যেব সুখানীতি মৃগতৃষ্ণাজলাশযাঃ।
তথা নাথ। গৃহীতানি তানিতাপায চাভবন্॥
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষা ভক্তানাম ভযঙ্কর।
সোনাতনাত্মন্ সর্ব্বাত্মান্ ভূতাত্মন্ ভূতভাবন॥

মহেন্দ্র তন্দ্রিতে, হেরে অচিরাতে, জগৎপতি শ্রীহরিরে। দ্বিভুজ সুন্দর, রূপ মনোহর, রত্ন ভূষণ শরীরে॥

পীতবাস পরি, সিংহাসন পরি, ঈষদ অমিয় হাস। ভকতবৎসল, ভক্তাশ্রয় স্থল, ভক্তেতে ভক্তি প্রকাশ॥ চন্দনে চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গ শোভিত, কৃষ্ণময় চরাচর! হেরিয়া অদ্ভুত, হৈল মূর্চ্ছাযুত, সদ্য অমর ঈশ্বর॥ ইন্দ্র স্মরি তন্ত্র, জপে মহামন্ত্র, গুরুদত্ত পরাৎপর। দশ শত দলে, নিরখে কমলে, জ্যোতি জলে নিরন্তর॥ তার মধ্য রূপ, কোটি সুধা কুপ, অতিশয় মনোহর। নব জলধর, শ্যামল সুন্দর, কমনীয় কলেবর॥ মকর কুণ্ডল, কর্ণে ঝল মল, মণিন্দ্র কিরিটোজ্জল। কৌস্তুভ মণিতে, বিচিত্র রচিতে, তাতে সাজে বক্ষোস্থল॥ মণির কেয়ূর, বলয় নূপুর, কিবা মঞ্জির রঞ্জিত। অন্তর বাহিরে, হেরি মন স্থিরে, স্তবকরে ভক্তি চিত॥ পরম অক্ষর, জ্যোতিতে তৎপর, রূপধরে সনাতন। তুমি গুণাতীত, আকার রহিত, স্বেচ্ছাময় নিরঞ্জন॥ প্রভু অনন্তক, ধ্যানের সাধক, সেবা করে নিরন্তর। সেই ধ্যান নত, ধর কত শত, নানারূপ পরমেশ্বর॥ শুক্ল রক্ত পীত, শ্যাম রূপ স্থিত, যুগানু ক্রমেতে হরি। শুক্লেতেজ রূপ, সত্যেতে স্বরূপ, সত্য শান্ত মূর্ত্তি ধরি॥ ত্রেতাতে প্রচার, কুম কুম আকার, অঙ্গে ব্রহ্মতেজ জ্বলে। দ্বাপরেতে পীত, বরণ শোভিত, পীত বাস সমুজ্জ্বলে॥ কৃষ্ণ বর্ণান্বিতে, শ্রীকৃষ্ণ কলিতে, পূর্ণ ব্রহ্মরূপ ধর। নব জলধর, রূপ মনোহর, শ্রীকৃষ্ণ শ্যাম সুন্দর॥ যশোদা নন্দন, নন্দ প্রাণধন, গোপীর চেতন

হর। প্রেমেতে রসিক, রাধা প্রাণাধিক, বিনোদ মুরারি ধর॥ রূপে নাহি তুল্য, রতন অমূল্য, শোভে নানা বিভূষণ। নিন্দি কোটি কাম, লাবণ্যের ধাম, ঈশানে শান্ত মোহন॥ ক্ষণে বৃন্দাবনে, ক্রীড়া রাধাসনে, কখন নির্জ্জন বনে। আনন্দ বিহার, কভু শ্রীরাধার, রম্য বক্ষোস্থলা সনে॥ পরি হরি বীড়া, কর জল ক্রীড়া, রাধা সঙ্গে কদাচিত। রাধার কবরী, স্বকরেতে ধরি, বনে করেন বিরচিত॥ অলক্ত কখন, রাধার চরণ, দেও ওহে সযতনে। রাধার চর্ব্বিত, অমিয় মিশ্রিত, ভক্ষণ কর আপনে॥ বঙ্কিম নয়ান, রাধার বয়ান, কভু কর দরশন। মালতীর মালা, গলাতে উজ্জলা, শোভেছে কণ্ঠে কখন॥ এ রূপে স্তবন, করে দেবাসণ, শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষচিত। বলে লহ বর, ওহে সুরেশ্বর, যেবা তব মনোনীত॥ ইন্দ্র বলে হরি, দেহ কৃপাকরি, যেন পদে মতি রয়। তথাস্ত বলিয়া, বর তারে দিয়া, ব্রজে আইলা দয়াময়॥ বৃষ্টি ঝড় যত, সব হইল হত, যে যাহার গৃহে যায়। অক্ষয়ের মতী, কৃষ্ণপদে গতি, বারে বারে এই চায়॥

ধেনুকাসুর বধ।

ইতি শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা ভগবান্ দৈবকীসুতঃ।
গৃহীত্বা গোপালকবাক্যং সমুত্তস্থৌ স্বয়ংহরিঃ॥
চিত্রধ্বজ নামঃ দৈত্যস্য তৎপুত্র ধেনুকাসুরঃ।
দুর্ব্বাসামুনি শাপেন গর্দ্দভাকার ধারণম্॥

মহাবলবানদৈত্যঃ মহাতেজঃ ভয়ঙ্করঃ।
মম বধ্যঃ ধেনুকদৈত্য শৃণস্য গোপবালকং ॥

মুনি বলে শুন ওহে নৃপ গুণধাম। এক দিন রাধানাথ সঙ্গে বলরাম॥ আর ব্রজের রাখাল লইয়া সঙ্গে করি। পাকাতাল বন মাঝে চলিলেন হরি॥ বৃক্ষগণ রাখে খররূপ দৈত্যবর। ধেনুক তাহার নাম অতি ভয়ঙ্কর॥ কোটি সিংহ সমবল সেই দৈত্যবরে। পরাক্রমে দেবতাগণের দর্প হরে॥ শৈল সম দেহ কূপ সম চক্ষু তার। ঈশশ্রেণী দন্ত মুখ গিরি গুহাকার॥ শত সহস্র আরাম বিলোল রসনা। প্রসাদ সমান নাসা অত্যন্ত ভীষণা॥ নিরখিয়া তালবন হর্ষ শিশুগণ। কৌতুকে কহেন আসি কৃষ্ণের সদন॥ করুণারসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি। মহা বলবান ভাই বিচক্ষণ অতি॥ অবধান কর আমাদের নিবেদন। ভকতবৎসল ক্ষোভ কর নিবারণ॥ সুপক্ক সুমিষ্ট তাল দেখ এই ফল। নানা বর্ণের পুষ্প কত ধরেছে সকল॥ যদি আজ্ঞা কর ভাই যাই শিশুগণ। বৃক্ষ ভাঙ্গি ফল খাই আনন্দিত মন॥ কিন্তু তথা আছে দৈত্য মহা বলধর। ধেনুক তাহার নাম আকারেতে খর॥ দেবগণ পরাজয় বল পরাক্রমে। অনিবার্য্য কংস প্রিয় বনমধ্যে ভ্রমে॥ সকল জন্তু হিংসক বনের রক্ষিত। নির্ভয়ে কাননে ফিরে অতি অলক্ষিত॥ জগৎপতি বিচারিয়া বল শিশুগণে। যুক্ত কি

অযুক্ত কার্য্য করিব গোপনে ॥ রাখালের বাক্য শুনি শ্রীমধুসূদন। সকলের প্রতি কন মধুর বচন ॥ বৃক্ষ ভাঙ্গি ফল খাও হইয়া নির্ভয়। ইথে মনে তোমাদের নাহি কিছু ভয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পায়ে বালক সকল। বৃক্ষে উঠে শিশুগণে খাইবারে ফল ॥ নানামত পক্ক ফল নানারূপ চয়। পাড়িল রাখালগণ হইয়া নির্ভর ॥ কেহ বৃক্ষ ভাঙ্গে কেহ করয়ে চয়ন। কেহ কোলাহল করে নাচে কোন জন ॥ বলবান শিশু সব বৃক্ষোপরে চড়ে। তার ভরে বৃক্ষ শাখা পল্লবাদি নড়ে ॥ ফল লয়ে যায় ব্রজরাখাল যখন। অতি কোপে ধেয়ে আইসে ধেনুকা তখন ॥ মহা বল মহাকায় গর্দ্দভ আকার। বায়ুবেগে এলো করি শব্দ চমৎকার ॥ ফল ফেলি শিশুগণ করয়ে রোদন। দৈত্য দেখি রাখালের উড়িল জীবন ॥ রাম কৃষ্ণ বলি উচ্চনাদে শিশুগণ। বলে এ বিপদে রক্ষ শ্রীমধুসূদন ॥ ওহে সঙ্ক-র্ষণ কৃষ্ণ দয়ারসাগর। রাখ প্রাণ যায় মোরা হইনু কাতর॥ দামোদর দীনবন্ধু দয়ার সাগর। প্রাণ যায় এইবার রাখ দামোদর ॥ তোমাবিনে দীন হীনে ভবার্ণবে আর। শরণ লইব কার কে করে নিস্তার ॥ বালকগণেরে হেরি অতি সকাতর। বলরাম সহিত আইলা দামোদর ॥ ভয় নাই ভয় নাই বলিয়া অভয়। ঈষদ হাসিয়া দাণ্ডাইল দয়াময় ॥ হরি স্মৃতি জনেরে অভয় চিরকাল। সর্ব্ব এ মঙ্গল হয় না ঘটে জঞ্জাল ॥ কৃষ্ণে দেখি দানব গ্রাসিল শিশুগণ।

বলরাম প্রতি কন শ্রীমধুসূদন ॥ চিত্রধ্বজ নামে এই দৈ-
ত্যের নন্দন। দুর্ব্বাসার শাপে এই গর্দ্দভ ধারণ ॥ মম
বধ্য ও পাপিষ্ঠ মহাবলধর। এ দৈত্যে নিধন আমি
করিব সত্বর ॥ শিশুগণ লয়ে কর দূরেতে রক্ষণ। ভয়েতে
আকুল হবে যত শিশুগণ ॥ রাখাল করিয়া সঙ্গে গেল
বলরাম। গোপনে নিভৃত স্থানে করয়ে বিশ্রাম ॥ কৃষ্ণ
হেরি দানবেন্দ্র মহা পরাক্রম। কোপেতে ধরিল জলদগ্নি
শিখা মম ॥ অতি তেজে দাহ যুক্ত হয়ে দৈত্যবর। ভয়ে
ত্যাগ করে পুনঃ দেখিয়া দুষ্কর ॥ ব্রহ্ম তেজ কাণ্ড শান্ত
করিয়া সুন্দর। এ রূপ কৃষ্ণের প্রতি দেখে দৈত্যবর ॥
কৈলা পূর্ব্ব কথা স্মৃতি দনুজ রাজন। বুঝিল জগৎপতি
প্রভু নারায়ণ ॥ তেজোময় রূপ কৃষ্ণে হেরি দৈত্যবর।
নানা বিধ স্তব করে হইয়া কাতর ॥ আমার করম ফলে
বধ জগৎপতি। বধ করে মোক্ষ ফল পাইব সদ্গতি ॥
তবাংশে বরাহ ধরা করেন ধারণ। উদ্ধারিয়া বেদ হির-
ণ্যাক্ষ বিনাশন ॥. হিরণ্যকশিপু বধে নৃসিংহ হইলা।
প্রহ্লাদেরে রক্ষা করি সিংহাসন দিলা ॥ অনন্ত আধার
কুর্ম্ম অংশেতে তোমার। বিশ্ব ধরি বিশ্বম্ভর নামের
সঞ্চার ॥ জানকী উদ্ধারে দাশরথী তব নাম ॥ লঙ্কাতে
রাবণ বধ করি আইলা ধাম ॥ তদন্তর ভৃগুরাম জামদগ্নি-
সুত। তবাংশে করিলা কর্ম্ম অতি সে অদ্ভুত ॥ বলেতে
ত্রিসপ্ত বার নিক্ষত্রি করিল। করেন অদ্ভুত কায সকলে

দেখিল॥ সিদ্ধির গুরুর গুরু অংশেতে কপিল। তাহার মাহাত্ম্য কথা অতি সূক্ষ্মস্থূল॥ এ যে তুমি কৃষ্ণ রূপ পূর্ণ-ব্রহ্মময়। তোমার মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা না হয়॥ যশোদা নন্দন তুমি আনন্দ বর্দ্ধন। গোপীকার প্রাণাধিক রাধার জীবন॥ দেবকী দুঃখ ভঞ্জন বসুদেবসুত। অযোনিসম্ভবা তুমি শুন হে অচ্যুত॥ তব ভক্ত পুত্র আমি সুরা ঘোর-তর। আমারে উদ্ধার কর পরম ঈশ্বর॥ এত বলি রহে ধেনু কৃষ্ণ সন্নিহিত। প্রসন্ন বদনে হরি কহেন ত্বরিত॥

সুদর্শন চক্রে ধেনুক বধ।

ধেনুকাসুর বধঞ্চ শৃণুরাজা পরীক্ষিতঃ।
কৃষ্ণস্য যত্র গোবিন্দো জঘ্নে দৈত্যান সহস্রজঃ॥
সর্ব্বাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং ভৌমংতৎধেনুকং বলী।
ক্ষিপ্তা চক্রং দ্বিধাচক্রে চক্রেণ দৈত্যচক্রহা॥

শুকদেব মুনি কন, শুন শুন হে রাজন, স্তব শুনি করুণা নিলয়। বলেন পরমেশ্বর, কেমনে এ ভক্তবর, সংহার করিবে মায়াময়॥ মনে করে অনুমান, বধিব না দৈত্য প্রাণ, ভক্ত মম প্রাণ সম শর। বিশেষ তাপস জন, উচিত নহে নিধন, বেদ অবিহিত এ দুষ্কর॥ পরে বিষ্ণু মায়া ছলে, কটু বাক্য দৈত্যে বলে, মহাকোপে শ্রীহরির তরে। করি রক্ত দুনয়ান, করে কত অপমান, দানবেন্দ্র কম্পিত অধরে॥ শুন ওহে নরবর, দৈবেতে করে দুষ্কর,

ধেনুকের কুমতি হইল। শ্রীহরিরে তেকারণ, বলে নানা কুবচন, নিজ মৃত্যু নিজে ঘটাইল॥ নিশ্চয় নিজ মরণ, জানিয়া দৈত্য তখন, দুর্ম্মতি দানব জ্ঞানছারে। যেমন খাইলি ফল, পাবি তার প্রতিফল, এইত পাঠাই যম-ঘরে॥ এসেছ এ তালবন, শুদ্ধ মরণ কারণ, নাহি যাবে আপন ভবনে। হইয়াছে সমর্পণ, বান্ধব সহ দর্শন, দেখি-বারে না পাবে নয়নে॥ মম সম কেহ নাই, বলি হে তোমার ঠাঁই, কংস জরাসন্ধ কি নরক। দেবগণ কম্পবান, জানে আমি বলবান, পৃথিবীতে আমি ভয়ানক॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কালরূপি দণ্ডধর, শক্তি নাই কাহার এমন। প্রকাশিয়া বাহুবল, আমার রক্ষিত ফল, লয়ে যাবে ভাঙ্গি তালবন॥ পাইয়া সাহস কার, কর এত অহঙ্কার, কে তুমি সুন্দর কলেবর। সুদুর্ল্লভ এ জীবন, কেন দিবে অকারণ, আসিয়াছ আমার গোচর॥ এ বলি মস্তকোপরি, কৃষ্ণেরে দানব ধরি, ফেলিলেক অগ্রে আপনার। বাহুদ্বয়ে ধরি হরি, বলেতে ভূমি উপরি, বিষান ভাঙ্গিয়া ফেলে তার॥ গান্ধর্ব্বের শৃঙ্গ ভাব, শৃঙ্গ শব্দে হেথা ভাব, শিরোপর উচ্চ সুকঠিন। ইথে মস্তক নিন্দিত, তবেই শৃঙ্গ নিশ্চিত, বলি বলে সব বিচক্ষণ॥ স্পর্শমাত্রে কৃষ্ণ অঙ্গ, সেই শৃঙ্গ হল ভঙ্গ, শৃঙ্গ শব্দে বলয়ে বিধান। তা ভাঙ্গিলা ভগ-বান, কোপে দৈত্য কম্পবান, ক্রোধে আইলা কৃষ্ণ সন্নি-ধান॥ গ্রাসি কৃষ্ণেরে চিবায়, দন্ত ভগ্ন হয় তায়, তেজে

মুখ হইল দাহন। সেই জ্বালা নাহি সহি, ক্ষুরে ক্ষুণ্ণ করি মহী, মহাত্রাশে উগারে তখন॥ শব্দ করে ভয়াকুল, ঘুরাইয়া স্ব লাঙ্গুল, ধাইল যথা ব্রজ শিশুগণ। বলরাম মুষ্টি মারে, মুর্চ্ছিত সেই প্রহারে, মহাসুর হইল তখন॥ ক্ষণেকে চেতন পায়, আইলা হরি যথায, বজ্র মুষ্টি মারে হরি গায়। মূচ্ছাতে মোহিত হয়, হইল প্রাণ সংশয়, বদনেতে শব্দ ঘনকায়॥ পুনশ্চ চেতন পায়, ব্যাকুল অতি ব্যাথায, মল মূত্র ত্যাগ করে ভয়। ক্ষণে শব্দ অবিশ্রাম, মহাবল পরাক্রম, পুনরপি যুদ্ধে মগ্ন হয়॥ গোবিন্দেরে করি শীরে, ঘুরায় দানব বীরে, ভূমে ফেলি পুনশ্চ ঘুরায়। তালবৃক্ষ তুলি পরে, কৃষ্ণেরে প্রহার করে, কোমলাঙ্গে ব্যথা নাহি তায়॥ কেশের তাড়নে যেন, মনুষ্যের ব্যথা হেন, তালবৃক্ষ আঘাতে হরির। কিছু নাহি দুঃখ তায়, পুষ্পদল যেন গায, ফেলিদেয় সুমন্দ সমীর॥ গোবর্দ্ধন গিরি পরে, গিরিধারি ধরি করে, ধেনুকেরে করেন আঘাত। মূর্চ্ছা হয় মহাবল, দলিত অঙ্গ সকল, সর্ব্ব অঙ্গে রুধির নিপাত॥ ক্ষণেক পেয়ে চেতন, দুষ্ট দৈত্যের নন্দন, কৃষ্ণ পরে প্রহারে পর্ব্বত। হেরিয়া মধুসূদন, বেগেতে করে ধারণ, শূন্য হৈতে ইক্ষু দণ্ডবৎ॥ কৌতুক করিয়া ছলে, সে অচল পূর্ব্ব স্থলে, রাখিলেন শ্রীহরি তখন। দৈত্যের কর্ণাগ্র ধরি, দুরেতে ফেলান হরি, দুষ্ট করে কৃষ্ণেরে বেষ্টন॥ সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরাগ্র দ্বারে, দৈত্য মেদিনী

বিদারে, কৃষ্ণেরে স্ব মস্তকে করিয়া। লীলাতে লক্ষ যোজন, শূন্যেতে করে ভ্রমণ, তথা যুদ্ধ দুজনে মিলিয়া॥ প্রহরেক যুদ্ধ পরে, কৃষ্ণ লয়ে দৈত্য বরে, পড়িলেক ধরণী মণ্ডলে। কারো না নিবৃত্ত রণ, যুদ্ধ করে দুই জন, মুহূর্ত্তেকে এই ধরাতলে॥ শ্রীকৃষ্ণ দানব পরে, হাসিয়া প্রশংসা করে, ধন্য মম ভক্তের নন্দন। এখন ভক্ত সন্তান, লহরে নির্ব্বাণ দান সাহস করিয়া কর রণ॥ আমার পদ দর্শন, করি নির্ব্বাণ কারণ, সর্ব্বাধিক সর্ব্ব দয়াময়। লহ তুমি সেই স্থান, মহা পরম নির্ব্বাণ, ভক্ত সুত তুমি মহাশয়॥ এতবলি হরি পরে, সুদর্শন লয়ে করে, কোটী সূর্য্য তেজ সুদর্শন॥ ঘুরাইয়া চক্র ধরে, চক্র ধর লয়ে করে, কোটী সূর্য্য তেজ সুদর্শন। ঘূরাইয়া চক্র বরে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেপণ করে, অতি বেগে দৈত্যের সদন॥ মহেশ ব্রহ্মা বিষ্ণুর, বাধ্য নহে সে অসুর, তারে সুদর্শনেতে হঠাৎ। মস্তক চ্ছেদন করি, লীলাতে দানব অরী, ধেনুকেরে করেন নিপাত॥ দানবের তেজোচয়, শত সূর্য্য সম হয়, লীন হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে। পরে দৈত্যেন্দ্র প্রধান, পায়ে পরে মোক্ষ স্থান, মুক্ত হয় জনম মরণে॥ গগনস্থ সুরগণ, পা[illegible]রি-জাত বরিষণ। হইতেছে দুন্দুভি বাজন॥ গন্ধর্ব্বে গা[illegible] গাত, অতিশয় সুললীত, নৃত্য করে অপ্সরাদিগণ॥ সা[illegible] সুনিন্দ্রগণ, করে কৃষ্ণেরে স্তবন, সবে যান আপন ভবন। ধেনুক দেখি নিধন সবে আনন্দিত মন আইলা স[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ সদন॥ যতেক রাখালগণে, আর তথা শঙ্কর্ষণে, সবে লয় কৃষ্ণের শরণ। পরে রাখাল সকল, সেই সব মিষ্ট ফল, আনিদিলা কৃষ্ণের সদন॥ সবে আনন্দিত হয়ে, ব্রজরাখাল মিলিয়ে, সেই ফল করেন ভোজন। পরেতে গৃহেতে যায় আনন্দিত হয়ে কায় দাসে ভণে অপর কথন॥

কাত্যায়নী পূজা ও বস্ত্রহরণ।

শৃণুস্য পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং কথা পৌরাণিকময়া।
ব্রজাঙ্গনাদি সমূহং বস্ত্রহরণং মক্রুবিৎ॥
জলক্রীড়াহেতুসর্ব্বে বস্ত্রং নিয়োজিততটে।
শ্রীকৃষ্ণস্য গুপ্তভাবেন তত্তীবেগমনং যযৌ॥
বস্ত্রাদিগ্রহণঞ্চৈব কদম্ববৃক্ষে স্থাপিতম্।
জলক্রীড়া সমাধান্তে সকলে বিস্ময়ান্বিত॥
বস্ত্রং দেহি রমানাথ! লোকাসুগ্রহকারকা।
সত্বাদিত্রিগুণাধার পাহিবিষ্ণোনমোহস্তুতে॥
স্রষ্টাত্বং ব্রহ্মরূপেণ হর্ত্তাসি শিবরূপধৃক্।
রক্ষিতা বিষ্ণুরূপেণ জগন্নাথ নমোস্তুতে॥

রাজা বলে কহ কহ মুনি তপোধন। কি রূপেতে করে হরি বসন হরণ॥ মুনি বলে সেই কথা শুনহ রাজন। হরি কথা শ্রবণেতে পাপ বিমোচন॥ হেমন্ত প্রথম মাসে গোপীকা মণ্ডলে। যত গোপীগণ সব হৈল এক স্থলে॥ করিয়া হবিষ্য ভক্তি যুতে একমাস। যত ব্রজঙ্গনাগণে পরম উল্লাস॥ যমুনার জলে সবে করিলেন স্নান। করে

পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বালিতে নির্ম্মাণ॥ আবাহন করি সবে নিত্য পূজা করে। নানা পুষ্পাচয়ন করিয়া তৎপরে॥ মণি মুক্তা প্রবলাদি বাদ্য অগণন। আনন্দিত হয়ে সবে করে আরাধন॥ জগত জননী সৃষ্টি সৃজন কারিণী। নন্দের তনয়ে আনি দেওগো তারিণী॥ সংকল্প করিয়া পূজে দিয়া উপহার। মূলমন্ত্রে সভক্তিতে করি পরিহার॥ সামবেদ উক্ত মন্ত্র ফল প্রদায়িনী। দুর্গানাম মহামন্ত্র শুন নৃপমণি॥ পুষ্পমালা ধূপদীপ নৈবিদ্য বসন। মূলমন্ত্র উচ্চারিয়া করে নিবেদন॥ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলে সর্ব্ব ফল প্রদা। শঙ্করের প্রিয় হও বাঞ্ছিত বরদা॥ এত বলি প্রণমিয়া দক্ষিণা করিলা। নৈবিদ্যাদি সর্ব্ব দ্রব্য ব্রাহ্মণেরে দিলা॥ সর্ব্বভীষ্টা ফলপ্রদ পার্ব্বতী স্তবন। স্বভক্তিতে করিলেন যত গোপীগণ॥ জয় দেহী মহামায়া শ্রীসর্ব্ব মঙ্গলা। কৃপার নিদান দেবী ভকত বৎসলা॥ দকারের অর্থ রাজা দৈত্যের নাশন। উকারেতে বিঘ্ননাশ বিঘ্ন বিনাশন॥ রেফিরোগ গকারতে পাপের বিনাশ। অকারেতে শত্রু হানি জানিবে নির্যাস॥ শ্রবণ কথন আর স্মরণ জপন। হয় এ আপদ সব খণ্ড বিনাশন॥ নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গে হইলে উপদান। তেজবীর্য্যে দেবী নারায়ণীর সমান॥ এই রূপে গোপী স্তুতি করে একমাস। সমাপ্ত দিবসে পরে অপূর্ব্ব প্রকাশ॥ স্নানে গেল গোপীগণ যমুনার জলে। বস্ত্র আদি রাখি সবে কদম্বের মূলে॥ পীত

রক্ত শ্বেত নানারঙ্গের বসন। কুসুম কস্তুরি কত অগৌর চন্দন॥ বহুবিধ নৈবিদ্য যতেক মিষ্ট ফল। ধূপদীপ সিন্দুর রাখিল সেই স্থল॥ কৌতুকেতে জল ক্রীড়া করে গোপী-গণ। সবে লগ্না দীর্ঘকেশী জলে মগ্না রন॥ কৃষ্ণ দেখিলেন নানা দিব্য চিত্রবাস। নিত্যানন্দময় মনে আনন্দ প্রকাশ॥ তথা সঙ্গে করি কৃষ্ণ ব্রজ শিশুগণ। বস্ত্র নিয়া সব দ্রব্য করিয়া ভোজন॥ দূরে গিয়া রহে সব গোপের নন্দন। রাশি রাশি বস্ত্র সব লইয়া তখন॥ কদম্ব বৃক্ষের পরে করি আরোহণ। বসিলেন কৃষ্ণ তবে লইয়া বসন॥ জলক্রীড়া করিয়া যতেক গোপীগণ। তীরেতে নাহিক দেখে আপন বসন॥ আকুল হইয়া সবে চারিদিগে চায়। বৃক্ষপরে শ্রীহ-রিরে দেখিবারে পায়॥ বলে ওহে বস্ত্র দেহ নন্দের নন্দন। জলেতে থাকিতে আর না পারি এখন॥ গোপীগণ প্রতি কৃষ্ণ করে উপহাস। হেথা আসি পর সবে নিজ নিজ বাস॥ মিথ্যা নাহি কহি কথা শুন সত্যবাণী। নহে এই বস্ত্র দেখ করি খানি খানি॥ মম বাক্যে যদ্যপি প্রত্যয় নাহি যাহ। এক এক জন করি বস্ত্র আসি লহ॥ কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী গোপীগণ কয়। তোমাকে জানি হে ভাল নন্দের তনয়॥ লাজে শীতে ধরি মোরা ধরিহে চরণ। বসন করহ দান রাখহ বচন॥ তবু যদি বস্ত্র আর নাহি দিবে কারে। এখনি জানাব গিয়া রাজার গোচরে॥ নহে তব পিতারে গে কহিব বচন। নতুবা বসন দেহ নন্দেরনন্দন॥

গোপীগণ প্রতি কৃষ্ণ কন উপহাস। আসিয়া অগ্রেতে লহ নিজ নিজ বাস॥ জানিয়া গোপীকাগণ বচন নিশ্চয়। কৃষ্ণের নিকটে যাইতে সাহসীক হয়॥ দ্বিকরে ঢাকিয়া কর জল হৈতে উঠে। শীতেতে কাতর গোপী আইল সব ছুটে॥ শুদ্ধভাব গোপীর দেখিয়া বনমালী। প্রসংশীয়া সকলেতে করেন ধামালি॥ সকলেতে নিজ বাস করি পরিধান। চলি গেলা গোপীগণ আপনার স্থান॥

দান ও নৌকাখণ্ড।

দানখণ্ড নৌকাখণ্ডং শৃনু জনমেজয় স্তুতঃ।
যমুনাতীরে নৌকায়াং যাচে দানং স্বয়ং হরিঃ॥

কদম্বের তলে কৃষ্ণ যমুনার তীরে। গোপীর সাধেন দান প্রভু গদাধরে॥ হেনকালে যত গোপা রাধা চন্দ্রাবলী। মাথায় দধি পসরা আইল কুতূহলী॥ রাধা হেরি বলে কানু শুন গোয়ালিনী। অমনি পলায়ে যাহ দিয়ে আলা কানি॥ পাশ করি লইয়াছি কংস রাজার স্থানে। তোমা সবাকার দান সাধিব যতনে॥ নিকটেতে আইস ধনি দান দেহ মোরে। না দিলে যাইতে নার মথুরা নগরে॥ শুনিয়া রুষিলা তবে বৃষভানুর ঝি। কিসের দান লহ কৃষ্ণ কথা কহ কি॥ এই রাজপথে মোরা মথুরাতে যাই। না জানি দানের কথা শুনহে কানাই॥ কে জানে কিসের দান নন্দের নন্দন। না কর জঞ্জাল যাব মথুরা ভবন॥ মথুরা যাইবে

আগে বৈস মম কাছে। লেখা করি দান দেহ তবে যাবে পাছে॥ আইস আইস বড়াই বৈসহ মধ্যখানে। বলহ রাধারে তুমি দিতে মোরে দানে॥ হাসিয়া বলিল বড়াই কানুর নিকটে। কিবা দান চাহ কৃষ্ণ পড়িনু সঙ্কটে॥ মিছা নাহি কহি ভাই দেখ পাটাখান। কংসের হয়েছে আজ্ঞা সাধিবারে দান॥ নাবাও রাধিকা তুমি দধির পসার। লেখা করি দেহ দান যে হয় আমার॥ পসারের দান ধরি লব ষোলপণ। তার দুনা দান চাহি চক্ষের অঞ্জন॥ নূপুরের দান দেহ বিলম্ব না সহে। কাঁচলির দান দেহ বড়াই যত কহে॥ সাতনরী হারের দান দেহ লেখা করি। তবে সে যাইতে পাবে মথুরা নগরী॥ কুণ্ডলের দেহ দান পরিয়াছ কাণে। কঙ্কণের দান রাধে বত্রিশ কাহনে॥ সব দান আছে তব কঙ্কণ ভিতরে। এতবলি রাধারে ধরিল বামকরে॥ কি কর বসিয়া বড়াই না দেখ নয়নে। কিসের দান চাহে বড়াই নন্দের নন্দনে॥ দধি দুগ্ধ লহ তবে মোরা যাই ঘরে। সব সখা যাব আজি নন্দের গোচরে॥ লাজ নাহি কানাই যে হাত চাপি ধরে। বড়াই না বলে কিছু পড়ি আথান্তরে॥ কাঁচালির দান মাগে কোন মহা-দানি। কঙ্কণের দান চাহে কোথায় না শুনি॥ ঘাটে ঘাটে থানায় কানু পথে মহাদানি। কতই সাধিবে দান কিছুই না জানি॥ পাটে কংস রাজা আছে তবে কিসের দান। গোহারি করিলে কানাই পাবে অপমান॥ ছাড়হে নিলাজ

কানু কেন হেন বাস। নন্দ ঘরে ননী খেয়ে মনে মনে হাস॥ ধরিয়া বসান রাধায় বড়ায়ের পাশে। দান দিয়া যাহ বড়াই যেবা মনে আশে॥ বুঝাহ বড়াই রাধায় মোরে দিতে দান। ব্যাকুল হইনু আমি রাখহ পরাণ॥ শ্রবণে হাসেন তবে রাধা চন্দ্রাবলী। দান দিতে বল মোরে ওহে বনমালি॥ আজ পার কর হরি কালি দিব দান। পার করি রাখ হরি সবাকার প্রাণ॥ শুনিয়া কানাই তবে নৌকা চাপি বৈসে। আইস আইস রাধে তুমি বৈস মম পাশে॥ দণ্ডধরি নৌকা বাহে নন্দের নন্দন। হাসিয়া উঠেন নায়ে যত গোপীগণ॥ খেয়া দেন কৃষ্ণ তরে যমুনার জলে। ঢেউ দেখি চন্দ্রাবলী সকাতরে বলে॥ যেই দান চাহ কানাই দিব এইক্ষণে। পরাণ কাঁপিছে পার করহ যতনে॥ যমুনার ঢেউ দেখি কাঁপিতেছে হিয়া। পার কর যাই ঘরে উচিত মূল্য দিয়া॥ সব গোপিনী যদি যমুনা পার হৈল। মাথায় দধি পসর, মথুরা চলিল॥ বিক্রয় করিয়া আইসে যমুনার তীরে। পার কর ওহে হরি যাই ধীরে ধীরে॥ আইস বলি বিনোদিনী উঠে বৈসে নায়। ঝাট করি কর পার ওহে যদুরায়॥ যেতে ভাল গিয়াছিনু আসিতে ভাবনা। এইরূপ আমাদের সবার জাতনা॥ টলমল করে নৌকা ভয়ে অঙ্গ ঢলে। গুড়া চাপি বসি রাধে চৌদিগে নেহালে॥ খেয়া দিয়া ওহে কানু নৌকা কর পার। উচিত যে কড়ি দিব যে হয় তোমার॥ কিবা দান দেহ

রাধে বলনা বলনা। লক্ষকাহন দান আমার মান সম্ভাবনা॥ শুনিয়া হাসেন তবে বৃষভানুর ঝি। না জানি যে দান আজি চাহে কানু কি॥ সব সখীর দান লব কড়ি করি জড়। লক্ষকাহন দিলে কৃষ্ণ কি করিতে পার॥ কৃষ্ণ বলে রাধা তুমি কি বল বচন। এক সখী নায়ে কড়ি দিবে শত পণ॥ সকল সুন্দরীর মাঝে তুমি সে প্রধান। যাবার বেলা কহিয়াছ বড়ই প্রমাণ॥ নহে পুনঃ কহ রাধে না করিব পার। রাখিব তোমায় রাধে মাঝে যমুনার॥ শুনিয়া হাসিলা তবে রাধে চন্দ্রাবলী। পার কৈলে দিব দান শুন বনমালী॥ তবেত সুন্দর কানু নৌকা ঘাটে নিল। পসার করিয়া মাথে রাধিকা নামিল॥ অক্ষয়কুমার ভণে রাধা কৃষ্ণ পার। চরমেতে শ্রীচরণ দিও হে আমার॥

রাসলীলা।

রাসোৎসববিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দবিগ্রহে॥
প্রণমামি মহানৃত্যমতিং শ্রীমতীসুন্দরীং।
নানাগুণময়ীং রাধাং প্রণমামি বরাকৃতি॥
রত্নাভরণসম্পান্নাং স্ফুরং কৈশোরবল্লভাং।
প্রণমামি সদা রাধাং কৈশেয়বসনোজ্জ্বলাং॥
বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মায় ত্বদর্থমুপকল্পিতঃ।
ক্রীড়স্ব রমরাসার্দ্ধং বিচিত্রে রত্নমণ্ডপে॥

শুকদেব বলে কথা শুনহে রাজন। তিন মাস পরে

কৃষ্ণ সহ গোপীগণ ॥ নিশিযোগে রাধানাথ গেলা বৃন্দা-
বনে। শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী পূর্ণেন্দু গগনে ॥ যুতিকা মাধবী
লতা মালতীর ফুল। সুবাসিত তাহে কেলী করে অলী-
কুল ॥ নব পল্লবেতে গায় কোকিল ললিত। নব লক্ষ রাস
বাস অতি অপ্রমিত ॥ চন্দন অগৌর আর কুমকুম রচিত।
তাম্বুল ভোগের দ্রব্য কর্পূর সহিত ॥ কস্তুরি চন্দনানীত
চম্পকের দাম। নানা কল্প গন্ধযুক্ত শোভে নানা ধাম ॥
রতন প্রদীপ ধুপ অতি গন্ধযুত। নানা পুষ্প মালা তাহে
গন্ধে আমোদিত ॥ বর্ত্তুল আকার শোভে শ্রীরাস মণ্ডল।
চারিদিগে পুষ্পমালা অতি সুনির্ম্মল ॥ পুষ্পাদ্যানে সরোবর
অতি শোভা করে। তাহাতে সুন্দর রাজহংস হংসী চরে ॥
অতিশয় সুশীতল বারি মনোহর। মৎস্যগণ তাহে কত
ফিরে নিরন্তর ॥ দধি দুগ্ধ শুক্ল ধান্য করিয়া অঞ্জলি।
সুশ্রেণীতে আরোপণ আছয়ে কদলি ॥ শোভিত মঙ্গল ঘট
সিন্দূর চন্দনে। নবীন আম্রপল্লব বস্ত্র আচ্ছাদনে ॥ শ্রীরাস
মণ্ডলে হেরি বিবিধ বিভব। হাসিয়া করেন হরি মুরলীর
রব ॥ শ্রবণেতে শ্রীরাধিকার মোহিত মদনে। চারিদিগে
ভ্রমিতেছে কৃষ্ণ ভাবি মনে ॥ ক্ষণেক চেতন পান ক্ষণে
অচেতন। হইলেন ব্রজেশ্বরী উৎকণ্ঠিত মন ॥ গৃহ কর্ম্ম
ত্যজিয়া বাহিরে রাধা যায়। চঞ্চল নয়নে ধ্বনি চারিদিগে
চায় ॥ ধ্যান করে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল। নানা রত্ন আভরণ
ত্যজয়ে সকল ॥ সমবয় সুশীলতা তেত্রিশ গোপীকা।

ইহাদের মহাপ্রিয় হন শ্রীরাধিকা॥ আর আর চলে সঙ্গে যত গোপীগণ। বিস্তার করিয়া কিবা করিব বর্ণন॥ ষোড়শত অষ্ট গোপী চন্দ্রমুখী সঙ্গে। নানারত্ন আভরণ সবাকার অঙ্গে॥ যত সব গোপীগণ একত্র হইয়া। কৃষ্ণ দরশনে চলে আনন্দ পাইয়া॥ কার করে পুষ্পমালা কাহার চন্দন। কেহ করে স্বুবর্ণের চামর ধারণ॥ কস্তুরি তাম্বুল লয়ে কোন গোপীগণ। কৃষ্ণ দেখিবারে যায় ত্বরিত গমন॥ জয়জয় ধ্বনি করে সখীরা সকল। উপনীত হয় যথা শ্রীরাস মণ্ডল॥ সর্গ জিনি সুন্দর সে স্থান ঝলমল। চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি সমুজ্জ্বল॥ গজেন্দ্র গামিনী ধনি মানস মোহিনী। সুবেশ করিয়া আইসে কত শত ধনি॥ হেরে রাধা কৃষ্ণ রূপ অতি মনোহর। নবীন কিশোর মূর্ত্তি শ্যাম জলধর॥ বঙ্কিম নয়নে হেরে শ্রীরাধার রূপ। পরম অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ভুবন স্বরূপ॥ লাজেতে শ্রীরাধা মুখ আচ্ছাদে বসনে। ঈষদ্ নয়নে চাহে শ্রীকৃষ্ণের পানে॥ দেখিয়া কটাক্ষ বাণে পুরেণ সন্ধান। ক্ষণেকেতে শ্রীরাধা হইল হতজ্ঞান॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অতি চমৎকার। শ্রবণ করিলে হয় তবে সে উদ্ধার॥ প্রত্যাবধি বৃন্দাবনে শ্রীরাস মণ্ডলে। পরমেশ্বরের লীলা কৌতুক মঙ্গলে॥ আইলেন দেবদেবী সঙ্গেতে স্বগণ। কৌতুক দেখিতে করি রথে আরোহণ॥ নানা চিত্র বসনে রতনে সুবেষ্টিত। নির্ম্মল দর্পণে শ্বেত চামর শোভিত॥ সেই রথে পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর।

মহাকাল বামেতে দক্ষিণে নন্দিবর॥ শচী সহ মহেন্দ্র রোহিণী সহ শশী। সূর্য্য সঙ্গে সঙ্গা দেবী পরম রূপসী॥ স্বাহাসহ হুতাশন কামসহ রতী। দিক্‌পাল গ্রহগণ সহিত যুবতী॥ শূন্যেতে থাকিয়া দেখে শ্রীরাস মণ্ডল। হেরি শোভা প্রসংশিল দেবতা সকল॥ রাস হেরি দেবতার পত্নীগণ যত। মন্মথের বশে সব হইলেন হত॥ তথা হৈতে সকলে করেন পলায়ন। তবে কৃষ্ণ গোপীসহ করেন ভ্রমণ॥ কভু জল কেলী করেন যমুনার জলে। মুরলী বাজান কভু কদম্বের তলে॥ এইরূপে কৃষ্ণ লয়ে যত গোপী-গণ। কেলী করিতেছে সবে আনন্দিত মন॥ এক এক গোপীর সহ এক নারায়ণ। ক্রীড়া করিতেছে সবে আনন্দিত মন॥ দেখি তম উপস্থিত গোপীগণের হয়। পরস্পর সকলেতে ভাবিছে হৃদয়॥ অন্যের না হয় কৃষ্ণ বিনে সে আমার। মম অনুগত কৃষ্ণ জগৎ আধার॥ এই রূপ মনে মনে ভাবে গোপীগণ। অক্ষয়কুমার রায় ভণে ভাবি নারায়ণ॥

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ শ্রীরাধা সহ কৃষ্ণযো।
অন্তর্দ্ধান বনং গত্বা ব্যাকুল সবগোপিনী॥

পরীক্ষিত বলে কহ মুনি মহাশয়। শ্রবণেতে হরি কথা হইল সংশয়॥ ত্রিভুবন পতি সেই অনাদি ঈশ্বর। পর

নারী সহ কেলী করিলা সত্বর ॥ এ কেমন কথা তব শুনে শঙ্কা হয়। বিশেষ করিয়া কথা কহ মহাশয় ॥ একা কৃষ্ণ কেমনে যোগান সভার মন। প্রকাশ করিয়া কথা কহ তপোধন ॥ মুনি বলে শুন রাজা ইহার কথন। পর নারী নহে এঁরা যত গোপীগণ ॥ শ্রীরাধার অংশরূপা যতেক গোপিনী। পূর্ব্বেতে বলেছি আমি ইহার কাহিনী ॥ মহালক্ষ্মী অংশ এঁরা যতেক গোপিনী। শ্রেষ্ঠ হৈলা রাধা বৃষভানুর নন্দিনী ॥ সবাকার মন যোগাইতে নারায়ণ। হইলা সহস্র কৃষ্ণ এই সে কারণ ॥ সকল গোপীর দর্প চর্ণ করিবারে। রাধারে লইয়া হরি জান স্থানান্তরে ॥ নির্জ্জনেতে ইচ্ছাময় প্রভু সারাৎসার। কেলি করিছেন কৃষ্ণ সহ শ্রীরাধার ॥ দ্বীপে দ্বীপে পর্ব্বতে পর্ব্বতে সুনির্জ্জনে। জন্তু বিবর্জ্জিতা নদীতটে দুই জনে ॥ বামেতে বঙ্কিম করি দিলেন কবরী। মালতীর মালা দিলা সুবেষ্টন করি ॥ অলক্তে আরক্ত কৈলা পাদপদ্মদ্বয়। শ্রেণী বক্ষে মুখে পদ্ম লিখে রসময় ॥ উভয়ে আইলা উঠি সরোবর তীরে। প্রফুল্ল কমল দল তাহে শোভা করে ॥ স্নান করি জল ক্রীড়া করেন দুজন। পরস্পর করে দোঁহে সলিল সিঞ্চন॥ সহস্রদল কমল মাধব তুলিলা। একপদ্ম শ্রীরাধারে প্রদান করিলা ॥ এক পদ্ম রাখিলেন শ্রীহরি আপনি। শ্রীরাধার অঙ্গে করে চন্দন লেপনী ॥ আপন শরীরে আর শ্রীরাধার অঙ্গে। হৃষিকেশ লেপন করেন নানা রঙ্গে ॥ কেতকী বন নিকটে ি স

নারায়ণ। মন্দ মন্দ গন্ধ বহে মলয়া পবন॥ এখানেতে কৃষ্ণ নাহি পায়ে দরশন। সকল গোপিনীগণে করিছে রোদন॥ অন্বেষণ করি সবে ভ্রমিয়া বেড়ায়। কোথায় না কৃষ্ণধনে দেখিবারে পায়॥ নিজ পতি হারাইয়া যেন মৃগা-গণ। ত্বরাসে পড়িয়া তারা হয় অচেতন॥ সেই রূপ হয় কৃষ্ণ বিহার বিলাস। যেন লীলাগতি মন্দ সুমধুর হাস॥ উন্মাদ হইয়া জিজ্ঞাসয়ে তরুগণে। তোমরা কি দেখিয়াছ নন্দের নন্দনে॥ কহ কহ কুরু বক পন্নাগ অশোক। গোপীগণে জিজ্ঞাসয়ে কহ হে চম্পক॥ তোমরা কি দেখিলে কানু কহ দেখি সত্য। বলরাম কনিষ্ঠের জান কিছু তত্ত্ব॥ নারী দর্পে হরে তার এই সে বড়াই। সহজে শিশুর বুদ্ধি চঞ্চল কানাই॥ কহ হে মাধবীলতা ওহে যুথি জাতি। এ পথে যেতে দেখেছ কমলার পতি॥ শুনহে কদম্ব চ্যুত পলাস পিয়াল। কহ হে বকুল বিল্ব আদি বৃক্ষ তাল॥ যমু-নার তীরে তোরা বৈস তীর্থবাসী॥ দুঃখিনী গোপিনী সব আমরা জিজ্ঞাসি॥ ধন্য তীর্থবাসী পূর্ণ কর পরহিত। কৃষ্ণ উপদেশ বল স্থির করি চিত॥ কহ গো পৃথিবী তুমি কোন তপ কৈলে। গোবিন্দ চরণ চিহ্ন শীরেতে ধরিলে॥ পুল-কিত হৈল যত লতা লোমাবলী। কোন তপ কর সবে মোরে যাহ বলি॥ কহ হে হরিণীগণ পুছে ব্রজনারী। সখী সঙ্গে যাইতে কি দেখেছ মুরারী॥ চঞ্চল নয়ন যে সাফল্য বলি তোরে। তোরা কি দেখিলী যেতে নন্দের কুমারে॥

করিলে প্রণাম ফলে ফুলে নম্রমান। সাধু সাধু বলি কৃষ্ণে করেন বাখান॥ কৃষ্ণ দরশন চিহ্ন দেখিল বিদিতে। কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেছে সেই পথে॥ অভাগিনী গোপনারী করয়ে জিজ্ঞাসা। স্বরূপে কহিবে তুমি আমার এ ভাষা॥ এইরূপে তরুলতা চাহিয়া বেড়ায়। সকল অরণ্যময় খুজিয়া না পায়॥ ধরিতে না পারে চিত্ত যত গোপীগণ। উপায় করিয়া সবে রাখয়ে জীবন॥ এইরূপে গোপাল চরিত্র সবে করি। বনে বনে ভ্রমিতেছে যতেক সুন্দরী॥ কেহ বলে হের দেখ কোন সুভাষিণী। কৃষ্ণ লয়ে দূরবনে ভ্রমে একাকিনী॥ এই দেখ আমা সবে করি অনাদর। কানুর মুখের পান পিয়ে নিরান্তর॥ শুদ্ধভাবে কৃষ্ণ আরাধিল সেই রামা। সফল রাধিকা নাম ধরে পূর্ণ বামা॥ আত্মারাম অখণ্ডিত নিজ সুখ ধরে। সে হরি মোহিল গোপী কেমন প্রকারে॥ এত ব্রজ রমণী ত্যজিয়া দূরবনে। এক সখী লয়ে কৃষ্ণ আইল কেমনে॥ হের দেখ বসিয়া আছিল এইখানে। হেথা থাকি প্রেমালাপ কৈল দুইজনে॥ হের দেখ কৃষ্ণপদ অতি সুকোমল। রমণী সহিত ভ্রমে লক্ষণে সকল॥ এই স্থানে বসিয়া আছিল দুই জন। এই খানে থাকি কৈল কবরী বন্ধন॥ এইরূপ গোপী করে কৃষ্ণে অন্বেষণ। এখানেতে শ্রীরাধার শুন বিবরণ॥ মনে মনে তাহার নইল অহঙ্কার। আমার শ্রীকৃষ্ণ বটে জানিলাম সার॥ মনে মনে গৌরব করিয়া কহে বাণী। চলিতে

নাহিক আর পারি চিন্তামণি ॥ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কন হাসিয়া আপনি। স্কন্ধেতে চাপহ মোর ওহে গরবিণী ॥ এতেক শ্রবণে রাধা বাড়ান চরণ। দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধ্যান নারায়ণ ॥ কৃষ্ণ না দেখিয়া তবে রাধা গরবিনী। ভূমেতে পড়িয়া তবে লোটায় ধরণী ॥ বলে ওহে দীননাথ ত্যজিয়া দাসীরে। অনাথ করিয়া প্রভু গেলে কোথাকারে ॥ এই রূপে উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন। রোদনের শব্দ পাইল যত গোপীগণ ॥ এত বলি সবে আইল রাধার গোচর। গোপীগণ সকলেতে কহে পরস্পর ॥ বলে রাধে তোমারে ত্যজিয়া কি কারণ। কোথায় চলিয়া গেল প্রভু নারায়ণ ॥ রাধা বলে সখীগণ কিছুই না জানি। মোরে ত্যজি কোথায় গেলেন চক্রপাণি ॥ এত বলি বিনোদিনী করয়ে রোদন। সান্ত্বনা করেন তারে যত গোপীগণ ॥ পুনর্ব্বার গোপীগণ আইলা তথায়। মহেশচন্দ্র কৃষ্ণ গুণ রচিলা ভাষায় ॥

মহারাস।

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত মনাময়ং।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥
আত্মনো মমনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ ॥
পীড়িতা কামবাণেন চিরমাশ্লেষোণাৎসুকাঃ।
রাধাংরামাং রতিরসরসিকাং রাসেশ্বরীং বন্দিনীং ॥
রম্যাংসোম্যাং মনোজ্ঞা ত্রিভুবনজননীং কৃষ্ণসংস্তূয়মানা।
নানাভাবৈঃকটাক্ষৈ রভিনতসকলৈঃ হাস্যলাবণ্যশীলৈঃ ॥

মিষ্টৈঃসারৈর্বচোভির্মৃদুপদগম নৈর্মাধবং লোভয়ন্তীং॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাদেবীং ত্রিজগদঘহরাংরাসমধ্যে ভজামি।

শুকদেব বলেন শুনহ পরীক্ষিত। অপরূপ রাসলীলা গোপাল চরিত॥ কতক্ষণে কৃষ্ণ তবে আসি উপনীত। দেখি যত গোপীগণ হৈলা আনন্দিত॥ প্রাণ আইলে তনু যেন ইন্দ্রিয় প্রকাশে। সেইরূপ গোপীগণ হৃদয় উল্লাসে॥ কেহ করে সরোজ ধরয়ে ব্রজনারী। কেহ কেহ চন্দনে মাখায় বংশীধারী॥ কেহ কেহ ভ্রুকুটী কটাক্ষপাত করি। কেহ আসি অধর দংশিল ত্বরাকরি॥ কেহ পুষ্প ব্যজনীতে করয়ে ব্যজন। আতর গোলাপ কেহ করয়ে লেপন॥ রাসমণ্ডপেতে সবে করি পরবেশ। বিবিধ কৌতুক কেলী করে হৃষিকেশ॥ মহারাস মহোৎসব কৈলা যদুরাজে। দুই দুই যুবতী গোপাল মাঝে মাঝে॥ হেমমণি মাঝে যেন ইন্দ্র নীলমণি। বিনা সূত্রে হার যেন বিচিত্র গাঁথনি॥ দুই দুই গোপী মাঝে যশোদানন্দন। যত গোপী তত কৃষ্ণ না যায় গণন॥ পদ আরোপণে ভুজ চরণ কম্পিত। কটাক্ষ বিলাস মৃদু-মন্দ সমন্বিত॥ ক্ষীণ কোটি ভ্রুকুচ আলুয়িত বাস। বিগলিত গভীর যে কবরী বিলাস॥ ঘর্ম্মধারা বিগলিত বদন কমল। কবরীতে পুষ্পমালা অতি সুনির্ম্মল॥ গোপালের স্কন্ধে কেহ দিয়া বামকর। গোলিত বসন কেশ ভ্রমে নিরন্তর॥ কৃষ্ণের আজানু বাহু লয়ে বামস্কন্ধে। কোন গোপী রহিলেন মনের আনন্দে॥ নানাবেশ ভূষা

করি যতেক সুন্দরী। রাসলীলা করেন সংহতি লয়ে হরি॥ বলয়া নূপুর আর কিঙ্কিণী বাজন। ব্রজবধূগণ নাচাইছে নারায়ণ॥ নিজ সুখে পরিপূর্ণ প্রভু আত্মারাম। সর্ব্ব রসে রসিক শেখর গুণধাম॥ সকল জগত হয় কৃষ্ণের মূরতি। কৃষ্ণ দেখি গোপীগণ আনন্দিত মতি॥ যত ব্রজ-বধূ তত প্রভু নারায়ণ। লীলায় রমণী লয়ে করেন ভ্রমণ॥ শ্রম-যুক্ত হৈল সব গোপীর মণ্ডল। তাহা দেখি চক্রপাণী হইলা চঞ্চল॥ নিজ করকমলে পুচেন শ্রমজল। পীতধড়া দিয়া মুখ মুছান সকল॥ তবে ব্রজনারীগণ লইয়া সংহতি। যমুনায় জলকেলী করে যদুপতি॥ শরৎ পূর্ণিমাচন্দ্র রজনী বিরাজে। বিহরে গোপাল ব্রজ যুবতী সমাজে॥ মহানিশি রহিলেন প্রভাত সময়। গোপাগণে আজ্ঞা দিল প্রভু দয়াময়॥ আজ্ঞা শীরে ধরি গোপী সবে গেল ঘরে। প্রভুর বিচ্ছেদ দুঃখ রহিল অন্তরে॥ রাসলীলা রসময় কৃষ্ণের চরিত। যেবা পড়ে যেবা শুনে হয়ে একচিত॥ অতুল ভকতি তার হয় নারায়ণে। ভবসিন্ধু খণ্ডে তার অনাদি বন্ধনে॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অতি মনোহর। অক্ষয়কুমার রায় ভণে শুন অতঃপর॥

মেঢ্রাসুর বধ ও দোল যাত্রা।

পূর্ণিমাপ্রতিপৎ সন্ধাবারভ্য ফাল্গুণে সমাসি।
যথা সপশুং কারয়িত্বা তু বহ্নি স্তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ॥

অশ্বমেধ সহস্রাণি রাজপেয় শতানিচ।
গোসহস্র প্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
দৃষ্ট্যাপবাৈষব নিচয়ৈর্মুক্তান্তে নাত্রসংশয়ঃ।
দোলারূঢ়স্য কৃষ্ণস্য ন নিদ্রাং জায়তেতদা॥
ততোবিধিং প্রবক্ষ্যামি যত্র তত্র সমাচরেৎ।
পৌর্ণমাস্যাম্মহাপূজা সন্ধ্যৌ চ দোলয়েৎ প্রভু।
নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনং।
গোপিকানয়নানন্দং গোবিন্দং দোলয়াম্যহং॥

ঋতুরাজ বসন্ত আইল বৃন্দাবনে। অতি মনোহর শোভা হইল কাননে॥ পড়িল বৃক্ষের পুরাতন পত্র সব। শাখায় শাখায় হয় নবীন পল্লব॥ ফুটিল মালতী জাতি চম্পক কলিকা। মাধবী পলাস পারিজাত সেফালিকা॥ বকুল কাঞ্চন বিল্ব শিরিস অশোক। পুন্নাগ পিয়াল বক কদম্ব বাসক॥ অলিকুল ব্যাকুলিত বকুল মুকুলে। মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমে নানা ফুলে॥ সহকার মুঞ্জরি হইল বিকশিত। তাহাতে অলির কিছু অধিক পারিত॥ গুঞ্জরব করে ভৃঙ্গ সুখে মধুখায়। বিন্দু বিন্দু পড়ে মধু তাহার তলায়॥ বসিয়া আম্রের উচ্চ শাখার উপরে। নিরন্তর কুহুরবে কোকিল কুহরে॥ ফোটে পুষ্প শ্বেতরক্ত ধুম্র নীল পীত। কুসুমের গন্ধে দিক গন্ধে আমোদিত॥ মলয়া পবন বহে মন্দ মন্দ গতি। পরশেতে শিহরয়ে যুবক যুবতী॥ সময় পাইয়া স্মর হন মূর্ত্তিমান। আর কতক্ষণ রহে কামিনীর মান॥ গোষ্ঠে মাঝে ধেনুপাল চরান কানাই। শ্রীদাম

সুদাম আর সুবল বানাই॥ বনমাঝে বনমালী বাজান বাশরী। শ্রবণে বাঁশীর গান কহেন কিশোরী॥ ঐ বনে বাজে বাঁশী চল সখি যাই। শুনিব বাঁশীর গান দেখিব কানাই॥ সেরূপ নয়নে সখি লাগিয়াছে যার। ডুবেছে সে কাল নীরে ভুলেছে সাঁতার॥ অতি অপরূপ রূপ নয়নে না ধরে। সরল পাঁচনী করে রমুলী অধরে॥ কুলে মজাইল কুল বেড়াগুঞ্জ ফুলে। হয়েছি বাঁশীর দাসী কি কার্য্য এ কুলে॥ চল চল সখি মন হইল চঞ্চল। গিয়াছে না যাবে কুল বিলম্বে কি ফল॥ না পারি সজনী আর রহিতে ভবনে! উড়ু উড়ু করে প্রাণ মন ধায় বনে॥ শ্রীরাধার কথা শুনি বৃন্দাদূতী বলে। দেখিতে মুরলীধারী যাবো কোন ছলে॥ শ্রবণে কিশোরী কহে ওগো সহচরী। আমরা যাইব গোষ্ঠে লইয়া বাছরী॥ সাজ সাজ সখাগণে যাইব কাননে। গোচারণে গিয়া দেখি সে বংশী বদনে॥ সাজিল গোপের বালা করেতে পাচনি। বাছরি লইয়া যান যত নিতম্বিনী॥ ললিতা বিশাখা বঙ্গদেবী সুলোচনা। শশীমুখী সকুনতলা সরোজ বদনা॥ কমলা কমল কালী কাদম্বিনী উমা। শ্যামা বামা নিরূপমা রমা মনোরমা॥ মধ্যভাগে চন্দ্রাবলী শ্রীমতী রাধিকা। তাহার পশ্চাতে বৃন্দে দূতী বয়ধিকা॥ দ্রুতগতি চলিতে নূপুর বাজে পায়। কেহ বলে দাঁড়া সখি কেহ বলে আয়॥ চলিতে শ্রীমতী যেন তড়িৎ প্রকাশে। বিনোদ সুবর্ণ ঝাপা দোলে

দুই পাশে॥ বিনোদ গমনে বিনোদিনী সারি সারি। বৎস্য লয়ে উপনীত যত ব্রজনারী॥ যেই বনে বনমালী গোধন চরায়। বলরাম ভয়ে কেহ নিকটে না যায়॥ তাহার পশ্চাতে রহে নিকুঞ্জকানন। গীত বাদ্য কোলাহল করে গোপীগণ॥ হেনকালে এক দৈত্য মহাবলবান। মেঢ্রাসুর নাম সেই দৈত্যের প্রধান॥ একশত মুণ্ড তার দুই শত কর। চক্ষু দুই শত সে দেখিতে ভয়ঙ্কর॥ বড়ই দুর্জ্জয় সে সুমেরু জিনি দেহ। ভয়েতে নিকটে তার নাহি যায় কেহ॥ সে দুষ্ট দৈত্যের মূর্ত্তি মহা ভয়ঙ্কর। আছুক অন্যের কার্য্য দেবে লাগে ডর॥ দুরন্ত অসুর সেই দিগে যাইতে ছিল। গোপাগণের রূপ দেখি অন্তরে মোহিল॥ বাহু পসারিয়া যায় ধরিতে সবায়। কান্দিয়াত গোপীগণ করে হায় হায়॥ রক্ষা কর রমানাথ কমলার পতি। তোমা বিনে রক্ষা করে কাহার শকতি॥ আমরা অবলা নারী নাহি বুদ্ধি লেশ। এ যন্ত্রণা শীঘ্র আসি নাশ হৃষিকেশ॥ তোমার রমণীগণে দৈত্য হরে লয়। তব নামে কলঙ্ক হইবে দয়াময়॥ এতেক স্তবন যদি করে গোপীগণ। অন্তর যামিনী হরি জানিলা তখন॥ বলরাম সহ তবে যত গোপ মেলি। সেই উদ্যানেতে চলে করিবারে কেলী॥ দেখে দুষ্ট দৈত্যপতি দাণ্ডায়ে তথায়। দেখিয়া ক্রোধেতে হরি জিজ্ঞাসেন তায়॥ কে তুইরে দুষ্ট দৈত্য হেথা কি কারণ। পরিচয় দেহ আগে আমার সদন॥ শুনি দৈত্য

ক্রোধ মনে কহে উচ্চৈঃস্বরে। মেঢ্রাসুর নাম মম বিদিত সংসারে॥ আমারে না চেন তুমি কোন অহঙ্কারে। আমার বিক্রম আজি দেখাব তোমারে॥ এতবলি গদাকরে অঙ্গেতে প্রহার। লম্ফ দিয়া গদা কৃষ্ণ ধরিলেন তার॥ সেই গদা লয়ে দৈত্যে প্রহার করিল। দৈত্যের মস্তক গদা খান খান হৈল॥ দেখিয়া বিস্ময় হন কমলার পতি। বলরাম সঙ্গে তবে করেন যুকতি॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন দাদা করি নিবেদন। এ বেটা বড়ই বীর দৈত্যের নন্দন॥ কেমন করিয়া এরে পারিব মারিতে। এতেক বলিয়া হরি লাগিলা ভাবিতে॥ বলরাম বলে ভাই ভাব কি কারণ। সুদর্শন চক্রে অঙ্গ করহ ছেদন॥ হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী। সুদর্শনে না মরিবে শুন চিন্তামণি॥ মেঢ্রাসুর নাম উহার বড় বলবান। অনলেতে যাইবেক উহার পরাণ॥ এক কার্য্য কর প্রভু করি নিবেদন! উহার স্থানে বর প্রভু করহ গ্রহণ॥ এই দৈববাণী যদি হয় আচম্বিতে। হাসিয়া বলেন হরি দৈত্য নিকটেতে॥ মহাবলবান তুমি দৈত্যের নন্দন। আমি কিছু বর চাহি তোমার সদন॥ দৈত্য বলে তব বরে অদেয় কি আছে। যে বর চাহিবে আমি দিব তব কাছে॥ শুনিয়া হাসিয়া কন নন্দের নন্দন! কোন অস্ত্রে হইবেক তোমার মরণ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি দৈত্যবর কয়। আমার মরণ কথা শুন দয়াময়॥ তব দোল পূর্ব্ব দিনে আমারে পূজিয়া। মোরে অগ্নি দিবে নানা বাদ্য বাজাইয়া॥

চারিদিকে হইবেক সংখ্য ঘণ্টা রব। চারিদিগে ছড়াইয়া দিবে ফাগু সব॥ নানাবিধ তুবুড়ি আর আতোষ বাজি হবে। হরিবোল বলিয়া আমারে অগ্নি দিবে॥ ইহাতে জানহ হবে আমার মরণ। শ্রবণেতে আনন্দিত হৈলা মারায়ণ॥ কত দিনে আগত হইল চতুর্দ্দশী। মেঢ়াসুরে পূজা করে যত গোপবাসী॥ তদন্তর অগ্নি দিয়া করিল দাহন। দুষ্ট দৈত্য মেঢ়াসুর হইল নিধন॥ ফাল্গুনি পূর্ণিমা দেখি যত গোপী-গণ। আবির খেলিতে চলে হরষিত মন॥ উনমত্ত হয়ে বনে যত গোপী যায়। গোপীগণ মেলি সবে আবির খেলায়॥ কোলাহল শুনি কৃষ্ণ কন শ্রীদামেরে! দেখে এস শ্রীদাম কি বনের ভিতরে॥ শ্রীদাম যাইয়া দেখে ব্রজ-গোপী সব। আবির খেলিছে বনে মহা মহোৎসব॥ শ্রীদামেরে হেরি গোপী ধাইয়া চলিল। সবে মেলি পঞ্চবর্ণ দিয়া সাজাইল॥ পিচকারি কুম্‌কুম্‌ মারিল গোপীগণ। লাগিল আবির অঙ্গে ভিজিল বসন॥ শ্রীদাম আসিয়া বলে কৃষ্ণের নিকটে। তোমার কথায় গিয়া পড়িনু সঙ্কটে॥ গোপীগণ গোচারণ করে উপবনে। করেছে অবস্থা মোর দেখ বিদ্যমানে॥ শ্রীদামের কথা শুনি জান বংশীধারী। যেই বনে গোচারণ করে গোপনারী॥ কৃষ্ণেরে হেরিয়া রাধা বিশাখা ললিতা। চন্দ্রাবলী আদি গোপী হন লুকা-ইতা॥ অকস্মাৎ আসি দাণ্ডাইল গোপনারী। শ্রীঅঙ্গে আবির দেয় মারে পিচকারী॥ কর্পূর চন্দন চুয়া মারিল

কুমকুম। যন্ত্র বাজাইয়া কেহ করে নানা ধূম॥ কালো অঙ্গে রাঙ্গা গুঁড়া কিবা সুপ্রকাশে। কালিন্দী সলিলে যেন কোকনদ ভাসে॥ ব্যস্ত হয়ে বনমালী আবির লইয়া। শ্রীরাধার অঙ্গে দেয় অঞ্জলি পূরিয়া॥ ললিতার অঙ্গে দেন অঞ্জলি অঞ্জলি। কুমকুম মারিয়ে কৃষ্ণ ধরিয়া কাঁচলি॥ মারিল কুমকুম রঙ্গদেবীর কপালে। আর দুই কুমকুম মারিল দুই গালে॥ শশীমুখী মারে তিন কুমকুম কৃষ্ণেরে। না লাগে কৃষ্ণের অঙ্গে হাত দিয়া ধরে॥ শ্রীকৃষ্ণের কুমকুম পাইল শশীমুখী। কৃষ্ণের পশ্চাতে রহে রাধা বিধুমুখী॥ এক মুষ্টি ফাগু দেন কৃষ্ণের বদনে। বদন হইতে ফাগু লাগিল নয়নে। কপালেতে পিচকারী মারে চন্দ্রাবলী। তাহাতে নয়ন প্রকাশেন বনমালী॥ শ্রীমতীর সঙ্গে হরি খেলান আবির। দোলায় খেলায় দোঁহে হইয়া অস্থির॥ বৃন্দাদূতী আসি উভয়ের হাত ধরে। উভয়ের ক্রীড়া হইতে উভয়ে নিবারে॥ করেছিল দোল এক কুঞ্জের ভিতরে। তাহে বসাইলা দূতী রাধা নটবরে॥ গোপাগণে দোলায় রাধাকৃষ্ণে বনমাঝে। কাঞ্চনে জড়ীত যেন নীলকান্ত সাজে॥ চারিদিগে গোপীগণ নাচিয়া বেড়ায়। মৃদঙ্গ বাজায় আর আবির উড়ায়॥ হইলা আবির খেলা নিকুঞ্জ কাননে। আবিরের ধুয়াময় হইল গগনে॥ রক্তবর্ণ হৈল বনে পত্র পুষ্প ফল। তরু গুল্মলতা আর যমুনার জল॥ রাধিকার সঙ্গে রঙ্গে মোঞে দোলে হরি। আলাপে বসন্ত রাগ গোপাগায়

নারী॥ পাইয়া কেশবে সবে হয়ে পুলকিত। প্রেমানন্দে সকলেতে হইল মোহিত॥ সাঙ্গ মহোৎসব সবে করিল গমন। ধেনু লয়ে জান কৃষ্ণ সঙ্গে গোপগণ॥ এইত কহিনু দোল মঙ্গল কথন। অক্ষয়কুমার রায় ভণে ভাবি নারায়ণ॥

কলঙ্ক ভঞ্জন।

শ্রীরাধাগোপিনীবৃন্দৈঃ একত্রিত পুরংযযৌ॥
জুটীলাবলোকনেন ক্রোধান্বিতং ভর্ৎসয়ঃ।
রে নৃংশসকলঙ্কিণী শৃণসা বচনং মমঃ॥
পরপুরুষঃ সংসর্গং সোঽপি পাপি মহীতলে॥

শ্রীরাধারে সঙ্গে করি, যতেক ব্রজ সুন্দরী, পরস্পর যায় নিজ ঘরে। কুটীলে হেরি রাধারে, কহে অতি ক্রোধ-ভরে, ধিক কালা কলঙ্কিণী তোরে॥ যতেক গোপিনী মেলি, সারা নিশি কৈলি কেলী, কালারে লইয়া রজনীতে। মানের না কৈলি ভয়, কুল বধূ তোরে কয়, ধ্বজা দিলি দাদার কুলেতে॥ আয়ান দাদা এলে পরে, এখনি বলিব তারে, এত বলি কুটীলে দেয় গালি। জটিলে নিবারণ করে, রাধারে কহিছে পরে, কোথা ছিলি রজ-নীতে কালি॥ ওলো রাধে বলি আমি, সত্য করি কহ তুমি, কালার সঙ্গে রাত কাটায়ে এলি। এত বলি ক্রোধে পরে, মায়ে ঝিয়ে ঝকড়া করে, বলে এই বারে তুই গেলি॥ বাক্য নাহি কহে রাধে, আছেন অতি বিষাদে,

বাহিরে যাইতে নারে আর। হেথা হরি বংশী ধরি, বাঁশীর স্বরেতে হরি, নাম সদা করেন রাধার ॥ এক দিন বৈকালেতে, আছেন হরি গোষ্টেতে, ব্রজবালক লয়ে সর্ব্ব জন। হেন কালে ছলা করি, ব্রজের যত সুন্দরী, জল আনিবারে করেন গমন ॥ অগ্রে অগ্রে চলে বৃন্দে, দেখিবারে যে গোবিন্দে, তৎপরেতে রাধে বিনদিনী। দেখি কৃষ্ণ তৎক্ষণ, সত্বরে করে গমন, যথা আছেন রাজার নন্দিনী ॥ শ্রীকরে ধরিয়া কর, বলে হরি নটবর, কি কারণে না হেরি তোমায়। বিবরণ বল বল, শ্রবণে হই শীতল, তোমাবিনে অসুখ আমার ॥ রাধা বলে ওহে হরি, এক নিবেদন করি, পাপ ননদিরে করি ভয়। সে দেয় কত গঞ্জনা, কত আর সব যাতনা, কালা কলঙ্কিণী সদা কয় ॥ যদি ওহে নটবর, পারহ করিতে মোর, এ কলঙ্ক করিতে ভঞ্জন। তবে ওহে শ্যাম রায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়, নতুবা না হবে আলাপন ॥ শুনিয়া হাসিয়া হরি, কহিছেন বংশীধারি, ওহে প্যারী নাহি কর ভয়। তব কলঙ্ক ঘুচাব, তোমারে সতী করিব, এই মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥ জটীলে আর কুটীলে, রাষ্ট্র হবে ভূমণ্ডলে, অসতী বলিবে সর্ব্বজন। তোমায় গাইবে যশ, শুন হে রাধে নির্য্যাশ, শুনি রাধে হরষিত মন ॥ আশ্বাস লইয়া ধনী, বিদায় হন আপনি, ক্রমে সূর্য্য যান অস্তাচলে। গোষ্ঠ হইতে নারায়ণ, করিলেন আগমন, ছলে কৃষ্ণ যশোদারে

বলে ॥ শুন শুন গো জননী, অন্ন না খাব আপনি, অদ্য শীরপীড়া উপস্থিত। এতবলি শয্যাপরি, শয়ন করেন হরি, অচেতন হইলা ত্বরিত ॥ এরূপ হেরি কৃষ্ণেরে,কান্দে রাণী উচ্চৈঃস্বরে, রোহিণীরে কহেন তখন। বলে ও রোহিণী দিদী, মোরে বিড়ম্বিলা বিধি, নীলমণি কেন অচেতন ॥ দেখে যাহ একবার, হেরিতেছি অন্ধকার, গোপাল বিনে সব অকারণ। শুনি আইল রোহিণী, দেখিবারে নীলমণি, বলে নাহি করহ রোদন ॥

নন্দ যশোদার আক্ষেপ।

শৃণস্য গোপরাজেন্দ্র মম বচনং মক্রুবিৎ।
অকস্মাৎ পুবংমধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্চ্ছিতাভবেৎ ॥
তৎপত্ন্যা বচনংশ্রুত্বা নন্দগোপ মহাশয়ঃ।
হাহতোঽস্মি পূরংমধ্যে মহাগোল সুপস্থিতঃ ॥

হেনকালে ব্রজবাসী আইল কত জন। বলে কি হইল রাণী কহগো বচন॥ যশোদা বলেন মাগো কপাল ভেঙ্গেছে। অকস্মাৎ নীলমণি অচেতন হয়েছে ॥ দেখি বৃদ্ধ গোপীগণ যশোদারে কয়। গোপাল হইবে ভাল নাহি কর ভয় ॥ এতবলি সকলেতে করেন গমন। হেনকালে নন্দ উপানন্দ আগমন ॥ গোপালের পীড়া শুনি যশোদার মুখে। নন্দ উপানন্দ কান্দে খেদ করি দুঃখে ॥ কৃষ্ণের নিকটে তবে আসি ততক্ষণ। গোপাল বলিয়া নন্দ করেন রোদন ॥ বলে ওহে দীননাথ অখিল রঞ্জন! পুত্রধন দিয়া মোরে

করিলে হরণ॥ কে বলিল হেন পুত্র দিতে হে তোমায়। এতবলি নন্দ ভূমে গড়াগড়ি যায়॥ যশোদা রোহিণী আদি করিছে রোদন। ধরিয়া রাখিতে নারে যত গোপীগণ॥ বলে বিধি দিয়া নিধি হরণ করিলে। এতবলি কান্দে রাণী পড়ি ধরাতলে॥ বলরাম শুনে আসি সবার রোদন। জিজ্ঞাসা করিল আসি বিশেষ কারণ॥ যশোদা বলেন বাছা কপাল ভেঙ্গেছে। অকস্মাৎ নীলমণি মূর্চ্ছা হয়ে আছে॥ বাছার নাহিক ধাতু করি অনুমান। শুনি বলরাম তবে দ্রুতগতি যান॥ কানাই কানাই বলে ডাকেন তখন। উত্তর না পাযে তবে করেন রোদন॥ গোপের বালকগণে আসি সর্ব্বজন। পরস্পর বলাবলি করে জনেজন॥ কেহ বলে ভাই কানাএর মৃত্যু নাই। মূর্চ্ছা হয়ে পড়িয়াছে শুন ওহে ভাই॥ কানাই কানাই বলে ডাকে ঘনেঘন। বলে চল গোচারণে করিব গমন॥ গোষ্ঠের হয়েছে বেলা শুন ওহে ভাই। গোষ্ঠের করিয়া সাজ আইসহ কানাই॥ ধেনুগণ ঊর্দ্ধমুখে তোমার কারণ। যাগিয়া রহেছে চাহি কর নিরীক্ষণ॥ এক শিশু বলে তবে বলায়ের তরে। করিয়া শিঙ্গার রব ডাক কানায়েরে॥ তোমার শিঙ্গার রব শুনিলে এখনি। কানাই উঠিবে হেন করি অনুমানি॥ গোপ শিশুর বাক্য শুনি রোহিণী নন্দন। শিঙ্গাতে করিয়া রব ডাকেন তখন॥ গোষ্ঠের হইল বেলা ওরেরে কানাই। বিলম্ব নাহিক সহে চল গোষ্ঠে যাই॥ যদি হেন হইবিরে ছিল তোর মনে।

তবে কেন কালিনাগে রাখিলি দমনে॥ বিষজল করিতাম সকলেতে পান। তব নাম করি সবে ত্যজিতাম পরাণ॥ কেনই বা ইন্দ্র করে বাঁচালে সবায়। গোবর্দ্ধন গিরি ধরি ওরে যদুরায়॥ এই রূপ সকলেতে করয়ে রোদন। হেন-কালে শুনিল সকল গোপীগণ॥ বৃন্দে দূতী আদি করি সকল গোপিনী। শুনে অচেতন হইয়াছে চিন্তামণি॥ রাধার নিকটে আসি কহে বিবরণ। কি করগো রাজবালা বসিয়া এখন॥ তব হরি অচেতন আছে ধরা পরে। একবার দেখি বারে চল নন্দ ঘরে॥ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া তবে করিয়া শ্রবণ। অধৈর্য্য হইল রাধা সচিন্তিত মন॥ বলে ওহে দীননাথ এই কি করিলে। কলঙ্ক ঘুচাব তব মোরে বলেছিলে॥ এত বলি ধ্যানযোগে দেখে যোগেশ্বরী। ছল করি পড়েছেন কপট রূপ ধরি॥ কলঙ্ক ঘুচাবেন মোর করিয়া মনন। কপট ভাবেতে মূর্চ্ছা দেব নারায়ণ॥ এইরূপ মনে মনে ভাবে বিনোদিনী। হেনকালে তথায় আইলা বৃন্দেধনী॥ রাধায় করিয়া সঙ্গে চলে নন্দালয়। যথায় যশোদা রাণী ব্যাকুল হৃদয়॥ তথা রাধা সহ উপনীত বৃন্দেধনী। দেখেন শয্যাতে মূর্চ্ছা প্রভু চিন্তামণি॥ ব্যাকুল হইল দোঁহে ধারা দুনয়নে। গোপীর রোদন অক্ষয়কুমারেতে ভণে॥

কপট বৈদ্যের আগমন ও ধাতু নিরীক্ষণ।

ছদ্মবেসে বৈদ্যরাজং ব্রজপুরীং নিরক্ষয়ঃ।
তং দৃষ্ট্বা নন্দগোপেন্দ্র বৈদ্যস্থানে নিবেদিতঃ ॥
অস্মিন্ বয়সি পুত্ৰোমে শ্রীকৃষ্ণ যদি জীবতি ॥
সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়াকাপি বিভূষিত।
অথবা যাদৃশস্নেহো মম যাস্তুস্ক্বপুস্তব ॥
হরেরপত্য সুব্যক্ত ভবান্ বংশ ভবিষ্যতি।

হেনকালে নরহরি, বৈদ্যরাজ রূপ ধরি, ব্রজমাঝে দেন দরশন। রূপ অতি চমৎকার, ভালে দীর্ঘ ফোঁটা তার, পরিধান শুক্ল যে বসন ॥ হস্তেতে ঔষধ লয়ে, জান রাজপথ বয়ে, নন্দরাজ হেরিল নয়নে। রূপ দেখি অপরূপ, ভুলিল নয়নকূপ, একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণে ॥ মনে মনে ভাবে নন্দ, হেরি প্রায় শ্রীগোবিন্দ, যেন নীলমণির মতন। এত ভাব হৃদয়েতে, হর্ষযুক্ত হয়ে চিতে, বৈদ্যরাজে কহেন বচন ॥ কহ বাপু পরিচয়, কোথায় নিবাস হয়, কিবা নাম যাবে কোথা কারে। বৈদ্য বলে মহাশয়, কৃষ্ণ বৈদ্য নাম হয়, বাস ভক্তের হৃদয়মাঝারে ॥ আমা সম বৈদ্যরাজ, নাহি ত্রিভুবন মাঝ, কঠিন পীড়াকে সুস্থ করি। শুনি নন্দ কহে বাণী, এস লয়ে যাই আমি, মম পুত্র কৃষ্ণ নাম তারি ॥ ওরে বৈদ্য বাছাধন, দেখিবারে কৃষ্ণ ধন, মম গৃহে কর আগুসার। হয়েছে কঠিন পীড়া, ব্যাধি হেরি সৃষ্টিছাড়া, আইস বাছা কোলেতে আমার ॥ তুমি মম পুত্রসম, আজি হলে বাছাধন,

এতবলি কোলে করি লয়ে। যথা আছেন চিন্তামণি,বৈদ্যরে লয়ে আপনি, আইলা নন্দ আনন্দিত হয়ে॥ যশোদারে কহে বাণী, বৈদ্যরাজে এনেছি আমি, ইহার নাম কৃষ্ণ বৈদ্যরাজ। কৃষ্ণের সমান ইনি, রূপে গুণে গুণমণি, হেন বৈদ্য নাহি ব্রজমাঝ॥ শুনি হর্ষ যশোমতী, কহেন বৈদ্যের প্রতি, মম গোপালেবে সুস্থ কর। তুমিরে মম সন্তান, দেহ কৃষ্ণের প্রাণ দান, এই বাক্য রাখরে আমার॥ শুনি বৈদ্য ততক্ষণ, কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ, হস্তধরি দেখয়ে তখন। ক্ষণেক বিলম্ব পরে, কহিলেন নন্দ বরে, শুন পিতা আমার বচন॥ তব পুত্র কৃষ্ণধনে, পীড়া হেরি কুলক্ষণে, তবে এক কার্য্য যদি কর। যদি পাও সতী নারী, আন তারে ত্বরা করি, তবে বাঁচে তোমার কুঙর॥ সেই ছিদ্র-কুম্ভ করি, আনিবারে পারে বারি, স্নান করাইব সেই জলে। তবে পীড়া শান্তি হয়, উঠিবে তব তনয় এই কহিলাম তব স্থলে॥ শুনিয়া যশোদা রাণী, দ্রুত গিয়াও আপনি, নগরেতে করে অন্বেষণ। কোথায় না সতী পায়, ফিরে আইল পুনরায়, যায় শেষে জটিলা ভবন॥ বলে ও জটিলা দিদি, এক কার্য্য কর যদি, তবে বাঁচে আমার গোপাল। করিলে এ কার্য্য পরে, সতী বলিবেক তোরে, সুখ্যাতি রহিবে চিরকাল॥ কি কার্য্য করিতে হবে, কহ দেখি গো যশোদে, সেই কর্ম্ম করিব তোমার। যদি বাঁচে নীলমণি, অবশ্য করিব আমি, এই

করিলাম অঙ্গীকার ॥ শুনি যশোমতী কন, শুন দিদি বিবরণ, এসেছেন বৈদ্য এক জন। গণিয়া বলিলেন কথা, যদি থাকে সতী হেতা, তারে তুমি কর আনয়ন ॥ সেই ছিদ্রকুম্ভ লয়ে, বারি আনিবে কক্ষে লয়ে, সে বারিতে স্নান করাইব। তা হলে তব তনয়, সুস্থ হইবে নিশ্চয়, তব পুত্রে চৈতন্য করাব ॥ অতএব ওগো দিদি একবার আইস যদি, তবে বাঁচে আমার নন্দন। অক্ষয়কুমার কয়, প্রমাদ হবে নিশ্চয়, বারি আন্তে করিলে গমন।

জটীলা কুটীলার কথোপকথন ও জটীলার ছিদ্রকুম্ভে বারি আনিতে গমন।

শৃণুস্য কোটীলা বৎসে মম বচনং মক্রুবিৎ ॥
যশোদাপুত্রকৃষ্ণস্য অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতাভবেৎ।
সহস্রছিদ্রকুম্ভেন যো সতী ব্রজমণ্ডলে।
তববলে মৌসধং ঘর্ষং শ্রীকৃষ্ণ পুনঃজীবতং ॥

যশোদারে বলে তবে জটীলা সুন্দরী। কুটীলায় বলি আমি যা বত্বরা করি ॥ এত শুনি যশোমতী বিদায় হইল। জটীলা কুটীলার আগে কহিতে লাগিল। শুন গো কুটীলা আমি বলি গো তোমায়। যশোদা আসিয়াছিল আমার আলয় ॥ যশোদার পুত্র হইয়াছে অচেতন। সুস্থ করিবারে বৈদ্য কৈল আগমন ॥ গণনা করিয়া সেই কহে যশোদারে। কেহ যদি সতী থাকে এ ব্রজ নগরে ॥

সেই ছিদ্রকুম্ভে করি আনিবেক বারি। তাহাতে চেতন পাবে যশোদা মুরারি॥ তেকারণে এসেছিল আমার আলয়। মোরা ব্রজমাঝে সতী আছি গো দোঁহায়॥ অতএব কুটীলে গো কি করি এখন। তুই থাক্ আমি যাই জলের কারণ॥ যদি আনিবারে পারি ছিদ্রকুম্ভে জল। এ ব্রজমুণ্ডলে সতী ঘুসিবে সকল॥ কুটীলে বলেন মাতা করি নিবেদন। আমরা ত সতী নারী খ্যাত ত্রিভুবন॥ এ ব্রজমণ্ডল মধ্যে সকলেতে জানে। কিন্তু এক কথা বলি তব বিদ্যমানে॥ সেই কৃষ্ণ মহা দুষ্ট নন্দেরনন্দন। পীড়া হইয়াছে তার মরুক এখন॥ তাহারে ভাল করিতে যেওনাক তুমি। রাধারে কুল মজালো ছোড়া ব্যক্ত আছে ভূমি॥ কালা কলঙ্কিণী তারে বলে সর্ব্বজন। সেকালা মরিলে মা গো খুসি আছে মন॥ এমন সোণার বধু করিতে নারে ঘর। সে কালা আয়ান দাদার মজাইল ঘর॥ বনে বনে মাঠে মাঠে রাধা ফিরাইয়া। ভ্রমণ করায় কিবল লইয়া২॥ অতএব যেওনাকো তাহার কার্য্যেতে। গৃহে বসি থাক তুমি আনন্দ মনেতে॥ জটীলা বলেন তারে এ নহে উচিত। যশোদার অপমান হইবে নিশ্চিত॥ বিশেষ আনিলে বারি মান্য ত্রিসংসারে। আমাদের সমান সতী না দেখি কাহারে॥ কুটিলরে এতবলি বুঝাইয়া ছলে। নন্দালয়ে জটীলা যে শীঘ্রগতি চলে॥ দেখি যশোমতী তারে বলি মিষ্টবাণী। বারি আনিবারে তারে পাঠায়

আপনি ॥ করিল সহস্র ছিদ্র কুম্ভেতে তৎপরে। সেই কুম্ভ কক্ষে লয়ে চলে সরোবরে ॥ মদগর্ব্বে জলেতে যেই কুম্ভ ডুবাইল। আটখানা হয়ে কুম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ চারিদিগে গোপীগণ দেয় টিটকারী। বলে কি গো ব্রজমাঝে তোরা সতী নারী ॥ লাজেতে জটীলা ধনী অধোমুখে রয়। শূন্য কুম্ভ লয়ে আইল যশোদা আলয় ॥ দেখিয়া যশোদা রাণী বিষাদ অন্তর। রায়ে ভণে শুনিল কুটিলা তদন্তর ॥

কুটিলার ছিদ্রকুম্ভে বারি আনিতে গমন।

মাতুর্ম্মপমানেনৈবং কুটীলারাগান্বিতা ভবেৎ।
স্বয়ং বারিমানয়ান্তে যযৌ যমুনাপুলিনে ॥

জটীলার বিবরণ, কুটিলা করে শ্রবণ, দ্রুত আইল ব্রজ ভবনেতে। মায়েরে কহিল কথা, কেন তুই আলৈ হেথা, কিবল এলে লোক চলাইতে ॥ কুটিলে আমি তোর কন্যা, সতী নারী গজত মান্যা, ত্রিভুবনে সবে বলে সতী। তোর আছে জন্মের দোষ, তেঁই এ ঘটিল দোষ, আমি তাহা ঘুচাব সংপ্রতি ॥ শ্রবণে কুটিলের বাণী,, হাসিয়া কহে, গোমানী, মা হইতে কন্যা কিবা সতী। মা হারিল যেই কাযে, তুই যাস কোন লাজে, মা হইতে সতী পুণ্যবতী ॥ শুনি কুটিলে ক্রোধে জ্বলে, গোপীগণে কটু বলে, তোদের সব জানি সতীপণা। সবে কালা কলঙ্কিণী, ওলো কুলটা পাপিনী, এক ধিঙ্গি এক এক জনা ॥ রাধারে মন্ত্রণা দিয়ে,

কালারে মন সঁপিয়ে, সকলেতে বেড়ান বনে বনে। তেমনি কি লো আমি সতী, আমার হেন ভারতী, ছিদ্র কুম্ভে জল আনিব এক্ষণে॥ এত বলি সে কুটিলে, কক্ষে কুম্ভ লয়ে চলে, যমুনাতে হয় উপনীত। যত সব গোপীগণ, দেখিবারে সর্ব্বজন, যমুনায় আইল ত্বরিত॥ গোপীরে দেখাবার তরে, দ্রুত যমুনাতে পরে, আসি কুটিলা হৈল উপনীত। গরবেতে মরে যায়, চক্ষে না দেখিতে পায়, জল তুলে হয়ে আনন্দিত॥ যেই তুলে কক্ষোপরে, অমনি বারি ঝরে, আছাড় খেয়ে পড়িল ত্বরিত। হাঁস ফাঁস করে প্রাণ, কণ্ঠাগত হলো প্রাণ, কুটিলা ডুবিয়া মরে জলে। বলে গো মিনতি করি, তুলে সবে করে ধরি, দেখি গোপী গণ সব তুলে॥ বলে ও কুটিলা সতী, তুই নাকি পুণ্যবতী, গর্ব্ব করেছিলে যে এখন। তেঁই মোদের মানস পূর্ণ, হৈল তোর দর্পচূর্ণ, করিলেন প্রভু নারায়ণ॥ এতবলি গোপীগণ, ভৎর্সনা করে তখন, কুটিলারও নাহিক উত্তর। অপ-মানে দুই আঁখি, ছল ছল করে দেখি, উপনীত গোকুল নগর॥ শূন্য কুম্ভ লয়ে যায়, দেখিয়া যশোদা তায়, সমা চার জিজ্ঞাসা করিল। কেনগো তুমি কুটিলে, জল আন্তে না পারিলে, বৈদ্যরাজে রাণী জিজ্ঞাসিল॥ বৈদ্যরাজ কি হইবে, বলহ উপায় এবে, বারি আন্তে কেহ নাহি পারে। মোরে কর অনুমতী, আমি যাই দ্রুতগতি, যমুনার বারি আনিবারে॥ শ্রবণেতে নারায়ণ, ভাবিলেন ততক্ষণ, যশোদা

জননী যদি জান। তবে অপমান তাঁর, করিতে নারিব আর, কিসে তবে বাড়ে রাধার মান ॥ এত ভাবি যদুপতি, কহিলেন রাণী প্রতি, শুন মাগো করি নিবেদন। মায়েতে ঔষধি দিলে, পুরিবে না খাওয়াইলে, আমি দেখি করিয়া গণন ॥ এতবলি খড়ি পাতি, লিখিলেন যদুপতি, খড়ি দেন যশোদা এক ঘরে। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া মনে, কহিলেন তত-ক্ষণে, বলে মাগো শুনগো সত্বরে ॥ ব্রজে আছে সতী নারী, শ্রীরাধা নামে সুন্দরী, তারে শীঘ্রকর আনয়ন। সেই যদি আনে বারি, চেতন পাবেন হরি, এই কহিলাম বিবরণ ॥ শুনি রাণী দ্রুত যায়, আছে শ্রীরাধে যথায়, নয়নেতে ধারার শ্রবণ। বলে মাগো শীঘ্রগতি, আসিয়া বাঁচাও সতী, গোপাল তবে পাইবে চেতন ॥ সহস্রছিদ্র কুম্ভেতে, বারি আনিবে ত্বরিতে, বৈদ্য দিল করিয়া গণনা। তুমি মাগো স্বয়ংসতী, নীলারূপে এ ভারতী, আমি তব কি জানি মহিমা ॥ এতবলি রাধার লয়ে, চলিলেন দ্রুত হয়ে, যথায় আছেন বৈদ্যবর। ছিদ্র এক কুম্ভ করি, বৈদ্য দেন ত্বরা করি, রাধা হন ভরেত কাতর ॥ রাধারে হেরি কুটিলে, হাসি দৈব্য প্রতি বলে, ওহে বৈদ্য তুমি ভাল বৈদ্য। যেই কৃষ্ণ কলঙ্কিণী, জানে ত্রিভুবন যিনি, তারে দেহ জল আনি সদ্য ॥ বৈদ্য বলে হাসি হাসি, সবে যাহ ও রূপসী, তব কথা কিবা প্রয়োজন। যদি জল আনিবারে, শ্রীরাধা যদ্যপি পারে, তব মুণ্ডে বজ্রের পতন ॥ বৈদ্য আর কুটিলাতে,

বাক্য ব্যয় এরূপেতে, দেখি তবে কহে যশোমতী। কেন গো কুটিলে আর, দ্বন্দ্ব কর অনিবার, জল যদি আনে রাধা সতী॥ তোদেরি বাড়িবে মান, গোপাল পাইবে প্রাণ, বাধা দেহ এ নহে উচিত। এতবলি যশোমতী, কহিয়া মিষ্ট ভারতী, রাধারে পাঠান ত্বরান্বিত॥ স্মরি হরি গোপী-গণ, রাধার সহ তখন, সকলেতে যমুনাতে চলে। রাধা হয়ে কাতরতা, কুম্ভ নামাইয়া তথা, ত্রিপদীতে অক্ষয় কুমার বলে॥

শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও কৃষ্ণের আজ্ঞাতে বারি লইয়া রাধার গমন।

সহি দেবাসুরে যুদ্ধে গতোজিত্বা মহাসুবান্।
নিদ্রার্ত্তঃ কমলাকান্তং নিদ্রাবত্রে বরংসুরান্॥
শৃণুং রসময়ীং রাধাং মমবচনঃমক্রবিৎ॥
গচ্ছং বারিমানয়ান্তে ছিদ্রকুম্ভেন সংযত॥

কুম্ভরাখি তীরে, শ্রীরাধা তৎপরে, সকলে আরোপী বাস। বলে কোথা হরি, মকুন্দ মুরারী, দেখা দেহ পীত-বাস॥ নমঃ নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, পদ্ম পলাশলোচন। ওহে নারায়ণ, মদনমোহন, তুমি গোপীকা রঞ্জন॥ ইন্দ্রের কোপেতে, রাখিলা ব্রজেতে, ধরি গিরি গোবর্দ্ধন। পড়েছি বিপদে, উদ্ধার আপদে, ওহে প্রভু জনার্দ্দন॥ আমি হে অসতী, তব পদে মতী, কালা কলঙ্কিণী বলে। সে দায়ে

আমায়, উদ্ধার ত্বরায়, নতুবা ডুবিব জলে ॥ বলেছিলে হরি, আমারে মুরারি, তব কলঙ্ক ঘুচাব। এখন যদুরায়, কি করি উপায়, কিসে মান বাঁচাইব ॥ এই রূপ স্তুতি, করে রাধা সতী, হেনকালে যদুবর। কুম্ভ পরে আসি, কহে হাসি হাসি, কেন রাধে কর ডর ॥ বলেছি তোমায়, আমি হে ত্বরায়, তব কলঙ্ক ঘুচাব। তেকারণে আমি, মুর্চ্ছাগত প্রাণী, নিতান্ত জানহ সব ॥ হয়ে বৈদ্যবর, এলেম সত্বর, তব কলঙ্ক ঘুচাতে। নাহি কিছু ভয়, করহ নিশ্চয়, তোলহ বারি কক্ষেতে ॥ শ্রবণে ভারতী, আনন্দিত মতি, শ্রীহরি স্মরণ করি। তুলে কক্ষে বারি, শ্রীরাধে সুন্দরী, গোপীগণ হর্ষ মতি ॥ অগ্রে গোপীগণ, আনন্দিত মন, পশ্চাতেতে রাধা যায়। হেরি ব্রজবাসী, সকলেতে আসি, সুখ্যাতি করে রাধায় ॥ সবে বলে সতী, রাধে গুণবতী, হেন সতী নাহি আর। শুনিল কুটিলে, সবে গিয়া বলে, রাধা জল আনে তোমার ॥ আমরা তোমারে, বলি বারে বারে, কালা কলঙ্কিনী রাই। সতী গো অসতী, অসতী গো সতী, বিধাতার মুখে ছাই ॥ শুনিয়া জটীলে, কহে হাস্য ছলে, আমার বৌ তো হলো সতী। হকু হকু ভাল, শুনে প্রাণ শীতল, লোকেতে ঘুসিবে খ্যাতি ॥ কথোপ কথন, এরূপ তখন, বৈদ্য লয়ে সেই বারি। ঢালিলা গাত্রেতে, আনন্দ মনেতে, চেতন পান মুরারি ॥ ক্ষীর শর লয়ে, রাণী হর্ষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণেরে খাওয়াইল। রাধার মুখেতে,

আনন্দ মনেতে, রাণী কত চুম্ব দিল ॥ বলে যশোমতী, ওগো রাধে সতী, তুমি ধন্য এ ব্রজেতে। তোমা হৈতে আমি, পাই নীলমণি, সমনের নিকটেতে ॥ তবে বৈদ্য বরে, নন্দ কহে পরে, বলে বৎস বৈদ্যরাজ। বলে বিনয়েতে, হইবে থাকিতে, আজি এই ব্রজমাঝ ॥ নন্দের বচন, না করে লঙ্ঘন, সে দিন বৈদ্য রহিল। উঠিয়া প্রভাতে, কহে বিনয়েতে, শুনি গোপরাজ কহিল ॥ মণি মুক্তা হীরে, ধরি দুই করে, বৈদ্যেরে করে অর্পণ। বৈদ্য বলে পিতা, শুনহ বারতা, অর্থ না লই কখন ॥ শুন ওগো তাত, আমি তব সুত, মোরে আশীর্ব্বাদ কর। এতেক বচন, বলিয়া তখন, অদর্শন বৈদ্যবর ॥

মানভঞ্জন।

শৃণুস্য মুনিশার্দ্দূল ভাগবতপুরাণাদ্ভুতং।
শ্রীরাধিকা মানভঙ্গং কথযামি তয়াশৃণু ॥

রাজা বলে কহ কহ মুনি মহাশয়। ভগবানের লীলাকথা কহ সমুদয় ॥ মান ভঞ্জনের কথা করিব শ্রবণ। কি রূপেতে মান ভাঙ্গিলেন নারায়ণ ॥ মুনি বলে ধন্য ধন্য তুমি হে রাজন। কৃষ্ণ লীলা সমুদয় করহ শ্রবণ ॥ রাধার কলঙ্ক তবে ঘুচালেন হরি। প্রশংসা সকলে করে ধন্য ধন্য করি ॥ সবে বলে রাধা সম নাহি ভূমণ্ডলে। কুটিলা শুনিয়া তাহা অগ্নি সম জ্বলে ॥ নিবারণ করে তারে জটীলা সুন্দরী। মরিস্ কেন

লো তুই মিছে দ্বন্দ্ব করি ॥ রাধারে সুখ্যাতি করিতেছে সর্ব্ব জন। আমাদের সুখ্যাতি যেন হইল এখন ॥ মম বধূ রাই বটে জানে সকলেতে। তাহারে বলিছে সতী বিখ্যাত জগতে ॥ ইহা বলি নিবারণ করয়ে নন্দিনী। দিবাকর অস্ত গেল আইল রজনী ॥ বৃন্দে আসি সহচরী নিকুঞ্জকাননে। গাঁথিছে কুসুম মালা দিতে শ্যামধনে ॥ এমন সময়ে শ্যাম তথা উপনীত। হেরিয়া শ্রীমতী রাধা হন আনন্দিত ॥ বলে ওহে প্রাণনাথ শ্যামচাঁদ ধন। নিকুঞ্জকাননে আজি নিশি জাগরণ ॥ পুষ্পশয্যা পরে দোঁহে করিয়া শয়ন। তোমায় আমায় লীলা করিব দুই জন ॥ শুনি নরহরি তবে করেন স্বীকার। অদ্য রজনীতে হে করিব আগুসার ॥ এত বলি শ্রীমতীর মাথে হস্ত দিয়া। গৃহে যান বংশীধারি অনুমতি নিয়া ॥ কৃষ্ণের আসয়ে বুঝি রাধা আনন্দিত। অপূর্ব্ব পুষ্পের শয্যা করেন ত্বরিত ॥ পুষ্পের মসারি করে পুষ্প উপদান। পুষ্পের হইল গদী দেখিতে শ্রীমান ॥ নানাবিধ পুষ্প রাখে করিয়া যতন। আতর গোলাপ সব করি আয়োজন ॥ নানাবিধ ফল আর নানা মেয়া জাতি। যতনে কৃষ্ণের তরে রাখেন শ্রীমতী ॥ জাগিয়া রহেন সবে প্রথম প্রহর। কখন আসিবে মনে ভাবে নটবর। এই রূপ প্রথম প্রহর নিশি গত। দ্বিতীয় প্রহর নিশি হৈল উপস্থিত ॥ হেনকালে নটবর রাজবেশ ধরি। চলিছেন রাজপথে প্যারী মনে করি ॥ চন্দ্রাবলী পথমাঝে ছিল দাণ্ডাইয়া। ধরিল কৃষ্ণের

কর তাঁহারে দেখিয়া ॥ বলে প্রত্যাবধি যাহ প্যারীর সদন। সময় পাইয়া দাণ্ডায়েছি নারায়ণ ॥ দাসীর গৃহেতে আজি থাকিতে হইবে। নিকুঞ্জ কাননে নাথ যাইতে নারিবে ॥ মহেশচন্দ্র দাস রচিল ভাষায়। শুনিয়া ঠ্যাকেন হরি বিষম যে দায়।

কৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে স্থিতি।

শৃণুনাথ! মম বাক্যং যদি কৃপাবাঞ্ছতি।
মদ্গৃহে করুণানেত্রে অদ্য রজনী বঞ্চয়ঃ ॥
প্রসীদং সীদতাং নাথ! দেবানাং বরদপ্রভো।
তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতোদ্ধাবশ্চ কেশব ॥

চন্দ্রাবলী বলে বাণী, শুন ওহে গুণমণি, নিবেদন করি তব পায়। যদি এলে করি দয়া, দেহ শ্রীচরণে ছায়া, অদ্য হেথা থাক মহাশয় ॥ শুনহে কমলাপতি, তব প্রিয় সে শ্রীমতী, আমি কি হে কেহ নই হরি। তবু তার ভগ্নী হই, অন্য পর কেউ নই, মোরে কি বলিবে সে কিশোরী ॥ কৃষ্ণ বলে ওহে প্রিয়ে, এসেছি তা র আশা দিয়ে, আছে প্যারী আমার আশায়। কেমনে থাকিব হেথা, মোর আগে বল কথা, আশাতে নৈরাশ করা দায় ॥ চন্দ্রাবলী বলে নাথ, সে কথা হবে পশ্চাৎ, রজনীতে কে ত্যজে তোমায়। এত বলি ধরি হাত, বসাইল জগন্নাথ, পীতবাস আগে কাড়ি লয়। বিপদে পড়িয়া হরি, রহিলেন সে শর্ব্বরী, আতর গোলাপ মাথায় অঙ্গে। কস্তুরি কুম্ কুম্ চুয়া, শ্যাম অঙ্গে আরো-

পিয়া, জলযোগ করে নানা রঙ্গে ॥ লুচি আর মোনভোগ, শ্যাম সুখে করে ভোগ, জলযোগ করিলেন হরি। মিঠা খিলি ছাচি পাণ, শ্যামকে করেন দান, পান করিলেন বংশীধারী ॥ মনো আশা তদন্তর, পূরাইল অতপর, হাস্য কৌতুকি সারা নিশি। হরির নিদ্রা নাহি আর, ভাবেন প্যারী অনিবার, কতক্ষণে দেখি মুখশশী ॥ এখানেতে চন্দ্রাবলী,আছেন লযে বনমালী, ওখানেতে ভাবিছেন রাই। ক্ষণে বৃন্দেরে সুধায়, সারা নিশি বযে যায়, কখন আর আসিবে কানাই ॥ বৃথা কুঞ্জ সাজাইনু, বৃথা নিশি যেগে মনু, ওগো দূতী কি করি উপায়। বুঝি শ্যাম না আইল, সকলি বৃথায় গেল, এমন কঠিন শ্যাম রায় ॥ দূতী বলে ওগো রাই,আসিবে তব কানাই, কেন ব্যতিব্যস্ত তুমি হও। বুঝি জাগী আছেন নন্দ, আসিতে নারেন গোবিন্দ, ক্ষণেক বিলম্ব করে রও ॥ এইত প্রথম নিশি,সকলেতে আছে বসি, নিদ্রা নাহি যায় কোন জন। তুমি গো উতলা কেন, আসি-বেন শ্যাম ধন, ক্ষণকাল কর সম্বরণ ॥ এত বলি বৃন্দে দূতী, প্রবোধ দেয় শ্রীমতী, কোন মতে প্রবোধ না মানে। বলে কি বুঝাহ আর, শ্যাম বিনে অন্ধকার, দেখিতেছি আমি দুনয়নে ॥ দেখহ নিষ্ঠুর কালা, কতই দিতেছে জালা, তার আশায় আছি আশা করি। ওগো বৃন্দে দেখ নিশি, প্রভাত হইল আসি, আর কখন আসিবে সে হরি ॥ বুঝি-লাম কাল যেই, বড়ই নিষ্ঠুর সেই, তার মুখ না হেরিব

আর। দেহ কেশ মুড়াইয়া, কাল সখী তাড়াইয়া, কাল বস্ত্র কি হবে আমার॥ হইলে প্রভাত নিশি, যদি আসে কাল শশী, করিবে তায় কুঞ্জের বাহির। এত বলি বিনোদিনী, নিদ্রা যান একাকিনী, দাসে ভণে এই যুক্তি স্থির॥

কৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে শ্রীমতীর কুঞ্জে গমন।

রজনীপ্রভাতায়ান্তে গাত্রোত্থানং জনার্দ্দনং।
দ্রুতপদসঞ্চালেন নিকুঞ্জগমনোদ্দতঃ॥
ললিতা কুঞ্জদ্বারেন দৌবারিক নিযুক্তয়ঃ॥
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনং হেতু বহস্যজন্য ভর্ৎসয়ঃ॥

রজনী প্রভাত কৃষ্ণ হেরিয়া তখন। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে উঠেন তখন॥ ভ্রমেতে চন্দ্রার বস্ত্র শীঘ্রগতি পরি। ঢুলিতে ঢুলিতে জান নিকুঞ্জেতে হরি॥ অলকা তিলকা রহিয়াছে শ্রীঅঙ্গেতে। সম্বরণ নাহি আর সে সব মুছিতে॥ উপনীত শ্রীমতীর কুঞ্জেতে তখন। ললিতা দাণ্ডায়ে দ্বারে কুঞ্জের রক্ষণ॥ হরিরে দেখিয়া ধনি ব্যঙ্গ ছলে কয়। হেথা কেন ভুলিয়া আইলে রসময়॥ তব প্রিয়তমা যেই ত্যজিয়া তাহারে। কেমন করিয়া হেথা আইলে একেবারে॥ কাহার পরেছ বস্ত্র ওহে নটবর। কাহার সিন্দুর তব ভালে মনোহব॥ কাহার পাণের পীকে রেঙ্গেছ নয়ন। স্বরূপ করিয়া হরি বলহ বচন॥ কৃষ্ণ কন ললিতে কিছুই জানি নাই। দিব্য করে বলি আমি তোমারি দোহাই॥ পিতা

নন্দ জাগিয়া ছিলেন বহুক্ষণ। তেকারণে আসিতে না পারি কদাচন॥ কহ ওগো প্রিয় সখী জিজ্ঞাসি কারণ। কেমন আছেন রাধা কহ বিবরণ॥ ললিতা বলেন কেন জিজ্ঞাস সে কথা। সে গুড়েতে বালি হরি জিজ্ঞাসিছ বৃথা॥ হুকুম হয়েছে তাঁর কুঞ্জে যেতে মানা। বারণ করিছে তাই যেওনা যেওনা॥ ওহে হরি রাধার কথা জিজ্ঞাসা কোরনা। তোমার সহ শ্রীমতীর মিলন হবে না। শুনি কৃষ্ণের দুনয়নে বহে বারি ধারা॥ প্যারী বিনে যেন হরি হন জ্ঞান-হারা॥ দেখিয়া ললিতার দয়া হইল তখন। বলে ওহে দাণ্ডাও এখানে শ্যাম ধন॥ কি বলেন বিনোদিনী আগে শুনি কথা। তবে ওহে শ্যামচাঁদ লয়ে যাব তথা॥ এত বলি ললিতে রাধারে আসি কয়। রাধা বলে না হেরিব সে শ্যামে নিশ্চয়॥ তুমি না আনিহ সখি সে কৃষ্ণেরে আর॥ তাহার বদন না হেরিব পুনর্ব্বার॥ এত বলি বিনোদিনী অধোমুখে রয়। ললিতে যাইয়া তবে শ্যাম ধনে কয়।

বৃন্দের সহ কৃষ্ণের কথোপকথন এবং বিনয়বাক্য।

ললিতাবচনং শ্রুত্বা চক্রপাণি সুদুঃখিতা।
তং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণসঙ্কম্পা বভূবঃ কৃষ্ণযোষিতঃ॥

ললিতের শুনি বাণী, বিষাদিত চক্রপাণি, নয়নেতে শতধারা বয়। রাধা বিনে মনোদুঃখে, চলিলেন তথা থেকে, বৃন্দের সহিত দেখা হয়॥ বৃন্দের ধরিয়া হাত,

কহিছেন জগন্নাথ, রাখ বৃন্দে জনমের মত। নতুবা হে বিনে রাই, একেবারে ভেষে যাই, তুমি আছ মম অনুগত ॥ বৃন্দে বলে বংশীধারি, কেমনে মিলাতে পারি, তব জন্যে সারানিশি যেগে। ঐ এলো বংশীধারি, এই অনুভব কবি, প্রভাতেতে শয়ন করেন রেগে ॥ এখন কেমনে যাই, বল দেখি হে কানাই, তুমিত বিবাদ বাড়াইলে। তব লাগি ওহে হরি, আশাতে ছিলেন প্যারী, রজনীতে তুমি না আইলে ॥ এক্ষণেতে তবোপবি, মান করে সে কিশোরী, শয়নে আছেন অভিমানে। এমান ভাঙ্গিবার নয়,শুন হরি মহাশয়, যাই দেখি প্যারী বিদ্যমানে॥ এত বলি বৃন্দেদূতী, রাখিয়া দ্বারে শ্রীপতি, শ্রীমতীর কাছে উপনীত। কৃষ্ণ আগমন কথা, প্যারীরে কহিল তথা, শুনি রাধা হন কোপান্বিত ॥ বলে শুন ওগো বৃন্দে, পুনরায় কও গোবিন্দে. সে নিষ্ঠুরে না দেখিব অ র। কাল জল খাইব না, কাল রূপ দেখিব না, এই শুন প্রতিজ্ঞা আমার॥ এত বলি নিরবেতে, রহে রাধা দুঃখ চিতে, বৃন্দে আসি কহিল গোবিন্দে। বলে ওহে শুন বাণী, বলি তোমায় চক্রপাণি, রাধার কথা তব পদার-বৃন্দে ॥ হয়ে রাধা ক্রোধান্বিতা, না রাখিল মম কথা, আপনি হে যাহ একবার। সাধ ধরিয়া চরণ, ওহে হরি নারায়ণ, যদি মান ভাঙ্গে শ্রীরাধার ॥ বৃন্দের শুনিয় বাণী, চলিলেন চক্রপাণি, কুঞ্জের ভিতরে উপনীত। যথায় শয়ন করে, আছে প্যারী দুখান্তরে, হরি যায়ে দাণ্ডান ত্বরিত ॥

গলেতে আরোপী বাস, কন কথা পীতবাস, ওহে প্যারী হের নয়নেতে। তব লাগি মরে যাই, মনে কত দুঃখ পাই, বাক্য কহি শুন শ্রবণেতে ॥ যত দোষ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, দণ্ড দেহ উচিত যেমন। কিন্তু না কহিলে কথা, মরমেতে পাই ব্যথা, যোড়করে করি নিবেদন ॥ কেন হে এতেক কাণ্ড, লঘু দোষে গুরু দণ্ড, এ নহে হে উচিত তোমার। আমার খাও হে মাথা, যদি নাহি কহ কথা দাসে ভণে এই যুক্তি সার ॥

শ্রীমতীকে কৃষ্ণের বিনয় ও পায়ে ধরা।

শ্রীরাধা মানমুঞ্চযং যদি কৃপা বর্ত্ততে।
অপরাধ ক্ষমস্য মে চিহ্নিত দাসহে তব ॥

মুনি বলে শুন ভূপ করি নিবেদন। এই রূপ রাধায় সাধেন নারায়ণ ॥ দেখিলেন নারায়ণ করিয়া বিচার। গুরু মান করিয়া বসেছে এই বার ॥ কত মত সাধিতেছে না শুনে শ্রবণে। শ্রীরাধার মান আজি ভাঙ্গিব কেমনে ॥ এত ভাবি নানামতে কবেন সাধন। বলে বিনোদিনী রাই তোলহ বদন ॥ কি করেছি অপরাধ কেন এত মান। দাসের মিনতি রাখ তোলহ বয়ান ॥ রাখ রাখ কথা রাখ শুনহ কিশোরি। নতুবা চাহিয়া দেখ এই আমি মরি ॥ এত বলি উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন। মনে মনে মনোরমা ভাবেন তখন ॥ ঠেকায়েছি এই বার শ্যামেরে এখনঁ।

কথা তবে কব যবে ধরিবে চরণ। এইরূপ মনে মনে করেন কিশোরী। প্যারীর অন্তরের কথা বুঝিলেন হরি॥ ভকত বৎসলা হাবি ভক্তের কারণ। অপরাধ ক্ষেম বলি ধরেন চবণ॥ যত বার চরণ ধরেন বংশীধারী। তত বাব ঠেলিয়া ফেলেন সে কিশোরী॥ দেখিয়া হইলা হরি লজ্জিত তখন। মনে মনে আপনি ভাবিছেন নারায়ণ॥ কি কুকর্ম্ম করিলাম ধরিযা চরণ। ইহাতে প্যারীর মান না ভাঙ্গে এখন॥ তবে মিছে এখানেতে বসিযা কি কবি। দৃষ্টি আগুণেতে আব কেন পুড়ে মবি॥ এত ভাবি করেন হরি বাহিবে গমন। বৃন্দের নিকটে আসি কহে বিবরণ॥ চরণে ধরিনু বৃন্দে না শুনিল কথা। এক্ষণেতে কি করিব কহগো বারতা॥ বৃন্দে বলে এক কর্ম্ম আছে নারায়ণ। এখনি তোমার সহ হইবে মিলন॥ সন্ন্যাসীর বেশ ধরি ভিক্ষা আশে যাহ। ভিক্ষা দিতে আইলে মান ভিক্ষা মাগি লহ॥ কৃষ্ণ কন সে বেশ আমারে কে সাজাবে। কোথা পাই সে বেশ আমারে বল আগে॥ বৃন্দে বলে ওহে হরি আছে মমালয়। এত বলি সে বেশ আনিল সমুদয়॥ পরাইল ব্যাঘ্রছাল শিঙ্গা দিল হাতে। বিপরীত জটাজুট পরাইল মাথে॥ ছাই মাখাইল অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গায়। হরি ঘুচে হব হইলেন মানের দায়॥ কোরঙ্গ লইযা করে চলিলেন হরি। দাসে ভণে কুঞ্জদ্বারে আইলা মুরারী॥

শ্রীকৃষ্ণের মান ভিক্ষা ছলে রাধার সহ মিলন।

শ্রীকৃষ্ণ যোগীরূপেণ কুঞ্জদ্বারে মুপস্থিতং।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাধিকাংপ্রাহ হর্ষয়ন্॥
শৃণুবসময়ীং রাধে মানভিক্ষাং দেহিং মমঃ।
স্বখ্যাতি অবনী মধ্যে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরঃ॥

ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ প্রভু দয়াময়। কুঞ্জের দ্বারেতে আসি উপনীত হয়॥ এখানেতে কৃষ্ণেরে বিদায় দিয়ে প্যারী। আক্ষেপ করিছেন মনে বিনে বংশীধারি॥ এমন সময়ে আসি ললিতে তখন। শ্রীরাধার নিকটেতে সবিশেষ কন॥ শুনগো শ্রীরাধে এক নবীন সন্ন্যাসী। কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইয়াছে আসি॥ ভিক্ষা দিতে গেলেম আমি ভিক্ষা না লইল। রাধার হাতে লব ভিক্ষা আমারে বলিল॥ শ্রবণেতে বিনোদিনী উঠিয়া তখন। আপনি লইয়া ভিক্ষা করেন গমন॥ হেরিয়া নব সন্ন্যাসী শ্রীরাধা চিনিল। ভিক্ষা লহ বলি তাঁরে ডাকিয়া বলিল॥ সন্ন্যাসী বলেন চাল ভিক্ষা নাই লই। মান ভিক্ষা দেহ মোরে ওগো রসময়ী॥ বৃন্দে বলে শুভ কাযে নাহি কর দেরি। মান ভিক্ষা দেহ ইহায় আপনি কিশোরী॥ এমন সন্ন্যাসী ধনি পাবে নাক আর। মান ত্যজি মিলন করহ এই বার॥ ঈষদ হাসিয়া ধনি ত্যজিলেন মান। কৃষ্ণ বামে বসিলেন ত্যজি অভিমান॥ রত্নসিংহাসনে বৈসে যুগল রূপ ধরি। চামর ব্যজন অঙ্গে করে সহচরী॥ আতর গোলাপ কেহ অঙ্গেতে মাখায়। সুগন্ধি চন্দন কেহ দেয় দোঁহার গায়॥ রাধা কৃষ্ণ সঙ্গে

হইল দোঁহার মিলন। সে রজনী তথায় করেন জাগরণ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে যত সহচরী। আপনার স্থানে সবে গেল ত্বরাকরি॥ রাইকে রাখিয়া তবে আপন আলয়। শ্রীকৃষ্ণ গেলেন গৃহে আনন্দ হৃদয়॥ গৃহে আসি ভোজন করেন ছানা ননী। গোষ্টেতে চলেন তবে প্রভাত রজনী॥ মথুরাতে একদিন দৈবের ঘটন। স্বপন দেখেন কংস অতি দুর্ঘটন॥ ভয়েতে উড়িল প্রাণ ব্যাকুল হইল। পাত্রমিত্রে পুরোহিতে ডাকিয়া বলিল॥ শুন শুন মহাশয় করি নিবে-দন। দেখিলাম নিশি শেষে স্বপ্ন কুলক্ষণ॥ জবা পুষ্প মালা আর লোহিত চন্দন। দিগাম্বরী অসিধারি খড়্গ বিভূষণ॥ লোলজিহ্বা অট্টহাসি করাল বদনা। অতি বৃদ্ধা কৃষ্ণবর্ণা লোহিত লোচনা॥ আসিয়া আমায় যেন খড়্গেতে কাটিলা। উলাঙ্গিনী হয়ে সবে নিত্য আরম্ভিলা॥ আর দেখিলাম স্বপনেতে দুইজন। শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কৈল আগ-মন॥ কৃষ্ণবর্ণ শিশুরে দেখিয়া পাই ভয়। মম নিকটেতে দর্প করে অতিশয়॥ কেশে ধরি লয়ে আমায় ভূমেতে ফেলিল। দারুণ চপেটাঘাত আমায় করিল॥ সেই আঘাতেতে আমি হইনু কাতর। এইরূপ স্বপ্ন দেখিনু ভয়ঙ্কর॥ শুনি সবে পাত্র মিত্র আশ্বাস করিল। নানামত প্রবোধিয়া কংসেরে রাখিল॥ পুরোহিত বলে বাতিকের এ স্বপন। আপনার ইষ্ট নাম করহ স্মরণ॥ এতেক বলিযা সবে স্বস্থানেতে যায়। মহেশচন্দ্র দাসে ভণে রচিল ভাষায়॥

কংসের সভায় নারদের আগমন ও ধনু যজ্ঞ কবিতে মন্ত্রণা দেন।

বজনীপ্রভাতাযন্তে কংসরাজস্তুরাসদঃ।
মন্ত্রণামন্ত্রিভিঃ সহ কিংকর্ত্তব্য সমাহিতঃ॥
এতস্মিন্নন্তবে প্রাপ্তঃ কংসসভায নারদঃ।
ধনুর্যজ্ঞহেতু কংসে যাচেন ব্রহ্মানন্দনঃ॥

পরদিন প্রভাতেতে কংস নরপতি। সিংহাসনে বসি রাজা সচিন্তিত মতি॥ হেনকালে নারদ করেন আগমন। পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা বসায় তখন॥ রজনীর স্বপন কথা নারদ কহিল। যেইমত কংস রাজা স্বপন দেখিল॥ একে একে সব কথা কহেন তখন। কংসেরে আশ্বাসি মুনি কহেন বচন॥ ভয় না করিহ রাজা স্বপন দর্শনে। বায়ুতে দেখয়ে স্বপ্ন শুনহ শ্রবণে॥ রামকৃষ্ণে যদি তব হইয়াছে ভয়। নিকটে আনিয়া দুইজনে কর ক্ষয়। রাম কৃষ্ণ ভয়ে তবে সন্ধ ঘুচে যাবে। আর কে এমন আছে তোমারে জিনিবে॥ কংস বলে কেমনেতে দোঁহারে আনিব। বৃন্দা-বনে আছে দোঁহে কি ছলে যাইব॥ পূতনারে পাঠাইনু করিয়া যতন। অঘাসুর বকাসুর আদি সেনাগণ॥ সবাকারে সেই কৃষ্ণ বিনাশ করিল। এখন কেমনে মুনি দোঁহে আনি বল॥ নারদ বলেন রাজা করি নিবেদন। যজ্ঞ স্থলে আন হেথা ভাই দুই জন॥ ধনুময় যজ্ঞ কর শুনহে ভূপতি। নন্দ আদি গোপ জনে দেহ লয়ে পাতি॥ আর এক পত্র

দিবে কৃষ্ণ বলরামে। ভিন্ন পত্র পাইলে আসিবে তব ধামে ॥ স্থানে স্থানে রাখ লয়ে যত মল্লগণ। আসিবা মাত্রেতে দোঁহে করিবে নিধন ॥ কংস বলে এমন কে আছে তথা যায়। কৃষ্ণ বলরামে আনে পত্রের দ্বারায়॥ পুণ্যবান না হইলে যাইতে নারিবে। নারদ বলেন রাজা বলি শুন তবে॥ বসুদেব ভাই আছে অক্রুর নামেতে। তাহারে পাঠায়ে দেহ ব্রজেতে যাইতে। মহা পুণ্যবান সেই কৃষ্ণ পরায়ণ। অবশ্য আনিবে কৃষ্ণ জানহ কারণ॥ শুনি কংস নরপতি অক্রুরে ডাকিল। ব্রজেতে যাইতে তারে আদেশ করিল ॥ বলে যাহ একবার নন্দের ভবন। রাম কৃষ্ণ দোঁহারে করিবে আনয়ন॥ এক পত্র দিবে নন্দ আদি গোপগণে। আর পত্র দিবে রাম কৃষ্ণ দুই জনে ॥ করিয়াছে ধনু যজ্ঞ কংস নর-পতি। তোমা সবাকারে এই পাঠায়েছে পাতি ॥ অবশ্য আনিবে রাম কৃষ্ণ দুই জন। বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ গমন ॥ বৃন্দাবনের নাম শুনি অক্রুর ভাবিল। বলে এত দিনে মোর আশা পূর্ণ হলো ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন দেখিব নয়নে। পবিত্র হইবে দেহ কৃষ্ণ দরশনে ॥ এত ভাবি পত্র লয়ে অক্রুর সুজন। অবিলম্বে কারাগারে করেন গমন ॥ অক্রুরে হেরিয়া বসুদেব কহে বাণী। কোথা যাহ অক্রুর হে বলহ আপনি ॥ অক্রুর বলেন আমি যাব বৃন্দাবন। নন্দ আদি সবারে করিতে নিমন্ত্রণ ॥ এতেক শুনিয়া তবে বসু-দেব কন। কৃষ্ণেরে বলিবে আমাদের বিবরণ ॥ তব পিতা

মাতাকে রেখেছে বন্দিশালে। সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে উতরোলে॥ তুমি গিয়া দুষ্ট কংসে করিয়া নিধন। উদ্ধার করিবে পিতা মাতা দুইজন॥ এতেক বলিয়া বসু অক্রুরে পাঠায়। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা মহেশচন্দ্র কয়॥

অক্রুরের মথুরা গমন।

কংসাজ্ঞা শিরোধার্য্যোঽসি অক্রুরঃ সমহামতি।
বৃন্দাবনে গমনস্য রথারোহণ পূর্ব্বকং॥
অংশেন লোকমায়াস্তঃ প্রসাদমুখঃ প্রভো।
ভারাবতারণার্থায় মযৈব ভগবানিমম॥
ত্বং কর্ত্তা ত্বং বিকর্ত্তা চ সংহর্ত্তা প্রভবোঽপাসঃ।
জগতাং ত্বং জগদ্রূপঃ স্তূয়তেঽচ্যুত কিং তব॥

রজনী বঞ্চিয়া ঘরে, অক্রুর প্রভাতে পরে, গোকুলে চলেন হরষিতে। রথে করি আরোহণ, কৃষ্ণ চিন্তে মনে মন, মম ভাগ্য হৈল আচম্বিতে॥ শুন শুন নরপতি, অক্রুর সে মহামতি, পথে যাইতে এই চিন্তে মনে। আজি কিবা তপ কৈনু, ব্রাহ্মণের দান দিনু, নয়নে হেরিব শ্যাম ধনে॥ হেন কি মোরে ঘটিবে, প্রভু দরশন হবে, আমিত অধম মন্দমতি। যেন বেদ অধিকার, শূদ্রে নাহি ব্যবহার, সেইরূপ আমি মূঢ়মতি॥ ক্ষণে ভাবিছে অক্রুর, অমঙ্গল হৈল দূর, আজি মম জীবনে সফল। যোগী ধ্যান করে যার, আমি হই কোন ছার, সে প্রভুর চরণ কমল॥ কংস অনুগ্রহ কৈল, গোকুলেতে পাঠাইল, পাদপদ্ম দেখিব

নয়নে। যার নখক্ষয় জ্যোতি, পায়ে তুষ্ট প্রজাপতি, হেন পদে লইব শরণে॥ ব্রহ্মা ভব সুরাসুরে, যার পদ ধ্যান করে, লক্ষ্মী দেবী করেন চিন্তন। এমন দুর্ল্লভ পায়, শরণ লইব কায়, আজি মম সফল জনম॥ লোলিত কপোল, বেশ, ফুটিল জলদ কেশ, নবগুঞ্জ বিলোল লোচন। নিশ্চয় দেখিব আজি, শ্রীমুখমণ্ডল রাজি, প্রদক্ষিণ করিব চরণ॥ ক্ষিতির হরিতে ভার, নররূপে অবতার, অশেষ লাবণ্য গুণধাম। মম ভাগ্য তাঁর সনে, হয় যদি দরশনে, তবে পূর্ণ হয় মনস্কাম॥ সবার হৃদয়ে বৈসে, সাক্ষীরূপে সর্ব্ব দেশে, অন্তর্যামী প্রভু নিরাকার। হেন প্রভু করে লীলা, গোপকূলে করে খেলা, পূর্ণ রূপে গোপ অবতার॥ কংসের আদেশ পায়ে, আমি নিতে আইনু ধেয়ে, এমন যদি প্রভুর জ্ঞান হয়। যদি থাকে নিজ পর, তাঁকে নাহি অগোচর, অবশ্য ডাকিয়া কথা কয়॥ নিজ পর নাহি তাঁর, শত্রু মিত্র ব্যবহার, তথাপি ভকত হিতকারি। যেন গিয়া কুতূহলে, দেখি কদম্বের তলে, এই সদা বাসনা আমারি॥ অক্রুর সে গুণনিধি, এই রূপ নিরবধি, পথে যেতে ভাবিছেন মনে। শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে, মহেশচন্দ্র দাসে বলে, স্থান যেন পাই শ্রীচরণে॥

শ্রীরাধার স্বপ্ন দর্শন।

শৃণুরাজন্! প্রবক্ষ্যামি বৃন্দাবনস্য বর্ণনম্।
শ্রীরাধাঃ রজনীসার্দ্ধে কৃষ্ণস্বপ্নোঽতি দর্শয়ঃ॥

মুনি বর কন, শুনহে রাজন, হেথা রাধা রাসেশ্বরী। সহিতে বিহার, করে অনিবার, রাসের ঈশ্বর হরি॥ করেন আলাপন, উভয়ে মিলন, রাধা কৃষ্ণ দুইজন। উভয়ে সংযোগে, আছেন নিদ্রাযোগে, শ্রীরাধা দেখে স্বপন॥ যেন কৃষ্ণ হারা, হযে কৃষ্ণ দ্বারা, ভ্রমিছেন বনে বন। স্বপন দেখিয়া, অধৈর্য্য হইয়া, শ্রীরাধার দুঃখ অন্তরে। সজল নয়নে, বিনয় বচনে, বলেন শ্রীকান্তেরে॥ আইস নিকটেতে, বলি বিনয়েতে, পাইয়াছি ভয় অন্তরে। কান্দে অবিশ্রাম, বলে ওহে শ্যাম, কপালে বিধি কি করে॥ এ বলি রাধিকা, দুঃখিনী অধিকা, ক্রোড়ে লয়ে নিজ কান্ত। হৃদয়ে বেদনা, চারু চন্দ্রাননা, কহেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত॥ রত্ন সিংহাসনে, আছি সুখাসনে, স্বর্ণছত্র শোভা করে। এক বিপ্রবর, সকোপ অন্তর, সেই ছত্র অপহরে॥ কজ্জল সাগরে, ঘোর অন্ধকারে, গভীরে ফেলে আমারে। দুর্ব্বল শরীরে, শ্রোতে ভাসি নীরে, ভ্রমণ করি সাঁতারে॥ আরও তরঙ্গ, দেখে কাঁপে অঙ্গ, সমূহ নক্রাদি তায়। হাহারব করি, পুনঃ পুনঃ হরি, বলি মোরে রক্ষ তায়॥ তোমা না হেরিয়া, মহাভীত হইযা, সদা ডাকি দেবতারে। এমন সময, রক্ষ দেবচয়, ভাসি অকুল পাথারে॥ তুমি সেই স্থলে, দেখি মগ্ন জলে, হয়েছে চন্দ্র মণ্ডল। আসিয়া সত্বরে, আমার গোচরে, আমারে ধরি তুলিল॥ শুনিয়া স্বপন,

শ্রীরাধামোহন, আশ্বাস দিলেন তাঁরে। করেন তখন, রাধায় শান্তন, আধ্যাত্মিক যোগ দ্বারে ॥

আধ্যাত্মিক যোগ কথন।

শৃণুঃ প্রিয়ে মমবাক্যং যে কথ্য তবসন্নিধৌঃ।
আধ্যাত্মিক যোগঃ শাস্ত্রং শৃণুস্য বরবর্ণিদী ॥

শুনিয়া কহে রাজন, মুনিবরে বিবরণ, ক্রীড়া স্থলে শ্রীরাধার স্থান। আধ্যাত্মিক নাম যোগ, করি অতি মনোযোগ, কহিলেন পুনঃ ভগবান ॥ অতি সকরূণ মনে, শ্রীরাধারে সম্বোধনে, বলিলেন মূরলী বয়ান। জাতিস্মরা ওহে প্রিয়ে, বিস্মরিলা কি লাগিযে, আপনাকে স্মরহো পবাণ ॥ গোলোক বৃত্তান্ত সব, বিস্মৃতি হৈয়াছে তব, শ্রীদাম দিয়াছে অভিশাপ। কিছু দিন তোমা আমা, বিচ্ছেদ হবে গো রামা, তাহাতে পাইবে মনস্তাপ। হইবে পরে মিলন, আমাদের দুইজন, গোলোকে আসিবে নিজ ধাম ॥ গোপ গোপাঙ্গনাগণ, সবার হবে মিলন. গোলক ভুবনেতে বিশ্রাম। সর্ব্ব যোগের অধিক, এবে যোগ আধ্যাত্মিক, বলি প্রিয়ে করহ শ্রবণ। করে মহাশোক নাশ, মনে হবে মহোল্লাস, সংসারেতে সুখের কারণ ॥ সর্ব্ব অন্ত আত্মা আমি, বট প্রিয়ে অন্তর্যামী, সর্ব্ব কর্ম্মে স্বভাবে নিপুণ। সকলেতে বিদ্যমান, ব্যপ্ত আছি সর্ব্ব স্থান, সকলের অদৃষ্ট নির্গুণ ॥ যে প্রকার সমীরণ, সর্ব্বত্র করে

ভ্রমণ, সেইমত মম আচরণ। কিছুতেই লিপ্ত নই, সর্ব্ব কর্ম্মে সাক্ষী হই, কহিলাম তোমার সদন॥ যত আছে জীবচয়, মম প্রতিবিম্ব হয়, শুভাশুভ ভুঞ্জে কর্ত্তা হৈয়া। যেন ঘটে ঘটে জল, চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল, দীপ্তমান হয় প্রাণ-প্রিয়া॥ সে ঘট ভগ্ন যখন, সব হয় সম্মিলন, সেইমত আমি প্রাণেশ্বরী। জীবের মিলন হয়, আমাতে প্রিয়ে নিশ্চয়, মৃত্যু হইলে কায়া পরিহরি॥ আধার আধেয় যত, বটী গো আমি তাবত, কার্য্য আর কার্য্যের কারণ। শ্রেষ্ঠ আমি সর্ব্বজন, যত আছে জীবগণ, রূপে দৃষ্ট নহে অদ-র্শন॥ আমি যথা তুমি তথা, এ কথা নহে অন্যথা, দুগ্ধে যেন ধবল বরণ। ইথে ভেদ নাহি হয়, স্বভাবেতে সুভ্রময়, তুমি আমি হইগো তেমন॥ অতি কৃপান্বিতা দৃষ্টি, করিয়া করেছি সৃষ্টি, মহাবিরাটের গো আকার। প্রতি লোম কূপ যার, বিশ্ব নিখিল সংসার, এমন প্রকাণ্ড দেহ তাঁর। তুমিও অংশ রূপিণী, বটগো তার কামিনী, মহাশক্তি প্রকৃতি ঈশ্বরী। ক্ষুদ্র বিরাট সৃজন, করিলাম বিচক্ষণ, বিশ্ব যাঁর নাভিপদ্মোপরি॥ অংশে তুমি তার যায়া, হওগো সুন্দরী কায়া, জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতির পরা। প্রত্যেক বিশ্ব উদয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়, হইয়াছে শুন মনোহরা॥ যত নারী আছে ভূমি, সকলি গো রাধে তুমি, আমি বটী পুরুষ সকল। বহ্নির যায়া রাধিকা, তুমি গো স্বাহা-দায়িকা, কলাংশেতে আমি গো অনল॥ তোমারে স্বহায়

করি, দাহ শক্তি আমি ধরি, তোমা বিনে দগ্ধ সাধ্য নাই। ওগো বল্লভে রাধিকে, তুমি হও প্রণাত্মিকে, আমি সূর্য্য দীপ্তি করি তাই। তুমি সংজ্ঞা থাক কাছে, তাহে সম দীপ্তি আছে, তোমা বিনে আমি অন্ধকার। কলারূপে আমি শশী, তুমি রোহিণী রূপসী, তাহে প্রিয়ে সুদীপ্তি আমার॥ আমি হই দেবরাজ, তোমার সঙ্গে বিরাজ, তুমি স্বর্গ লক্ষ্মী শচীপতি। হতশ্রী তোমা বিনে, দুঃখী হই দিনে দিনে, তোমা প্রাপ্তে অমরার পতি॥ এই রূপে নারাযণ, বুঝায়ে রাধার মন, তথা হৈতে হন অদর্শন। মহেশচন্দ্র দাসে কয়, স্থান দিও দয়াময়, চরমেতে আমারে তখন॥

শ্রীদামের প্রতি রাধার অভিশাপ।

শ্রীরাধা অতিদুঃখার্ত্তা শ্রীদামঃ বচনং শৃনুঃ।
শ্রীরাধ'ঃ ক্রোধসংযুক্তং অভিশাপ করন্তি চ॥

রাজা বলে কহ কহ শুনি তপোধন। শ্রীদামে দিলেন শাপ কিসের কারণ॥ মুনি বলে সেই কথা শুনহ নর-পতি। একদিন নারায়ণ আনন্দিত মতি॥ বিরজার সঙ্গে কেলী করেন আনন্দে। দেখি রাধা ক্রোধান্বিত হইলা গোবিন্দে॥ নানাবিধ কটূত্তর করেন শ্রীহরি। তাহা দেখি শ্রীদাম বলেন ত্বরাকরি॥ শ্রীদামের কোপ হয় শ্রীরাধার তরে। রক্তবর্ণ আঁখি করি কহে শ্রীরাধারে॥ শ্রীদাম বলেন মাতা কেন বারেবার। কটু বাক্য বল কেন ঈশ্বরে

আমার ॥ অবিচারে কেন তাঁরে করহ ভৎর্সন। ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর যিনি জগৎ তারণ ॥ বাণী পদ্মালয়া আর প্রকৃতির পর। দেবের ঈশ্বর যিনি প্রভু পরাৎপর ॥ যাঁর পদার্চ্চনে তুমি পরম ঈশ্বরী। তাঁর সহ দ্বন্দ্ব কর মিছে ছল করি ॥ দেবতা সকলে করে যাঁহার অর্চ্চন। পঞ্চ মুখে স্তব করে যারে পঞ্চানন ॥ তুমি কোনজন রাধে ঈশ্বরের প্রতি। দ্বন্দ্ব করিতেছ তুমি তাঁহার সংহতি ॥ শ্রীদামের মুখে শুনি এত কটূত্তর। কোপে কম্পবান হৈল রাধার অধর ॥ শ্রীদামেরে বলে দেবী নিষ্ঠুর বচন। ক্রোধে কম্পান্বিত হয় আরক্ত লোচন ॥ ওরে মূঢ়ামতি তুই লম্পট কিঙ্কর। তুমি নাহি জান আমি দেবের ঈশ্বর ॥ জনকেরে মান্য নিন্দে কর জননীরে। দেব নিন্দা করে যথা অসুর শরীরে ॥ যেন নিন্দা কৈলে মোবে কোপে এত দূর। তব জন্ম হবে দুষ্ট ভারতে অসুর ॥ অসুরি যোনিতে জন্ম হইবেক স্থির। আমার গোলোক হৈতে হওরে বাহির ॥ রক্ষা কে করিবে আমি দিলে অভিশাপ। তবে ভোগ কর গিয়া এ শাপ সন্তাপ ॥ শুনি এত বাণী তবে কম্পিত অধরে। শ্রীদাম দিলেন শাপ শ্রীরাধার তরে ॥ মনুষ্যের মত কোপ দেখি দুরাচার। হইবে মনুষ্য তনু ব্রজেতে তোমার ॥ ইথে কোন সন্দেহ না ভাব মনান্তিকে। কাননেতে কৃষ্ণ তুমি পাইবে রাধিকে ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে শতবর্ষ বিচ্ছেদ তোমার। হইবেক রাসেশ্বরী শাপেতে আমার ॥ পুনশ্চ পাইবে

তুমি কৃষ্ণ দরশন। আগমন করি এই গোলোক ভুবন॥ এতবলি প্রণমিয়া জননী চরণে। আপনার অভি-শাপ কহে কৃষ্ণধনে॥ শ্রীদাম কান্দিয়া বলে নয়নের জলে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাহ ধরণী মুণ্ডলে॥ অসুরের কুলে জন্ম সর্ব্বত্রেতে জয়। শঙ্করের শূলাঘাতে হইবে বিজয়॥ পঞ্চ শত যুগাতিতে মম সন্নিধান। অপরে গোলোকে তব হইবে পয়ান॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী বলেন শ্রীদাম। নয়নেতে জলধারা বহে অবিশ্রাম॥ তব ভক্তি হীন নাহি করে কদাচন। হৃদয়েতে থ.কে যেন কমল চরণ॥ হরিকে প্রণাম করি শ্রীদাম চলিল। পশ্চাৎ রোদন করি শ্রীরাধা আইল॥ কোথা যাহ ওরে বাঁছা তিষ্ঠ এই ধাম। নাহি যাহ আমা ত্যজি ভারতে শ্রীদাম॥ রাধার শাপেতে গেল ভারতে বসতি। সেই শঙ্খচুড় রাজা তুলসীর পতি॥ শ্রীদাম গমনে দেবি গেল কৃষ্ণ স্থান। কৃষ্ণে নিবেদিলা সব শ্রীদাম আখ্যান॥ শ্রীদামের শাপে রাধা আইলা ভুমণ্ডলে। বৃষ-ভানু গৃহে জন্ম লইলা গোকুলে॥

অক্রুরের বৃন্দাবনে প্রবেশ।

শুকদেব বচনং শ্রুত্বা পরীক্ষিভ মহামতিঃ।
শৃনুরাজান্! প্রবক্ষ্যামি বৃন্দাবনস্য কীর্ত্তনং॥
অক্রুর বৃন্দাবনং গত্বা হেরিঃ নন্দমহামতিঃ।
অগ্রসরঃ নন্দরাজং আহ্বানং করয়ঃ দ্বিজঃ॥

কংসরাজ ধনুর্যজ্ঞং হেতুসব নিমন্ত্রয়ঃ।
একত্রিত সমং ভূত্বা গমনং মথুরাং পুরী॥

শুকদেব বলেন শুনহ নরপতি। বৃন্দাবনে অক্রুর আইলা শীঘ্রগতি॥ বৃন্দাবন রাস হেরি যান কত দূর। নিকটেতে দেখিল নন্দের নিজ পুর॥ বৈকুণ্ঠ জিনিয়া পুরী অতি সুশোভিত। সোপান দেখিলা মণি মাণিক্যে নির্ম্মিত॥ দ্বারি দেখাইলা পথ গেল সিংহদ্বারে। পতাকা বেষ্টিত যথা মণিমুক্তাহারে॥ অক্রুরের অনুব্রজ আনিতে তখন। নন্দ মহারাজ যান আনন্দিত মন॥ ব্রজরাজ আগুসারি গিয়া ততক্ষণ। অক্রুরেরে নিরখিয়া করে আলিঙ্গন॥ সকলে প্রণাম করে হইয়া আহ্লাদ। গোপ-গণে করেন অক্রুরে আশীর্ব্বাদ॥ পরস্পরে সংযোগ হইল গুণগানে। অক্রুরেরে ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজনে॥ অক্রুর কোলেতে রাম কৃষ্ণ দুইজন। ক্রমে ক্রমে নিলেন আনন্দ যুক্ত মন॥ পীতবাস মালতীর মালা বিভূষিত। বংশীধর শ্রীঅঙ্গেতে চন্দনে চর্চ্চিত॥ ক্ষণে করে শ্রীহরিরে আশ্চর্য্য দর্শন। জ্যোতিষ্ময় চতুর্ভুজ রাজীব লোচন॥ তদন্তর কৃষ্ণেরে রাখিলা বক্ষঃস্থলে। ভাসিল অক্রুর তবে নয়নের জলে॥ তদন্তর অক্রুরেরে জিজ্ঞাসে বচন। কি লাগিয়া আইলা ভাই কহ বিবরণ॥ অক্রুর বলেন তবে শুন ব্রজ-পতি। কংস পাঠাইল মোরে তোমার বসতি॥ নিমন্ত্রণ করিবারে পাঠাইল মোরে। ধনুযজ্ঞ করিবেন বাসনা

অন্তরে॥ কৃষ্ণ বলরামের যে লিপি একখানি। পাঠাইয়া দিয়াছেন কংস নৃপমণি॥ আর লিপি দিয়াছেন তোমা সবাকারে। চল মহারাজ শীঘ্র মথুরানগরে॥ শুনি আনন্দিত হইলেন গোপপতি। হাসিয়া অক্রুর প্রতি কহেন ভারতী॥ কংস রাজা জানিয়াছে গোপালে আমার। ইহা হইতে কিবা সুখ এ ব্রজ মাঝার॥ কিন্তু এ গোপাল মোর যশোদার ধন। এক দণ্ড না হেরিলে না বাঁচে জীবন॥ তাহারে জিজ্ঞাসি আগে শুন সমাচার। তবে সে লইয়া যাব গোপালে আমার॥ এতবলি অক্রুরেরে লইয়া তখন। অন্তঃপুরের মধ্যে করেন গমন॥ যশোদার আনন্দ অক্রুর আগমনে। সবার কুশল কথা জিজ্ঞাসে যতনে॥ বসুদেব দৈবকী যে আছেন কেমন। কহ কহ সবিশেষ শুনি বিবরণ॥ অক্রুর বলেন আর তাহাদের কুশল। কারাগারে থাকি চক্ষে বহিতেছে জল॥ হাহাকার রব করি করেন রোদন। দিবা নিশি ডাকিতেছে কোথা নারায়ণ॥ শুনি নন্দ যশোদার খেদ উপজিল। হাহাকার করি দোঁহে কান্দিতে লাগিল॥ অক্রুর বলেন আর কান্দিলে কি হবে। বিধিকৃত কর্ম্ম ইহা বল কে খণ্ডাবে॥ এত বলি প্রবোধ করয়ে দুইজনে। নন্দ যশোদার প্রতি কহে কতক্ষণে॥ করেছেন ধনুযজ্ঞ কংস নরপতি। এসেছেন আমাদের লইতে সংপ্রতি॥ দুইখানি পত্র পাঠায়েছে কংস রায়। একখানি রাম কৃষ্ণের জন্যেতে পাঠায়॥ আর একখানি

পত্র আমা সর্ব্বজনে। পাঠায়ে দিয়াছে কংস আনন্দিত মনে॥ যদ্যপি তোমার ইথে হয় অনুমতি। তবে মধুপুরেতে যাইবে যদুপতি॥ কৃষ্ণের গমন শুনি মথুরানগরে। যশোমতী অচেতন হইল তৎপরে॥ চেতন পাইয়া পুনঃ করেন রোদন। বলে গোপালেরে দিতে না পারি কখন॥ অন্ধের নয়ন মোর জীবনের তারা। তিলে তিলে গোপালের হই আমি হারা॥ হেন ধন ত্যাগ করি মথুরা ভবনে। কেমনে থাকিব আমি নিরানন্দ মনে॥ নন্দ বলে ক্ষতি কিবা তোমার ইহাতে। যাইবে আমার সহ আসিবে সঙ্গেতে॥ দুই দিন মথুরাতে করিয়া যাপন। আমি এনে দিব তোমার অঞ্চলের ধন॥ নিজে পাঠাইল পত্র কংস নরপতি। কেমনে লঙ্ঘন বল করিব সংপ্রতি॥ দিবা অবসান হয় কথোপকথনে। ধেনু লয়ে আইল রামকৃষ্ণ দুইজনে॥ দেখিলেন যশোমতী করিছে রোদন। নিকটেতে আসিয়া জিজ্ঞাসে নারায়ণ॥ ক্রন্দন করিছ মাতা কিসের জন্যেতে। যশোমতী বলে বাপু না পারি বলিতে॥ প্রভাতেতে যাবে তুমি মথুরা ভবন। অক্রুর এসেছে তোরে লইতে এখন॥ বিদায় করিতে না পারিব বাপধন। আমার এদেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ॥ শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছেন হরি। মথুরা হইতে মা আসিব ত্বরা করি॥ পিতা নন্দ যাবে আর যত গোপগণ। দাদা বলরাম যাবে আমার সদন॥ কিসের ভাবনা মাতা তুমি কর আর। দুই চারি দিবা মধ্যে আসিব

আবার ॥ এত বলি অক্রুরের নিকটেতে যান ॥ গোপনেতে পিতা মাতার বারতা সুধান ॥ অক্রুর বলেন কৃষ্ণ কি কব তোমায়। সে কথা বলিতে বাপু বিদরে হৃদয় ॥ কংস কারাগারে থাকি করেন রোদন। দিবা নিশি তব নাম করিয়া স্মরণ ॥ চলহ ত্বরায় বাপু বিলম্ব করনা। মথুরাতে গিয়া দোঁহার ঘুচাহ যন্ত্রণা ॥ শুনিয়া আক্ষেপ কৃষ্ণ করেন তখন। বলে দুষ্ট কংসাসুরে করিব নিধন ॥ এত বলি থাকি নিজে কমলার পতি। অক্রুরেরে ভোজন করান হৃষ্টমতি ॥ শয়ন করিতে দেন পালঙ্ক পরেতে। আপনি গেলেন ভবে ভোজন করাতে ॥ কৃষ্ণ বিনে যশোদার ব্যাকুল জীবন। কৃষ্ণ লাগি রোদন করেন দুঃখ মন ॥ নানামতে প্রবোধ করেন জননীরে। বলে মা ভেবনা আমি আসিব সত্বরে ॥ যশোদা বলেন বাপু কেমনে থাকিব। তোমা বিনে আমি সব অন্ধকার দেখিব ॥ কে আর খাইবে ননী অঞ্চল হইতে। কে আর যাইবে বল প্রভাতে গোষ্ঠেতে ॥ কে আর করিবে মোর অঞ্চল ধারণ। ক্ষুধা পাইলে অন্ন আসি খাবে কোন জন ॥ শুনিয়া ঈষদ হাসি কন জননীরে। যখন হইবে ইচ্ছা দেখিতে আমারে ॥ চক্ষু মুদিত তুমি করিবে যখন। অনায়াসে পাবে তুমি মম দরশন ॥ শুনি যশোমতী বলে দেখিব কেমনে। চক্ষু মুদিলে যদি পাই দরশন ॥ তবেত এ কথা তব প্রত্যয় করিব। নতুবা তোমার কথা প্রত্যয় না যাব ॥ এত বলি যশোমতী নয়ন মুদিল। দ্বিভুজ মুরলী

ধর নয়নে দেখিল ॥ যশোদার হৃদপদ্মে কমল নয়ন। দরশন দেন তাঁরে প্রবোধ কারণ ॥ মনোহর রূপ হৃদে দেখেছেন রাণী। চন্দ্র ভণে তদন্তরে শুনহ কাহিনী ॥

মথুরা খণ্ড সমাপ্ত।
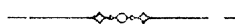
বৃন্দাবন খণ্ডারম্ভ

রামকৃষ্ণের মথুরা গমন।

ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সোহক্রুরো মথুরাং পুরীম।
প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ চ রাজমার্গেমুপাগতৌ ॥
স্ত্রীভির্নরৈশ্চসানন্দং লোচনৈরভিবীক্ষিতৌ।
জগ্মতুর্লীলয়া বীরৌ দৃপ্তৌ বালগজাবিব ॥

মুনি বলে অপরেতে শুনহে রাজন। শ্রীরাধা শয়নে আর যত গোপীগণ ॥ এখানেতে নন্দরাজ উঠিয়া প্রভাতে। দিলেন ভেরি ঘোষণা আনন্দিত চিতে ॥ করিয়াছে কংস নরপতি নিমন্ত্রণ। কর লয়ে যেতে হবে মথুরা ভবন ॥ যে যে যাবে সকলেতে সজ্জা করি ত্বরা। আমার সহিত আইস নগর মথুরা ॥ রামকৃষ্ণ যাবে সঙ্গে ভেটিতে কংসেরে। এত বলি ভেরি রব করেন নগরে ॥ প্রভাতে উঠিয়া রাই রাজার নন্দিনী। গাঁথিতে ছিলেন মালা যতনে আপনি ॥ ভেরির শুনিয়া রব ব্যাকুল অন্তর। রোদন করেন আসি কৃষ্ণের গোচর ॥ নানামতে প্রবোধ করেন বংশীধারী। বলে ভয় না করিহ শুন ওহে প্যারী ॥ নির্জ্জনে ডাকিয়া কন

রাধায় তখন। কি কারণে রাধা তুমি করহ রোদন ॥ শ্রীদামের শাপ আছে তোমার উপরে। তব সনে মিলন হবে কিছুদিন পরে ॥ প্রভাসে করিব যজ্ঞ আমি হে যখন ! মা যশোদা সহ তুমি যাইবে তখন ॥ সে সময় তব সহ মিলন হইবে। এখন আমারে আর কিছু না বলিবে ॥ এত বলি অক্রুরের রথে আরোহিল। হাহারবে গোপীগণ কান্দিতে লাগিল ॥ কেহ বলে অক্রুর যে ক্রুর মহামতি। আমাদের প্রাণ নিয়া চলিল সংপ্রতি ॥ এইরূপে গোপীগণ করেন রোদন। দেখিতে দেখিতে রথ হয় অদর্শন ॥ যমুনার তীরে রথ উপনীত হয়। দেখিয়াত নন্দ প্রতি অক্রুর যে কয় ॥ এইখানে বিশ্রাম করহ সকলেতে। স্নান দান করি আমি আসিব ত্বরিতে ॥ এত বলি সরযুতে নামিয়া তখন। স্নান করি পূজা করে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ভক্ত জানি অক্রুরের প্রভু চক্রপাণি। সরযূ জলের মধ্যে মগন আপনি ॥ শ্যামল জলদ রূপ রাজীবলোচন। বনমালা গলে দোলে বঙ্কিম নয়ন ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শ্রীচরণ পরে। ভৃগুপদ চিহ্ন রেখা বক্ষের উপরে ॥ জল পরে এইরূপ অপরূপ দেখি। সানন্দেতে অক্রুরের ঝরে দুই আঁখি ॥ নানারূপে কৃষ্ণ পূজা করিয়া তখন। উঠিলেন রথোপরে আনন্দিত মন ॥ ক্রমে রথ মথুরায় প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মহেশচন্দ্র বিরচিল ॥

রজক বধ ও তন্ত্রবায় কর্ত্তৃক বস্ত্র পরিধান।

ভ্রমমাণৌতু তৌ দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গকারকম্।
অজাচেতাং স্বরূপাণি বাসাংসি রুচিরাননৌ॥
কংসস্য রজকঃ সোঽথ প্রাসাদারূঢ়বিস্ময়ঃ।
বহুনাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈরামকেশবৌ॥
ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ।
পাতয়ামাসকোপেন রজকস্য শিরোভূবি॥

মথুরা নগরে, প্রবেশিয়া পরে, দেখে অট্টালিকা সব। চন্দ্রকান্ত মণি, স্বর্ণে গাঁথনি, দেখিছেন শ্রীমাধব॥ কোন খানে তার, পদ্মরাগ সার, স্বর্ণ কপাট তার। লক্ষ লক্ষ ঘর, দেখিতে সুন্দর, রাজপুরী চমৎকার॥ যত প্রজাগণ, আছে অগণন, ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ। কামার কুমার, কে করে সুমার, তেলি ধোবা অগণন॥ বলরামে কন, কমললোচন, শুন ভাই বলি তোমারে। এ বস্ত্র পরিয়া, কেমন করিয়া, যাব সভার ভিতরে॥ হেনকালে শুন, দৈবের ঘটন, কংস রজক একজন। তাহারে শ্রীপতি, কহিছে ভারতী, শুন আমার বচন॥ ব্রজমধ্যে ধাম, রামকৃষ্ণ নাম, যাব কংসের সভাতে। রাখহে বচন, দুখানি বসন, দেহ পরিব দোঁহাতে॥ এতেক বচন, শ্রবণে তখন, রজক ক্রোধেতে কয়। আরে দুষ্টমতী, কহ এ ভারতী, বস্ত্র দিব রে তোমায়॥ ওরে দুষ্টগণ, রাজার বসন, পরিবার ইচ্ছা কর। শুনিলে এখনি, কংস নৃপমণি, এখনি হবে সংহার॥ শুনি যদুরায়, কুপিয়া

ত্বরায়, করে কাটিলেন শির। রজক মরিল, দেখিয়া সকল, ভয়ে হইল অস্থির॥ লইয়া বসন, ভাই দুইজন, ভাবে বসিয়া তথায়। হেনকালে শুন, দৈবের ঘটন যায় তথা তন্ত্রবায়॥ কহেন শ্রীপতি, তন্ত্রবায় প্রতি, শুন ওহে তন্ত্রবায়। রাখহে বচন, পরারে বসন, দেহ আগা দোঁহাকায়॥ দুঃখ না পাইবে, স্বর্গেতে যাইবে, যদিহে পরশ মোরে। তন্ত্রবায় শুনি, আনন্দে তখনি, বস্ত্র পরায় তদান্তরে॥ কৃষ্ণ পরশনে, পাপ ততক্ষণে, তাহার হইল ক্ষয়। দেখিতে দেখিতে, বৈকুণ্ঠে হইতে, রথ আইল ত্বরায়॥ তন্ত্রবায় তায়, আরোহী ত্বরায়, গেল বৈকুণ্ঠ নগরে। মহেশচন্দ্র কয়, শুন নৃপরায়, যাহা হইল তৎপরে॥

কুব্জা সহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্।
দদর্শ কুব্জামায়াতীং নবযৌবন গোচরাম্॥
সুগন্ধমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্॥
শ্রুত্বৈতদাহসা কুব্জা গৃহ্যতামিতি সাদরম্।
অনুলেপনঞ্চ প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমথোভয়োঃ॥

বস্ত্র করি পরিধান ভাই দুই জন। ধীরে ধীরে রাজ পথে করেন গমন॥ কংসের কারণে যায় লইয়া চন্দন। পথেতে কুব্জার সহ হয় দরশন॥ যষ্টিভর করি বৃদ্ধা নম্র ভাবে গতি। কুরূপ কুচ্ছিত বর্ণ দেখে রমাপতি॥ বলরাম

বলে ভাই দেখহ নয়নে। এক বৃদ্ধ চন্দন লয়ে করিছে গমনে ॥ দেখে কুব্জা শ্রীকান্তেরে স্বকান্ত ঈশ্বর। শ্রীনিবাসি পরাৎপর প্রভু দামোদর ॥ ভক্তিতে প্রণাম তবে করি গদাধরে। চন্দন অর্পণ করে প্রভু কলেবরে ॥ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমাত্র সুন্দর হইল। ভুবন জিনিয়া রূপ সে কুব্জা ধরিল ॥ বিচিত্র বসন নানা রতনে রচিত। দেখিলে মণির মন হয় সে মোহিত॥ দেখিয়া কুব্জা তবে আপনা পাসরে। শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন দ্রুতগতি ধরে ॥ বলে মোরে সুন্দরী করিলে যদি নারী। এরূপ অর্পিব কারে বলহে মুরারী ॥ এতেক বলিল যদি কুব্জা রমণী। তাহারে আশ্বাস দেন প্রভু চক্রপাণি ॥ কংস ধ্বংস করি যাব তোমার মন্দিরে। শুন ওগো মনোরমা কহিনু তোমারে ॥ এতবলি বলরাম সহিত তখন। রাজপথ মধ্যে দিয়া করেন গমন ॥ তখন দেখেন কৃষ্ণ এক মালাকার। বহুমাল্য লয়ে যায় মন্দিরে রাজার ॥ কৃষ্ণ হেরি মালাকার প্রণাম করিল। রাম কৃষ্ণে বহুমাল্য পরাইয়া দিল॥ স্বভক্তি ভাবেতে মাল্য পরায় তখন। মাল্যকারের পাপ সব হইল মোচন ॥ ইন্দ্র দেব বিমানেতে পাঠাইয়া তায়। রথে চাপি মাল্যকর বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥ কংসের পুরিতে যান কৃষ্ণ বলরাম। বৃক্ষতলে আসি দোঁহে করেন বিশ্রাম ॥ হেনকালে মথুরার যতেক নাগরী। জল লইবারে আইসে কক্ষে কুম্ভ করি ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের রূপ মোহিত সকলে। সুখ্যাতি করিয়া কৃষ্ণে পরস্পর বলে ॥

কেহ বলে কিবা রূপ দেখ দেখি ভাই। কেহ বলে হেন রূপ কভু দেখি নাই॥ বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ এঁরা দুইজন। রূপ হেরি মোহিয়াছিলেন গোপীগণ॥ হেরিয়া উহার রূপ হইনু উদাসী। ইচ্ছা করে দোঁহাকার হই গিয়া দাসী॥ এইরূপ বলাবলি করে জনে জন। কবি ভণে অপরেতে করহ শ্রবণ॥

কুব্জার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

শৃণু পরীক্ষিত রাজন্! কুব্জা পূর্ব্ববিবরণং।
লঙ্কাধিপতি দশাননং সূর্পনখ্যঃ তস্যাভগ্নিঞ্চ॥

পরীক্ষিত রাজা কয়, কহ শুনি মহাশয়, কুব্জার জন্মের বৃত্তান্ত। কৃষ্ণ সহ করে লীলা, আগে কোনজন ছিলা, কহ মুনি ইহা আদি অন্ত॥ মুনি বলে নৃপমণি, শুনহ ইহার বাণী, ত্রেতাযুগে আছিল রাবণ। তাহার ভগিনী যেই, সূর্পণখা নামে এই, এসেছিল গহন কাননে॥ পূর্ণব্রহ্ম রঘুপতি, কাননে করেন গতি, পিতৃ সত্য পালিবার তরে॥ সংহতী জানকীসতী, আর লক্ষ্মণ মহামতি, পঞ্চবটী দোঁহে বাস করে॥ এ সন্ধান পায়ে পরে, আসি মানব আকারে, হইয়া পরম রূপবান। কামরূপা নিশাচরী, বিদ্যঙ্গনা রূপ ধরি, আইলেন রাম বিদ্যমান॥ সীতা আছেন সমিভারে, কেমনে বরিবে তারে, রাম কন সূর্পণখার স্থান। না পারিব বরিবারে, আছে নারী সমির্ভারে, যাহগো লক্ষ্মণ বিদ্যমান॥

শুনি হর্ষ নিশাচরী, গেল তবে ত্বরা করি, লক্ষ্মণেরে কহিল বারতা। শ্রবণে এতেক বাণী, কহে লক্ষ্মণ গুণমণি, শুন লো রূপসী মম কথা॥ আমি রামের নফর, আছি তাঁহার কিঙ্কর, সদা আছি তাঁর আজ্ঞাকারী। তোমারে যদ্যপি বরী, হবে তাঁহার কিঙ্করী, এত বলি প্রবোধিলা নারী॥ সূর্পণখা যায় পুনঃ, যথা আছেন নারায়ণ, গিয়া কহে রামের সদন। আমায় বরহ তুমি, শুন রাম গুণমণি, ত্যাগ কর ও নারী এখন॥ ত্রিলোকে করি বিজয়ী, রাবণের ভগ্না হই, সবে করে মম মান্যমান। ইন্দ্রচন্দ্র আজ্ঞাকারি, ভাস্কর দ্বারের দ্বারী, ব্রহ্মা রক্ষা করে পুরীখান॥ বিশ্ব-শ্রবার নন্দিনী, রূপে আমি সৌদামিনী, কত লোক ইচ্ছা করে মোরে। নাহি তাদের গ্রাহ্য করি, শুনহে বাকল ধারি, আইলাম বরিতে তোমারে। বরিলে আমারে তবে, রাজ ভগ্নীপতি হবে, সুখে রাম রবে চিরকাল॥ শুন রাম ধনুধারি, সবে হবে আজ্ঞাকারী, ইন্দ্র চন্দ্র আদি দিক্‌পাল॥ তুমি হে বড় নির্ব্বোধ, কিছু নাহি তব বোধ, আমারে বরিতে নাহি চাহ। যদি দেহ অনুমতি, ধরে খাই এযুবতী, উদরের করিহে নির্ব্বাহ॥ সূর্পণখার শুনি বাণী, তবে সীতা চন্দ্রাননী, রামের পশ্চাতে গে দাণ্ডায়। হাসি রাম রাক্ষসীরে, কন বাক্য ধীরে ধীরে, শুন ওগো বলি যে তোমায়॥ পরজন্মে মম নারী, হইবে তুমি সুন্দরী, কুব্জা নাম তোমার হইবে। মথুরা নগরে যাব, তোমার সহ মিলিব, মম অঙ্গে

চন্দন পরাবে॥ সেই ছলে দরশন, হইবে মম মিলন, এক্ষণেতে যাহ রসবতী। লক্ষ্মণ নিকটে যাহ, মন আশা গো পূরাহ, রাখ এই আমার ভারতী॥ শুনিয়া রাক্ষসী চলে, লক্ষ্মণেরে গিয়া বলে, দেখি কোপে লক্ষ্মণ তখন। ধরি পরে ধনুর্ব্বাণ, কাটিলেন নাক কাণ, রাক্ষসী হইল জ্বালাতন॥ দ্রুতগতি নিশাচরী, কহে গিয়া ত্বরা করি, রাবণের নিকটেতে কয়। শুনি রাবণ ক্রোধভরে, রামের সীতা আনে হরে, দুই জনে মহাযুদ্ধ হয়॥ রাবণ হয় বিনাশ, সমূলেতে হৈল নাশ, সীতা উদ্ধারিয়া রঘুপতি। অযোধ্যা করে গমন, হয়ে আনন্দিত মন, তথা গিয়া হইল নরপতি॥ সূর্পণখা এখানেতে, তেজি দেহ বৈরাগেতে, হইলেন সে কুব্জা সুন্দরী। তেকারণে চক্রপাণি, গ্রহণ করে আপনি, শুন শুন ওহে দণ্ডধারি॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে, মহেশচন্দ্র দাসে বলে, স্থান যেন পাই শ্রীচরণে। করনা হে প্রবঞ্চনা, শুন ওহে কেলেশোনা, এই হে বাসনা মম মনে॥

চানুর ও মুষ্টিক বধ।

চানূরেণ তদা কৃষ্ণো যুযুধেঽমিতবিক্রমঃ।
নিযুদ্ধকুশলো দৈত্যো বলভদ্রেণ মুষ্টিকঃ॥
সন্নিপাতাবধূতৈস্তু চানূরেণ সমং হরিঃ।
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব কীলবজ্রনিপাতনৈঃ॥
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘাতৈস্তথা বাহুবিঘট্টিতৈঃ।
পাদোদ্ধূতৈঃ প্রসৃষ্টৈশ্চ তয়োর্যুদ্ধমভূন্মহৎ॥

রামকৃষ্ণ চাহিয়া বেড়ান স্থানে স্থানে। কহ ভাই ধনু যজ্ঞে যাব কোনখানে॥ সকলেতে দেখাইয়া দিলা যজ্ঞ স্থান। রামকৃষ্ণ দুই ভাই করিলা পয়ান॥ কৃষ্ণ আগমনে কংস পাইল ত্ববাস। যতেক রক্ষকগণ বেড়ে চারিপাশ॥ অস্ত্রধারিগণ অস্ত্র কোপে প্রজ্জ্বলিত। কাট কাট বলিয়া বেড়িল চারিভিত॥ ভগ্ন দুই ধনুক ধরিয়া দুই ভাই। সকল রক্ষকগণ মারিল তথাই॥ আর যত সেনা পাঠাইল কংস-স্থর। ধনুক প্রহারে সব হয়ে গেল চুর॥ বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ান নগরে। মথুরা পুরের শোভা দেখে অতঃপরে॥ হেরিয়া কৃষ্ণের তেজ বলবীর্য্য রূপ। লীলাতে ধনুক ভাঙ্গে একি অপরূপ॥ দেবের উত্তম রাম কৃষ্ণ দুই ভাই। পুর-জনে এই কথা কহে ঠাঁই ঠাঁই॥ এইরূপ বিহার করেন হৃষিকেশ। দিনমণি অস্ত গেল রজনী প্রবেশ॥ তথায় আছিল এক নন্দের আওয়াশ। তথা গিয়া গোপগণ করি-য়াছে বাস॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে। দুই ভাই তথা আসি উত্তরিলা রঙ্গে॥ পদযুগ পাখালিয়া অঙ্গের মার্জ্জন। অমৃত ভোজন করি করেন শয়ন॥ মহাসুখে নিদ্রা যায় যত গোপগণে। ধনু ভঙ্গ হৈল কংস শুনিল শ্রবণে॥ সৈন্যগণে রামকৃষ্ণ করে নিপাতন। কংস রাজা সব কথা করিল শ্রবণ॥ প্রমাদ গণিয়া রামকৃষ্ণ ব্যবহার। কংসের মনেতে ভবে লাগে চমৎকার॥ শুয়ে নিদ্রা নাহি যায আকুল অন্তর। মৃত্যুর লক্ষণ মনে জানিলা সত্বর॥

রাত্রি শেষে কংস রাজা উঠে ততক্ষণে। চারিদিগে কৃষ্ণ রূপ হেরিল নয়নে॥ রজনীতে কংস রাজা কল্লেন শয়ন। অকস্মাৎ কুলক্ষণ দেখয়ে স্বপন॥ রাত্রি শেষে নরপতি উঠিয়া আপনি। চারিদিগে করি রাখে সৈন্যের সাজনি॥ মহামঞ্চে আপনি বসিলা কংসরায়। পাত্রমিত্র মন্ত্রিগণ চৌদিকে দাণ্ডায়॥ বসিলেন মহারাজ ব্যাকুল অন্তরে। শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গ বাজয়ে থরে থরে॥ ছোট বড় যে যে মল্ল আছে অগণন। দাণ্ডাইলা মল্লবেশ করিয়া ধারণ॥ প্রবেশ করিল তারা দিয়া হুহুঙ্কার। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥ হরিষে নাচয়ে তারা রঙ্গ ভূমি মাঝে। কোলা-হল করে সৈন্য রণবাদ্য বাজে॥ নন্দ আদি গোপগণ আনিল ডাকিয়া। নৃপতিরে ভেট দিল নানা দ্রব্য দিয়া॥ একদিকে বৈসে তারা যত গোপগণে। রামকৃষ্ণ উঠিলেন রাত্র অবসনে॥ নিত্যকর্ম্ম সমর্পিয়া ভাই দুই জন। রাজ দুয়ারেতে করে কৌতুক দর্শন॥ মহাগজ দেখে তথা পর্ব্বত আকার। দাসে ভণে গজ ধরিবারে আগুসার॥

চনুর বধ।

চানূরেণ চিরংকালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ।
উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বধায় কৃতোদ্যম॥
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ।
ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্॥

ভূমাবাস্ফোটিত স্তেন চানুবঃ শতধাব্রজৎ।
রক্তস্রাব মহাপঙ্কাং চকার স তদা ভুযম্॥
চানুরে নিহতেমল্লে মুষ্টিকে বিনিপাতিতে।
বামমুষ্টি প্রহাবেণ পাতযামাস ভূতলে॥

দুয়ারেতে করীবর, দেখি তবে দামোদব, কোটি বান্ধিলেন দৃঢ় করে। কুটীল কুন্তল বব,বান্ধি কৃষ্ণ মনোহর, চলিলেন ধরিতে করীরে॥ মেঘ জিনি রব করি, ডাকিয়া বলেন হরি, পলাইয়া যাহ মাহুত ঝাট। যাবৎ রে যমঘরে, পাঠাই আমি নাহি তারে, তাবৎ ছাড়িযা দেহ বাট॥ শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনি, মাহুত কোপে তখনি, কোপেতে চলিল দুবাচার। বেড়িলেক চারি ধাবে, রামকৃষ্ণ যাইতে নারে, ক্ষেরে দোঁহে স্তার সঞ্চাব॥ অঙ্কুশে আঘাত করি, গজেরে মারেন হরি, মহাশব্দে হস্তী যে পলায়। থমাইযা পরি বন্ধ, মুটকী হানে প্রচণ্ড, মারি হরি দূরেতে পলায॥ ক্রোধ করি করীরাজ, ফিরিতেছে সভামাঝ, দেখি হরি আইসে ত্বরায়। লাঙ্গুলেতে ধরি তাকে, ফিরাইছে ঘন-পাকে, হস্তী ভয়ে পলাইয়া যায॥ কতক্ষণ পরে করী, আসি তবে ত্বরা কবি, দামোদর বেড়িল আসিযা। দেখি ক্রোধে হলধর, মারে কোষে এক চড়, ফিরে করী ব্যাকুল হইয়া॥ পুন আইল ক্রোধভরে, দেখি কোপে দামোদরে, শুণ্ড ধরিলেন নিজ হাতে। ধরণীর তলে ফেলি, দশন নিল উপাবি, মাড়ি তারে এক বাড়ি মাথে॥ স্বগণেতে যদুরাজ,

সংহারিল গজরাজ, দন্ত যে লইল নিজভুজে। রুধির করে বমন, শ্যাম অঙ্গে ঘন ঘন, দেখি ধৌত করেন বিরাজ॥ বদনেতে ঘর্ম্ম ঝরে, রুধিরেতে কলেবরে, গোপ বালকগণ সব সঙ্গে। আইসে রাম দামোদর,দন্ত লয়ে স্কন্ধপর,প্রবেশ করিল মল্লরঙ্গে॥ হেনকালেতে চানুর, আইলেন মহাশূর, মুষ্টিক আইল ক্রোধভরে॥ রামকৃষ্ণ সহরণ, করিতেছে দুই জন, দুই বীরে দোঁহে যুদ্ধ করে। চানুরে বধেন হরি, মহা-বীর দর্প করি, মুষ্টিকে মারেন বলরাম॥ চারিজনে মহারণ, উনু নহে কোনজন, তিলেকেতে নাহিক বিশ্রাম॥ কতক্ষণ পরে হরি, চানুরের প্রাণ হরি, সেনাগণের বধেন জীবন। পলায় সৈন্য প্রাণ লয়ে, কংসেরে কহিল গিয়ে, শুনি রাজা আকুল তখন॥ রামকৃষ্ণ দুইজন, দোঁহারে করে নিধন, শ্রীঅঙ্গেতে রক্তধারা বয়। ক্রোধে যেন হুতাশন, সেইরূপ দুই জন, আইলেন কংসের সভায়॥ আর যত মল্ল ছিল, শ্রীরাম কৃষ্ণ বেড়িল, কুট তোষল আদি যত বীর। হেরি রাম ক্রোধান্বিত, মারে সৈন্য অগণিত, দাসে ভণে নৃপতি অস্থির॥

কংস বধ।

কংসোঽপি কোপরক্তাক্ষঃ প্রাহোচ্চৈর্ব্যাপৃতান্ নরান।
গোপবেতৌ সমাজৌঘান্নিঃ কাশ্যেতাং বলাদিতঃ॥
এবমাজ্ঞা পয়ানাঞ্চ প্রহস্য মধুসূদনঃ।
উৎপাত্যারুহ্য তং মঞ্চং কংসং জগ্রাহ বেগতঃ॥

কেশেষ্বাকৃষ্য বিগলৎ কিরীটি মবনীতলে।
কংসং সপাতয়ামাস তস্যোপরি পপাত চ ॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বমাসীৎ তদ্রঙ্গমণ্ডলম্।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥
জরাসন্ধস্থতে কংস উপযেমে মহাবলঃ।
অস্তিং প্রাপ্তিঞ্চ মৈত্রেয় ! তয়োর্ভর্তৃহণং হরিম্ ॥
উপেত্য মথুরাং সোঽথ করোধ মগধেশ্বর।
অক্ষৌহিণীভিঃ সৈন্যস্য ত্রয়োবিংশতিভির্বৃতঃ ॥

চানুর মুষ্টিক কুট তোবল মায়ায়। এ সবে বধিয়া রাম কৃষ্ণ মহাবল ॥ যতেক আছিল বীর মল্লের প্রধান ! রামকৃষ্ণ সবাকার বধিলেন প্রাণ ॥ তবে কৃষ্ণ ডাকিয়া আনিল শিশু-গণে। রঙ্গভূমি মধ্যখানে নন্দেরনন্দনে ॥ রামকৃষ্ণ দুইভাই বিহারেন রঙ্গে। চরণে নূপুর বাজে শিশু সব সঙ্গে॥ সাক্ষাৎ বিরাট রূপে দেবনারায়ণ। যেই যাহার ইচ্ছা মত দেখে সর্ব্বজন ॥ ভক্তগণ দেখে কৃষ্ণ দুঃখির কাঙ্গাল। কংস রাজা দেখে মম আসিয়াছে কাল ॥ নন্দ দেখিছেন কৃষ্ণ আমার নন্দন। বিপ্রগণে দেখিছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ আনন্দিত ভক্তগণ করে জয় জয়। আশীর্ব্বাদ করে বিপ্র প্রসন্ন হৃদয় ॥ সাধু সাধু বলিয়া বাখানে দেবগণ। কংস রাজা সচিন্তিত হইলেন মন ॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলে কংস রাজ। ঝাট কৃষ্ণে মারহ বিলম্বে নাহি কাজ॥ শ্রবণে কংসের এই বাক্য অহঙ্কার। লাফ দিয়া উঠে হরি মঞ্চেতে তাহার ॥ গোবিন্দ দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে। দক্ষিণ হস্তেতে

তার কেশ মুষ্টি ধরে ॥ লীলাতে গরুড় যেন ধরে ফণীবর। সেই মত কেশ ধরিলেন দিয়া কর ॥ টানিয়া লইলা প্রভু কংসেরে তখন। মুষ্টাঘাত মারি তার বধেন জীবন ॥ বজ্র-মুষ্টাঘাতে হরি ভূমেতে ফেলিলা। সেই ঘাতে কংসাসুর জীবন ত্যজিল ॥ কংসরাজ পড়িল যে সর্ব্ব লোক দেখে। মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে ॥ মৃত্যুকাল দেখি তবে কংস নরপতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাজা করিতেছে স্তুতি ॥ নম নম ক্ষীরদসায়ী হে নারায়ণ। আমি অতি মূঢ়ামতি কি জানি স্তবন ॥ আছিলাল তব দ্বারী ওহে নারায়ণ। জয় বিজয় নামে মোরা ভাই দুইজন ॥ শক্রভাবে বর লইয়াছি তবস্থানে। কৃপা করি দীননাথ উদ্ধার এক্ষণে ॥ এইরূপ নানাবিধ করেন স্তবন। সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন ॥ মম করে যাহ এবে বৈকুণ্ঠনগর। জন্ম না হইবে তোমার আর ধরাপরে ॥ এত যদি দিলা বর প্রভু যদুপতি। বাহির হইল প্রাণ অতি শীঘ্রগতি ॥ শ্রীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণ ত্যাগ কৈল। জয় জয় মহাশব্দ সুরপুরে হৈল ॥ দেবগণ আদি করে পুষ্প বরিষণ। শ্রীকৃষ্ণে করেন স্তব আনন্দিত মন ॥ শ্রীকৃষ্ণের করে ম'রি কংস দৈত্যপতি। দাসে ভণে বৈকু-ণ্ঠেতে করিলেন গতি ॥

নারীগণের বিলাপ ও বসুদেব দৈবকীর উদ্ধার।

কংসপত্ন্যস্ততঃ কংস পরিবাহ্য হতং ভুবি।
বিলেপুর্ম্মাতরশ্চাস্ত শোক দুঃখপরিপ্লুতাঃ ॥

বহুপ্রকার মত্যর্থং পশ্চাত্তাপাতুরো হরিঃ।
তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্ত্রাবিলেক্ষণঃ॥
চকার প্রেতকার্য্যাণি যে চান্যে তত্র ঘাতিকাঃ।
কৃতৌর্দ্ধদেহিকং চৈনং সিংহাসন গতং হরিঃ॥
গুরুদেব দ্বিজাতীনাং মাতা পিত্রোশ্চ পূজনম্।
কুর্ব্বতাং সকলং জন্ম দেহিনাং তাত। জায়তে॥
তৎক্ষন্তব্যমিদং সর্ব্ব মতিক্রমকৃতং পিতঃ।
কংস প্রতাপবীর্য্যাভামার্ত্তয়োঃ পরবশ্যয়োঃ॥

বীরগণের মরণ শ্রবণে যত নারী। ভূমেতে পড়িল সবে আত্মনাদ করি॥ শিরে কর হানে কেশ ফেলায় ছিণ্ডিয়া। বিলাপ করিছে কেহ ভূমেতে পড়িয়া॥ কংসের মরণ শুনি কংসের বণিতা। কংস কোলে করি কান্দে সতী পতিব্রতা॥ সবার জীবন পুমি মথুরা ঈশ্বর। তোমার বিহনে শূন্য মথুরা নগর॥ কোথা গেল উৎসব মঙ্গল বাদ্য রব। তোমা বিনে অনাথ হোলেন নারী সব॥ সেই ভুজ দণ্ড তব দেখি বক্ষঃস্থল। এক্ষণে কোথায় গেল সেরূপ সকল॥ অকারণে প্রজাগণে দণ্ডিলে যেমন। এইক্ষণে পাইলে ফল উচিত তেমন॥ গোব্রাহ্মণ হিংসিলে হিংসিলে গাভীগণ। নিজ বন্ধু বান্ধব হিংসিলে অকারণ॥ থাকুক অন্যের কথা কৃষ্ণ সঙ্গে বাদ। সেই ফলে হয় তবে এত পরমাদ॥ সেই প্রভু দীনবন্ধু অনাদি ঈশ্বর। তাঁহার কোপেতে প্রভু মজিলে সত্বর॥ নাহি আদি অন্ত যাঁর মৃত্যুর উৎপতি। তাঁর প্রতি অপরাধ করিলে সংপ্রতি॥ এদীন বৎসল হরি করুণার সীমা। আশ্বাসিয়া রাখে প্রভু

যত বীররম্া ॥ প্রবোধিলা সবারে কহিয়া তত্ত্বধর্ম্ম। পর লোকে উচিত করিতে সব কর্ম্ম ॥ তদন্তরে রামকৃষ্ণ আসি দুই জন। পিতা মাতার বন্ধন কর বিমোচন ॥ কংসেরে চিতার পরে রাখি নারীগণ। অগ্নি কার্য্য করি সাঙ্গ করিল দাহন ॥ মুক্তি হয়ে গেল কংস বৈকুণ্ঠ নগরে। আপনি করেন কৃষ্ণ শ্রাদ্ধ শান্তি পরে ॥ মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া যতেক নারীগণ। দিবা রাত্রি কংস লাগি করেন রোদন ॥ জরা-সন্ধের দুই কন্যা কংসপাট রাণী। জরাসন্ধের আলয়েতে গেল দুভগিনী ॥ কান্দিয়া কহিল গিয়া পিতার সদন। কংসরাজে বধিয়াছে বসুর নন্দন ॥ এত বলি পিতৃ স্থানে কান্দিতে লাগিল ॥ কন্যার রোদনে রাজার ক্রোধ উপ-জিল। জরাসন্ধ প্রতিজ্ঞা করিল কোপ মনে। যাদবের বংশ ধ্বংস করিব এক্ষণে॥ রামকৃষ্ণে যাইয়া মারিব মধুপুরী। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি সবার গোচরী ॥ এতবলি সৈন্য সজ্জা করিয়া তখন। মথুরাতে আইল সবে করিবারে রণ ॥ নানাবাদ্য বাজিতে লাগিল মনোহর। সসৈন্যতে জরাসন্ধ আইল সত্বর ॥ দেখি প্রভু চিন্তিতে লাগিল মনে মনে। আসিয়াছে জরাসন্ধ জিনিব কেমনে॥ হেনকালে দুই রথ হয় উপনীত। সুবর্ণে নির্ম্মাণ রথ কণকে রচিত ॥ তাহা দেখি হৃষিকেশ বলেন বচন। শুন শুন বলভদ্র রোহিণী নন্দন ॥ এই রথে চড় তুমি এই অস্ত্র ধর। রিপু সৈন্য বিনাশিয়া মথুরা উদ্ধার ॥ আমা দোঁহে জন্মিয়াছে

এই সে কারণে। দুষ্টগণে বিনাশিব শিষ্টের পালনে॥ দিব্য রথে চাপি যান পুরের বাহিরে। জরাসন্ধ রাজা যথা সৈন্য সমির্ভারে॥ তবে রাজা জরাসন্ধ ডাক দিয়া কয়। শুনরে অবোধ কৃষ্ণ বসুর তনয়॥ তোর সঙ্গে সম যুদ্ধ এত বড় লাজ। তোর সঙ্গে করি রণ কিবা মম কায॥ বীরগণে দেখিয়ে দিবেক টিটকারি। এখনি জানিবি যত করিয়াছ জারী॥ হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনরে বচন। আজি তোরে দেখাইব শমন ভবন॥ বীরপনা না করিস আমাদের স্থানে। এখনি পাঠাব তোরে যমের সদনে॥ তবে জরাসন্ধ শুনি হরির উত্তর। স্বসৈন্য বেড়িল কৃষ্ণে নগর ভিতর॥ রামকৃষ্ণ বেড়িলেক সব সেনাগণ। কেহ কেহ বাণ হানে ধরে শরাসন॥ দেখি হরি মায়াময় হইলেন লুকি। কোথায় আছছে কৃষ্ণ কেহ নাহি দেখি॥ জর্জ্জর করিয়া বিন্দে যত সেনাগণ। ভয পায়ে জরাসন্ধ পলায় তখন॥ এইরূপ সাতবার পলাইয়া যায়। পুন জরাসন্ধ আইলেন দ্বারিকায়। সেবার জিনিতে কৃষ্ণ নারিলেন তারে। স্মরণ করেন হরি শ্রীবিশ্ব কর্ম্মারে॥ যোড়হাত করি আসি বিশ্বকর্ম্মা কয়। কি জন্যেতে স্মরণ করিলে দয়াময়॥ শ্রীহরি বলেন তবে বিশ্বকর্ম্মা প্রতি। সমুদ্র মধ্যেতে পুরী নির্ম্মাহ সংপ্রতি॥ আগত হয়েছে শত্রু রাজা জরাসিন্ধু। বিলম্ব করিতে আর নারি এক বিন্দু॥ কৃষ্ণের পাইয়া আজ্ঞা চলিল তখন। সমুদ্রেতে অট্টালিকা করেন গঠন॥ তথায় যাইয়া হরি লুকাইয়া রন।

জরাসন্ধ করে বহু কৃষ্ণ অন্বেষণ॥ কৃষ্ণ না দেখিয়া সবে ফিরিয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মহেশচন্দ্র বিরচিল॥

কুব্জার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

স্থগন্ধমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে।
ভবত্যানীয়তে সত্যং বদন্দীবরলোচনে॥
শ্রুত্বৈতদাহ সা কুব্জা গৃহ্যতামিতি সাদরম্।
বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগর্ব্ব ভয়ালসম্॥

মুনি বলে তদন্তর শুন নরপতি। ধীরে ধীরে করে হরি কুব্জা গৃহে গতি॥ সর্ব্বজ্ঞ শেখর প্রভু সর্ব্ব তত্ত্ব জানে। সর্ব্বভূতে আত্মারূপে থাকে সর্ব্ব স্থানে॥ অকস্মাৎ কুব্জা গৃহ হইল স্মরণ। দ্রুতগতি তথায় চলেন নারায়ণ॥ পথেতে যাইতে দেখা উদ্ধব সংহতি। দুইজনে চলিলেন আনন্দিত মতি॥ দেখিয়াত কুব্জা হয় আনন্দিত মন। বসিবারে দিল আসি দিব্য সিংহাসন॥ দিব্য উপহার দিয়া পূজিল যতনে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দেয় লেপিয়া চন্দনে॥ উদ্ধবের পূজা করে বিবিধ বিধানে। কুব্জার সঙ্গে হয় কথোপ কথনে॥ স্থগন্ধি কুস্থম মালা বসন ভূষণ। কর্পূর তাম্বুল কৃষ্ণে করেন অর্পণ॥ সভ্রুভ্জিত লধনু কটাক্ষ বিলাস। কৃষ্ণের নিকটে করে হাস্য পরিহাস॥ প্রেমভাবে কভু আসি নিকটে দাণ্ডায়। কভু করে ধরি কৃষ্ণে গৃহে লয়ে যায়॥ দেখিয়া শ্রীহরি তবে কুব্জার মন। ভক্ত জানি তার

মন করয়ে পূরণ ॥ বহু পুণ্যফলে তবে আপনি শ্রীকান্ত। কুব্জার মন আসি করিলেন শান্ত ॥ যোগেন্দ্র মুনিন্দ্র যার না পায় ধেয়ানে। হেন কৃষ্ণ লভিল কুব্জা নিজ জ্ঞানে ॥ করযোড়ে করি কুব্জা শ্রীকৃষ্ণেরে কয়। দিন কত এখানে থাকহ দয়াময় ॥ শুনি দিন কত থাকি প্রভু যদুবর। নিজালয়ে জান হরি দিয়া তারে বর ॥ কতদিন পরে জান অক্রুর আলয়। উদ্ধব করিয়া সঙ্গে আনন্দ হৃদয় ॥ দেখিয়া অক্রুর তবে আনন্দিত মন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে চরণ বন্দন ॥ অতিথী বিধানে কৃষ্ণে পূজেন অক্রুর। আনন্দে প্রণতি স্তুতি করেন প্রচুর ॥ দিব্য সিংহাসনে বসাইল দুই জনে। সুবাসিত জলে করে পাদ প্রক্ষালনে ॥ পীতবাস অম্বর বিবিধ অলঙ্কার। ধূপ দীপ চন্দন বিবিধ উপহার ॥ বহুবিধ বিধানে পূজেন মহামতি। ভূমেতে পড়িয়া করে অক্রুর প্রণতি ॥ ধরিয়া তুলিল শিরে চরণ কমল। পূজা করে নানাবিধ দিয়া পুষ্পফল ॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই পুরুষ প্রধান। যদুকুলে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান ॥ তোমা বিনে কিছু আর নাহি ত্রিভুবনে। স্বকার্য্য সাধন নাই তোমা দোঁহা বিনে ॥ আপনি আপন জনে সৃজ মায়া করি। সর্ব্বত্রেতে ব্যাপিয়াছ নানা রূপ ধরি ॥ রজরূপে ব্রহ্মারূপে পালন সবার। তমগুণে মহেশ্বর রূপেতে সংহার ॥ আজি ভাগ্যে দেখিলাম চরণ কমল। এতদিনে হয় মম জনম সফল ॥ এত স্তব করে যদি অক্রুর সুধীর। হাসিয়া বলেন

তারে প্রভু মহাধীর ॥ তুমি গুরু পিতৃ মম পুত্র সম আমি। আমার এতেক স্তব কেন কর তুমি ॥ তুমি খুড়া বিশেষত জগতে পূজিত। সাধু জনে তোমা সব সেবয়ে নিশ্চিত ॥ পুণ্য তীর্থ দেবতা বৈষ্ণব আরাধন। অবশ্য এসব সেবা করে সাধুগণ ॥ জলময় যত তীর্থ আছে ক্ষিতিতলে। দেব মূর্ত্তিমান শিলা আছে যে সকলে ॥ সবাকার শ্রেষ্ঠ হয় প্রিয় ভক্তগণ। ত্রিভুবন সম নাহি ভক্তের মতন ॥ এতবলি বিদায় মাগিয়া নারায়ণ। সমুদ্রের তীর দিয়া করেন গমন ॥ হেনকালে স্বুবর্ণ আর অনল দুজনে। পরস্পর দ্বন্দ্ব আর করে জনে জনে ॥ স্বুবর্ণ বলেন আমি শ্রেষ্ঠ সবা হতে। অনল বলেন আমি শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে ॥ হেনকালে তথায় দেখিয়া নারায়ণে। দুইজন প্রণাম করেন হর্ষ মনে ॥ অনল বলেন প্রভু করি নিবেদন। মোরা দুইজন মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনজন ॥ শুনিয়া শ্রীহরি হাসি বলেন বচন। তুমি হে অনল শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের লিখন ॥ স্বুবর্ণ রুসিয়া বলে একি যদুরায়। উহা হৈতে শ্রেষ্ঠ আমি আছি হে ধরায় ॥ আমি যার গৃহে থাকি সেই ধনবান। তার গৃহে সর্ব্বদাই লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥ অগ্নি যদি লাগে কারু গৃহের ভিতরে। জগতেতে সর্ব্বজন ব্যাকুল অন্তরে ॥ হাসিয়া স্বুবর্ণ প্রতি কহেন শ্রীহরি। তব পিতা এ অনল শাস্ত্রের বিচারী ॥ তুমি পুত্র হও উহার শুনহ বচন। এত বলি তথা হৈতে জান নারায়ণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি অনল তখন। পুত্রেরে

করিয়া কোলে করে আলিঙ্গন ॥ সুবর্ণ অনল পদে প্রণাম করিল। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা কবি বিরচিল ॥

সুবর্ণ অনলের জন্ম বৃত্তান্ত।

কথিতা গুরুণা সম্যক্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ।
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাৎ ॥
দেবাদীনাং তথা সৃষ্টিঋষীণামপি বর্ণিতা।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চোৎপত্তিস্তির্য্যগ্‌যোনি গতস্য চ ॥
অগ্নিং সুবর্ণ জন্মস্য তৎকীর্ত্তনং বদ মুনেঃ ॥
ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো ॥
শৃণু পরীক্ষিত রাজন্! স্বর্ণমগ্নিং জন্মকীর্ত্তনং।
তান্যহং ভবতে সম্যক্ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥

তদন্তর পরীক্ষিত জিজ্ঞাসে মুনিরে। সুবর্ণ অনলের জন্ম কহ অতঃপরে ॥ মুনি বলে সেই কথা শুন মহাশয়। সুবর্ণ অনলের জন্ম যেইমতে হয় ॥ একদিন সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আর হর। শ্বেত দ্বীপে জান দোঁহে আনন্দ অন্তর ॥ বিষ্ণু সম্ভাষণে দোঁহে গমন করিলা। হরি সম্ভাষণে দোঁহে আনন্দে বসিলা ॥ হরির সম্মুখে সভা মধ্যে আচম্বিতে। জন্মিল কামিনীগণ বিষ্ণু গাত্র হতে ॥ পরম সুন্দর সবে শরীর উজ্জ্বলা। সুবেশ সকলে অতি কমলার কলা ॥ সুস্বরতে বিষ্ণু গান করে সংকীর্ত্তন। মুখে হাসি সুমধুর পীনন্নত স্তন ॥ তাহাদের দেখি ব্রহ্মা অধৈর্য্য হইল। এক দৃষ্টে প্রায় সবে চাহিয়া রহিল ॥ পতন হইল তেজ ব্রহ্মার

বসন। ফেলাইয়া দিল তেজ ক্ষীরোদে তখন ॥ তাহাতে জন্মিল এক পুত্র মনোহর। কান্দিতে লাগিল শিশু হইয়া কাতর ॥ ব্রহ্মার বসন ধরি করে টানাটানি। বলে পিতা মোরে লয়ে যাহগো আপনি ॥ বরুণ উঠিয়া ধরে বালকের কর। দেখিয়া কোপেতে ব্রহ্মা হানিলেন শর ॥ করাঘাত খাইয়া বরুণ হৈল মূৰ্চ্ছিত। ঝলকে ঝলকে মুখে নিকলে শোণিত ॥ মৃত সম বরুণের দেখিয়া তখন। শঙ্কর আসিয়া তারে করেন চেতন ॥ চেতন পাইয়া বরুণ বলেন বচন। জলেতে উদ্ভব হয় আমার নন্দন ॥ ব্রহ্মা বলে নিল শিশু আমার শরণ। কি মতে ত্যজিব তারে কহ পঞ্চানন ॥ শরণাগতের হয় করিতে রক্ষণ। না করিলে হয় তার নরকে গমন ॥ ইহা শুনি হাসি হরি কহেন ব্রহ্মারে। তোমার তনয় ব্রহ্মা লয়ে যাহ ঘরে ॥ সুন্দরী কামিনী হেরি তোমার তখন। তব তেজ খসি ধরায় হইল পতন ॥ লাজেতে ফেলাহ গিয়া ক্ষীরোদের জলে। হইল তোমার পুত্র নির্ম্মল সলিলে ॥ তদন্তব সদাশিব বলেন বচন। সভার মধ্যেতে অতি প্রফুল্ল বদন ॥ সর্ব্ব দগ্ধ হুতাশন ইহাতে হইবে। বরুণ দ্বারেতে অগ্নি নির্ব্বাণ পাইবে ॥ এতবলি সর্ব্বদেব গমন করিলা। অগ্নিরে করিয়া সঙ্গে প্রজাপতি আইলা ॥ তদবধি অগ্নি হন ব্রহ্মার তনয়। সর্ব্বভক্ষ অগ্নি বলি সর্ব্বলোকে কয় ॥ এবে শুন সুবর্ণের জনম কথন। অগ্নি হৈতে যেইমতে হইল জনম ॥ একদিন

সর্ব্বদেব বসিয়া সভায়। অপ্সরীগণেতে নাচে আর গীত গায়॥ দেখিয়া সবার রূপ অনল তখন। অকস্মাৎ তেজ খসি হইল পতন॥ বস্ত্র ভেদি স্বর্গপুঞ্জ অতি প্রজ্জ্বলিত। ক্ষণমাত্র নত্রমান হয় আচম্বিত॥ সুমেরু পর্ব্বত সেই হইল তখন। বহ্নিরেতা হিরণ্যকে বলে মুনিগণ॥ এই কহিলাম কথা তোমার সদন। মহেশচন্দ্র দাসে কহে ভাষা সুবচন॥

নন্দকৃষ্ণের কথোপকথন ও নন্দ বিদায়।

রজনী প্রভাতায়ান্তে গাত্রোত্থানং নন্দঘোষজঃ।
শৃণুকৃষ্ণঃ মম বাক্যং গচ্ছং যশোদাসন্নিধৌ॥
অতীতা নাগতাগতনীহযানিমন্বন্তরাণি বৈ।
তান্যহং ভবতে সম্যক্ কথয়ামি যথাক্রমস্॥
প্রভাসে যজ্ঞপ্রারম্ভে নিমন্ত্রণং গোপগোপীজঃ।
তৎসূত্রে গমনং সর্ব্বে যশোদা সহ দর্শনং॥

পবদিন উঠি নন্দ শ্রীকৃষ্ণেরে কন। চল বাছা ব্রজপুরে করিব গমন॥ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কন নন্দের সদনে। তুমি যাহ পিতা আমি না যাব এক্ষণে॥ শুনিয়া নন্দের চক্ষে বহিতেছে জল। বলে কি কহিলি কৃষ্ণ পুনঃ ফিরে বল॥ তোমা বিনে অন্ধকার আছেরে ভবন। তুমি বাছা যশোদাব অঞ্চলের ধন॥ যদি কৃষ্ণ যাই ব্রজে তোরে ত্যাগ করি। তবে আর না বাঁচিবে যশোদা সুন্দরী॥ পথ পানে চাহি-য়াছে তোর মুখ চেয়ে। না দেখিলে প্রাণ ত্যাগ করিবে সলিলে॥ শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন পিতা বলি। কারপুত্র

কার কন্যা মিছা এ সকলি॥ শরীরের সঙ্গে নাহি সম্পর্কের যোগ। মিছে মরিতেছে লোকে করি কর্ম্মভোগ॥ মোর পুত্র মোর কন্যা মোর পরিজন। আমার ঐশ্বর্য্য এই আমার ভবন॥ যখন তাহার প্রাণ বাহির হইবে। কোথায় ঐশ্বর্য্য ধন দ্বারা পুত্র রবে॥ বিনে এই মম পদ রক্ষা নাহি কার। তুমি নন্দ পূর্ব্ব কথা ভাব দেখি সার॥ তুমি ছিলে পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ নন্দন। যশোদা সহিত তপ করিলে সাধন॥ তোমাদের তপে তুষ্ট হইয়া আপনি। হয়েছি পালন পুত্র শুন ব্রজমণি॥ এত বলি মায়া করিলেন নারায়ণ। তথায় দেখেন নন্দ বৈকুণ্ঠ ভবন॥ দশমুখ শতমুখ সহস্র বদন। চতুর্ভুজ রূপে দাণ্ডাইয়া সর্ব্বজন॥ দেখেন বৈকুণ্ঠ পুরী অতি চমৎকার। মহালক্ষ্মী সহ হরি করেন বিহার॥ কত শত মণি জ্বলিতেছে অগণন। দেখিয়া বিস্ময় হয় শ্রীনন্দ তখন॥ অযুত যোজন সীমা বিস্তীর্ণ সে স্থল। তাহার মধ্যেতে হয় শ্রীরাসমণ্ডল॥ কল্পবৃক্ষ লক্ষ লক্ষ শোভিত সে স্থান। গন্ধে আমোদিত যত কুসুম উদ্যান॥ নানাবিধ ফল পুষ্প আছে প্রস্ফুটিত। লক্ষ লক্ষ গোপীগণ তাহার রক্ষিত॥ রত্নের প্রদীপ সব রতনে নির্ম্মাণ। দেখিছেন নন্দ জলিতেছে স্থানে স্থান॥ ষোড়শ লক্ষ গোপীকা তাহে সুশোভন। প্রতিজনে পরিধান অমূল্য বসন॥ রাধার কিঙ্করীগণ বসি থরে থরে। চামর ব্যজন অঙ্গে করেন রাধারে॥ এইরূপ মায়া দেখাইয়া নারায়ণ।

বলিছেন নন্দ ঘোষে বিনয় বচন ।। শ্রীদামের শাপ আছে আমার উপরে। শতবর্ষ পরে যাব তোমার নগরে ।। তোমাদের যজ্ঞ ছলে হবে আগমন। সেই ছলে মায়েরে করিব দরশন ॥ এক্ষণেতে যাহ পিতা বুঝাইয়া কবে। যশোদা মায়েরে গিয়া প্রবোধ করিবে ॥ এক্ষণেতে ব্রজে যাহ পিতা মহাশয়। কালেতে সকল হয় জানিহ সিশ্চয় ॥ কালে স্মৃষ্টি করে কালে কালে হরে লয়। কালেতে সকল হয় শুন মহাশয় ॥ এতবলি নন্দরাজে করেন বিদায়। কান্দিতে কান্দিতে নন্দ ব্রজপুরে যায় ॥ পথ পানে চাহিয়া আছেন যশোমতী। একাকী নন্দেরে হেরি জিজ্ঞাসে ভারতী ॥ কহ কহ ব্রজরাজ করি নিবেদন। একাকী আসিছ কেন কোথা পুত্রধন ।। কোথায় রাখিয়া এলে আমার কুমারে। বিবরিয়া মহারাজ কহ দেখি মোরে ॥ শুনিয়া কহেন নন্দ যশোদা সদন। একে একে কৃষ্ণ যাহা বলেছে বচন ।। শ্রবণেতে অচেতন রাণী যশোমতী। গোপাল বলিয়া মূর্চ্ছা হইলেন সতী ॥ সকলেতে প্রবোধ করয়ে ততক্ষণ। কৃষ্ণ বিনে নীরব যে পশুপক্ষগণ ।। বৎস নাহি দুগ্ধ পীয়ে কৃষ্ণ অদর্শনে। হাম্বারবে ঊর্দ্ধমুখে ডাকে ঘনে ঘনে ।। সকলেতে কৃষ্ণ বিনে থাকে অচেতন। রাধার সহিত কান্দে যত গোপীগণ ॥ এইরূপে ব্রজমধ্যে অচেতনে রয়। অপরেতে বিবরণ মহেশ্চন্দ্র কয় ।।

রামকৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র ধারণ।

পরীক্ষিত উবাচ।—কো বেদঃ কা চ সাবিত্রী কেন সূত্রেণ সংস্কৃতাঃ।
ব্রাহ্মণা বিদিতা লোকে তত্তত্ত্বং বদ মাং মুনে॥
ব্যাসোক্ত॥ বেদো হরের্বাক সাবিত্রী বেদমাতা প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রিগুণঞ্চ ত্রিবৃৎসূত্রং তেন বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
দশযজ্ঞৈঃ সংস্কৃতা যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
তত্র বেদাশ্চ লোকানাং ত্রয়াণামিহপোষকাঃ॥
যজ্ঞাধ্যয়ন-দানাদি-তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
প্রীণয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ-তন্ত্র-বিধানতঃ ঃ
তস্মাৎ যথোপনয়ন-কর্ম্মণোঽহং দ্বিজৈঃসহ।
সংস্কর্ত্তুং বান্ধব জনৈস্তামিচ্ছামি শুভে দিনে॥

অপরেতে ঋষি কন, পরে শুন হে রাজন, শ্রবণ করহ অতঃপর। দেব মুনিগণ সবে, তুষিয়া মাধবে স্তবে, সবাকার আনন্দ অন্তর॥ দেখেন প্রাসাদপরে, অভিনব জলধরে, শ্যামল সুন্দর কলেবর। পরিধান পীতবাস, যেন দামিনী প্রকাশ, হইয়াছে মেঘের উপর॥ গলেতে মালতী হার, কি বলিব শোভা তার, বকপংক্তি যেন শোভা করে। অপরূপ শোভা তার, বলিবার শক্তি কার, তুল্য নাই ত্রিলোক ভিতরে॥ কপালে মণ্ডলাকার, কস্তুরি চন্দন ভার, কি বলিব শোভার বর্ণন। বিরাজে কপালে হেন, নবীন জলদ যেন, অকলঙ্ক মৃগাঙ্ক ভূষণ॥ মনোহর রাধাকান্ত, দ্বিভুজা শ্যামল শান্ত, ত্রিলোকের ধ্বান্ত হয়ে তেজে। মুনির মনে বিরাজে, গোপীর মানসে শাজে, সর্ব্ব মন রঞ্জন সে

রাজে ॥ সুমঙ্গল কালাগমে, সুভলগ্নে মনোরমে, দেখে শুভগ্রহ আনন্দিতে। অতিশয় শুভক্ষণ, কি কব তার বর্ণন, সজাগ্রত লগ্নাধিপে স্থিতে ॥ শুভ কর্ম্ম আরম্ভিলা, স্বস্তি বচন পড়িলা, আজ্ঞা লয়ে মুনি দেবতার। বসুদেব স্বর্ণশত, ব্রাহ্মণগণেরে যত, সবাকারে করি নমস্কার। গনেশ দিনেশ আর, বিষ্ণু বহ্নি শশীবার, পূজে ছয় দেবতা ভক্তিতে। দ্রব্য ষোড়শ উপচারে, একান্ত ভক্তির দ্বারে, পূজা করে স্তুতি মিনতিতে ॥ পুত্রের অধিবাসন, বেদ মন্ত্র উচ্চারণ, করি করে দেবতা পুজন। পাইয়া পুণ্যহ কাল, পূজা করে দিকপাল, আর যত নবগ্রহগণ ॥ পঞ্চোপচারেতে পরে বসুদেব পুজা করে, ষোড়শমাতৃকা ভক্তি দ্বারে। বেদ মন্ত্রে উচ্চারিলা, বসু বসু ধারা দিলা, তস্মৃ দিয়া ক্রমে সপ্ত দ্বারে ॥ বধিয়া সভা সমাজ, প্রণমিয়া চেদিরাজ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বেদের বিহিতে। বেদোক্ত মন্ত্র পড়িয়া, বিধানে যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞসূত্র দেন আনন্দেতে ॥ অতি আনন্দ অন্তরে, কৃষ্ণ বলরাম তরে, গাইত্রী দিলেন মহামুনি। সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, হইয়া অতি সুদ্ধচিত, মহাজ্ঞানী শান্তিপন মুনি ॥ হয়ে আনন্দিত মতি, প্রথমেতে ভগবতী, ভিক্ষা দেন পরম সাদরে। অমূল্য রতনাধার, তাহে হীরা মণিহার, গৌরীরে যা দিলা গিরিবরে ॥ মনে পরম আহ্লাদ, দুর্গা করেন আশীর্ব্বাদ, শুক্ল পুষ্প দুর্ব্বা ধান্য দিয়া। দেবকী দ্বিতী অদ্বিতী, মুনিপত্নী

মত ইতি, আশীর্ব্বাদ করেন আসিয়া ॥ যশোদা রোহিণী সতী, বেদমাতা সরস্বতী। প্রত্যেকে করেন আশীর্ব্বাদ। নানা অমূল্য রতন, মণি মাণিক্য কাঞ্চন, দেন সবে মনেতে আহ্লাদ ॥ ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের দারা, যার নাম শচী পারা, কুবের আর পবন গৃহিণী। বরুণের বরাঙ্গনা, স্বাহা অনল ললনা, রতি সতী কামের কামিনী ॥ স্বাহা স্বদা বসুমতী, সংজ্ঞা সূর্য্যের যুবতী, ভিক্ষা দেন প্রত্যেকে হরিষে। দেব-লাল রাজ কন্যা, পতিব্রতা সবে ধন্যা, সকলেতে করেন আশীষ ॥ কৃষ্ণ বলরাম তরে, আশীর্ব্বাদ করি পরে। সবে জান আপন বাসরে। বসুদেব হরষিতে, দেবকী লয়ে সঙ্গেতে, শুভলগ্নে পুত্র কার্য্য করে ॥ অপরে করি যতন, করান বিপ্র ভোজন, জ্ঞাতি বন্ধুবগ পুরস্কার ॥ হেন বস্ত্র মনোহর, মণি মাণিক্য সুন্দর, সবাকার গলে মুক্তাহার ॥ যতেক ব্রাহ্মণগণ। গেল সবে নিকেতন, রাম কৃষ্ণে আশীষ করিয়া। মহেশচন্দ্র দাসে কয়, অপরেতে যাহা হয়, ভক্তগণ শুন মন দিয়া ॥

দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ।

কৃষ্ণাজ্ঞাশিরোধার্য্যোঽসি বিশ্বকর্ম্মণ ধীমনতঃ।
দ্বাবাবত্যাং ত্বরিতোঽশ্বেন স্বস্কন্দত্তেন তন্মনাঃ ॥
সমুদ্রজলমধ্যস্থং সুপুরীং জলসঙ্কুলম্।
নানাবিমান বহুলং ভাস্বরং মণিকাঞ্চনৈঃ ॥

প্রাসাদসদনাগ্রেষু পতাকাতোরণাকুলম্।
শ্রেণীসভাপণাট্টাল পুরগোপুরমণ্ডিতম্॥
পুরস্ত্রী-পদ্মিনী-পদ্ম-গন্ধামোদ-দ্বিরেফিণীম্।
পুরীং কাকুমতীং তত্র দদর্শ পুরতঃ স্থিতাম্॥
মরাল-জাল-সঞ্চাল বিলোল-কমলান্তরান্।
উন্মীলিতাজমানালি কবিতাকূলিতং সরঃ॥
বনং কদম্বকুদ্দালঃ* শালতালাম্রকেসরৈঃ।
কপিত্থাশ্বত্থ খর্জ্জুর-বীজপুর † করঞ্জকৈ॥
পুন্নাগপনসৈ‡ র্নাগরর্জ্জুন শিংশপৈ।
ক্রমুকৈ§ র্নারিকেলৈশ্চ নানাবৃক্ষৈশ শোভিতম ঃ

রাজা বলে কহ কহ শুনি তপোধন। তদন্তর কি কর্ম্ম করেন নারায়ণ। রাজার বচন শুনি মুনিবর কয়। অপ-রেতে যা হইল শুন মহাশয়॥ এক দিন মনে মনে ভাবি নারায়ণ। অকস্মাৎ করিলেন গরুড়ে শরণ॥ কৃষ্ণের শরণে পক্ষ আসিয়া তখন। বলে প্রভু কি কারণে করিলে শরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুন পক্ষবর। একবার যাহ বিশ্বকর্ম্মার গোচর॥ যে আজ্ঞা বলিয়া পক্ষ গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বকর্ম্মারে কহিল। শ্রবণেতে বিশ্বকর্ম্মা আসি তত-ক্ষণ। প্রণাম করিয়া কহে কৃষ্ণেরে তখন॥ কি কারণে বল প্রভু ডাকিলে আমায়। আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করিব ত্বরায়॥ শুনি হরি কহিলেন বিশ্বকর্ম্মার স্থান। দ্বারকা

* কুদ্দাল—অর্থাৎ আবলুষ গাছ।
† বীজপুর—অর্থাৎ কলম্বা নেবু।
‡ পনস—অর্থাৎ কাঁঠাল। § ক্রমুক—ব্রহ্মদাক বা সুপারি।

নামেতে পুরী করহ নির্ম্মাণ ॥ সমুদ্রের তীরে হবে শতেক যোজন। একারণে তোমারে হে ডাকিনু এখন ॥ পদ্মরাগ মরকত ইন্দ্র নীলমণি। পারি ভদ্র আদি শ্যামন্তকের গাথনি ॥ গন্ধক গালবে চন্দ্রকান্ত মণি আর। সূর্য্যকান্ত মণি শুদ্ধ স্ফটিক আকার ॥ হরিত শ্যামল গৌরবর্ণ মণি তার গোরচনা পীত দাড়িম্বের বীচপ্রায় ॥ শ্বেত চম্পকের বর্ণ জলদ কাঞ্চন। স্বর্ণ মূল্য তুল্য নয় অশীতি বরণ॥ মণি মুক্তা হীরা মণি যাহা মনে লয়। চাহিলে তখনি তাহা দিবে হিমালয় ॥ করিবে দ্বারকা দ্বীপ নিশিতে নির্ম্মাণ। মনোহর অতি রম্য সবার বাখান॥ যক্ষ সপ্ত লক্ষ সে কুবের প্রপূরিত। লক্ষ লক্ষ দূতগণ নিয়োজ ত্বরিত॥ যদুগণ আব সব কিঙ্করী আগুন উগ্রসেন রাজ র আলয় মনোরম ॥ সর্ব্ব গৃহ হইতে শ্রেষ্ঠ আমার পিতার। করিবে হে বিশ্বকর্ম্মা এই অঙ্গীকার ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন হে বিযাই বিযারদ। নারিকেল আশ্রমে গৃহীর বরপ্রদ ॥ শিবিরের ঈশানেতে নারিকেলচয়। তাহাতে তনয় বৃদ্ধি হয় সুনিশ্চয় ॥ সর্ব্বত মঙ্গল দাতা হয় তরুবর। পূর্ব্বেতে রসাল বৃক্ষ সুসম্পদ কর। সর্ব্বত্র যা সুখপ্রদ শুন যত্ন করি। বিল্বাদি পনস আর জম্বির বদরী ॥ প্রজা পদ পূর্ব্বেতে দক্ষিণে লাভ ধন। সর্ব্বত্র সম্পদ হয় গৃহীর বর্দ্ধন ॥ দক্ষিণেতে মিত্র পূর্ব্বে বান্ধব দায়ক। দাড়িম্ব জম্বু কদলী আর আম্রতক ॥ অদ্য যাহ বিশ্বকর্ম্মা দিন শুভক্ষণ। শুনি প্রণমিয়া বিযাই করেন

গমন ॥ গরুড় সহিত গেল সাগরের কূলে। বসিলেন মনোহর বটবৃক্ষ মূলে ॥ বিশ্বকর্ম্মা খগেন্দ্র সে নিশি সেই স্থলে। রজনী বঞ্চিলা দোঁহে অতি কুতুহলে ॥ দেখেন গরুড় স্বপ্নে পুরী দ্বারাবতী। যে কিছু কহিলা কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্ম প্রতি ॥ সেরূপ লক্ষণ সবে দেখিলা নগরে। শীঘ্রগতি গরুড় উঠিলা তদন্তরে ॥ চারিদিগে নিরক্ষিযা দেখেন তখন। রজনীর মধ্যে পুরী হয়েছে নির্ম্মাণ ॥ দেখিয়া গরুড় তবে হইল লজ্জিত। শতযোজন দ্বারাবতী হয়েছে নির্ম্মিত ॥ বৈকুণ্ঠ জিনিয়া পুরী হয়েছে গঠন। দাসে ভণে দেবগণে করে আগমন ॥

মথুরা খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বারকাখণ্ড আরম্ভ।

দ্বারিকাতে রামকৃষ্ণ এবং অন্য সকলের প্রবেশ।

কৃষ্ণোঽপি ঘাতয়িত্বারিমুপায়েন হি তদ্বলম্।
জগ্রাহমথুরামেত্য হস্ত্যশ্বস্যন্দনোজ্জ্বলম্॥
আজীয় চোগ্রসেনায় দ্বারাবত্যাং ন্যবেদয়ং।
পয়াভিভবনিঃশঙ্কং বভুব চ যদোঃ কুলম্ম॥

মুনি বলে তদন্তর শুনহে রাজন। হেনকালে তথা ব্রহ্মা দুর্গা ত্রিলোচন॥ অনন্ত ভাস্কর ধর্ম্ম আর হুতাশন। কুবের বরুণ আর শমন পবন॥ ইন্দ্র চন্দ্র একাদশ রুদ্র যতজন। মুনি ঋষি বসু আদি গ্রহতারাগণ॥ দানব ইত্যাদি করি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। দ্বারিকা দেখিতে সবে আইলা সত্বর॥ বটমূলে বসি রামকৃষ্ণ দুইজন। সকলেতে উপনীত যত দেবগণ॥ মুকুতা মাণিক্য হেম রতনে জড়িত। কৃষ্ণ হেরি স্তব করে সবে আনন্দিত॥ হরষিত হইয়া যতেক দেবি দেবে। দ্বারিকার অপরূপ শোভা দেখে সবে॥ চারিদিগে করিয়াছে প্রাচীর বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে হেম স্তম্ভ অতি মনোনীত॥ লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া ঘর অতি মনোহর। পঙ্কজ কাননে মধু খাইছে ভ্রমর॥ তিন লক্ষ পুষ্পোদ্যান তাহাতে শোভিত। প্রফুল্ল কুমুদে বায়ু গন্ধে আমোদিত॥ রতন

কলস কত শোভে স্থানে স্থান। মণিতে নির্ম্মাণ হয় তেকশ সোপান॥ দেখিয়া দ্বারকাপুরী দেব নারায়ণ। শ্রীহরি করেন সবাকার আবাহন॥ ক্রমে ক্রমে সকলেরে করে আনয়ণ॥ উগ্রসেন আদি করি যত বন্ধুগণ। বসুদেব দৈবকী পাণ্ডব মাতৃগণ। একে একে সবাকার করে আনয়ন॥ উগ্রসেনে রাজ্য দিবেন মনে বাঞ্ছা করি। আমন্ত্রিয়া সর্ব্বজন অতি ত্বরা করি॥ নানা দেশ হইতে রাজা করে আগমন। যুধিষ্ঠির আদি করি কত রাজাগণ॥ নেপাল কলিঙ্গ ভেট বিরাট নৃপতি। শিশুপাল দন্ত বক্র আদি মহামতি॥ কত শত মুনি ঋষি কে করে গণন। অগস্ত পৌলস্ত গর্গ শুঙ্ক সনাতন॥ ভরদ্বাজ বাল্যখিল্য বিশ্বামিত্র আর। নানা স্থান হইতে মুনি করে আগুসার॥ লক্ষ লক্ষ শিষ্য সঙ্গে দুর্ব্বাসা এখন। ত্বরায় সকলে আইল দ্বারকা ভবন॥ সহিতে ত্রিলক্ষ শিষ্য বাল্মীকি আইল। লক্ষ শিষ্য সহিতে গৌতম উত্তরিলা॥ ক্রতুর সঙ্গেতে শিষ্য লক্ষ পরিজন। অত্রি আইল ছত্রিশ কোটি শিষ্য গুণবান॥ মুনিগণ আসি স্তব করে শ্রীহরির। বসাইলা সবাকারে প্রভু যদুবীর॥ উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া সভার মাঝার। হাসি মুনি-গণ প্রতি কন যদুরায়॥

যশোদার কৃষ্ণ স্বপ্ন দর্শনে রাধার নিকটে খেদ।

এক দিন রজনীতে রাণী যশোমতী। শয়ন করিয়া আছেন ভাবি যদুপতি ॥ আচম্বিতে সপন দেখিল শিয়রেতে। বলে মাগো তব স্থানে এলেম ত্বরিতে ॥ তোমার রোদন আর সহিতে না পারি। দিবা রাত্র কান্দ কেন আমায় সঙরি। কেবা কার পুত্র মাগো কেবা কার মাতা। স্মরণ করিয়া তুমি দেখ পূর্ব্ব কথা ॥ পিতা নন্দ তুমি পূর্ব্বে আছিলে ব্রাহ্মণ। মম পুত্র কামনায় করিলে সাধন ॥ আমি সেই অখিলপতি দেখহ নয়নে। পুত্র হব বলি বর দিনু দুই জনে ॥ ভক্তের পূরাতে আসা আশা এ ভবেতে। অতেব রোদন ত্যাগ করহো যত্নেতে ॥ যখন গো আমারে দেখিতে ইচ্ছা হবে। ধ্যানেতে হৃদয়ে মোরে দেখিতে পাইবে॥ এতবলি যদুপতি হন অদর্শন। চেতন পাইয়া রাণী করেন রোদন ॥ পর দিন প্রভাতেতে রাণী যশোমতী। বিস্তারিয়া স্বপ্ন কথা কন রাধা প্রতি ॥ শুনি রাধাসতী তবে যশোদারে কন। অপূর্ব্ব কি স্বপ্ন সে করেছ দরশন॥ তিনিতো তোমারে জ্ঞান করিয়া প্রদান। সপনেতে করিয়াছেন এ সব বিধান॥ তাঁহার কপট কথার কি বুঝিবে ভাব। দেবগণ নাহি পান তাঁহার সে ভাব ॥ স্ত্রীজাতি অবলা বালা তাহে জ্ঞানহারা। তঁহে তাঁহার বিচ্ছেদেতে সদৎ কাতরা ॥ যদি তোমায় এই স্বপ্ন করেছেন দান। দিবা রাত্র চিন্তা কর সেই ভগবান ॥ রাম

নারায়ণ আর মুকুন্দ মুরারি। মধুসূদন বামন অজপা দর্প হারি॥ এই নাম দিবানিশি করিলে স্মরণ। অনায়াসে হবে তব পাপ বিমোচন॥ রা শব্দেতে লক্ষ্মী যাচক ম শব্দে ঈশ্বর। লক্ষ্মীপতি বলি ইহায় কহে মুনিবর॥ অতএব সেই নাম কর দিবানিশি। অবশ্য করিবেন ভাল সেই হরি আসি॥ ভক্তের পূরাবেন আশা শুনগো বচন। ভক্তছাড়া নাহি থাকেন সেই নারায়ণ॥ এতবলি রাধা তাঁরে দেখালেন মায়া। এক দৃষ্টে যশোমতী দেখেন চাহিয়া॥ গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী সবাকার পর। লক্ষ্মী সহ তথায় বিরাজে গদাধর॥ কত শত দেব ঋষিগণে স্তব করে। কেহ কেহ দাণ্ডাইয়া আছে যোড় করে॥ তথায় আছেন নন্দ যশোদা তখন। শ্রীকৃষ্ণেরে কোলে করি আনন্দিত মন॥ একবার কৃষ্ণ মুখে দেখেছিল রাণী। সেই মত পুনর্ব্বার দেখেন আপনি॥ দেখিয়া সাক্ষাৎ মায়া অধিক হইল। যশোমতী শ্রীরাধায় স্তব আরম্ভিল॥ বলে মাগো সাব্ব্যাসতী কে চিনে তোমায়। তুমি মাগো লক্ষ্মী দেবী চিনেছি তোমায়॥ পুনর্ব্বার মায়া প্রকাশেন রাধা সতী। দাসে ভণে ভুলে গেল রাণী যশোমতী॥

শ্রীকৃষ্ণের মোহিষীগণের বিবাহ।

শুকদেব বলেন শুনহ নরপতি॥ তৎপরেতে যাহা হয় শুনহ ভারতী। মহা লক্ষ্মীর দ্বিতীয় অংশের বিবরণ। জনম

লভিলা আসি ভীষ্মক ভবন ॥ সুন্দরী দেখিয়া নাম রাখিলা রুক্মিণী। দিনে দিনে বাড়ে যেন বিদ্যুতবরণী। সদাই ভাবেন মনে দেব নারায়ণ। কত দিনে পতি ভাবে করিব বরণ ॥ এখানেতে রুক্মি রাজা মন্ত্রণা করিয়া। শিশুপালে ভগ্নী দিবে মনেতে করিয়া ॥ বিবাহের দিন স্থির করিয়া তখন। শিশুপাল আনাইল করি আবাহন ॥ অন্তরযামিনী দেবী জানিয়া এ কথা। লিপি পাঠাইয়া কৃষ্ণে কহেন বারতা ॥ কল্য বিভা হবে শিশুপালের সহিত। এ সময়ে লয়ে মোরে যাওহে ত্বরিত ॥ লিপি পায়ে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ অন্তর। রথে চাপি আইলেন দেব গদাধর ॥ শূন্যভরে রহিলেন রথের উপর। রুক্মিণীরে হেরি কৃষ্ণ ধরিলেন কর ॥ রথের উপরে তোলে লইয়া লক্ষ্মীরে। দেখি রাজাগণ সবে আসি যুদ্ধ করে ॥ সবারে জিনিয়া তবে দৈবকী নন্দন। আনন্দেতে দ্বারিকায় করে আনয়ন ॥ লক্ষ্মীরে দেখিয়া সবে আনন্দিত মন। প্রকাশ্য রূপেতে বিভা করে নারায়ণ ॥ কত দিনে রুক্মিণীর হইল নন্দন। মদন বলিয়া নাম রাখেন তখন ॥ অতঃপর বলি শুন পরেতে রাজন। যেই মতে অন্য বিভা করে নারায়ণ ॥ সত্রাজিত আরাধনা করি দিবা- কর। মণি এক পায়েছিল তাহার গোচর ॥ তাহার অনুজ মণি দিয়াছে যে গলে। মৃগয়াতে গিয়াছিল মৃগয়ার স্থলে ॥ জাম্বুবান মারি তারে কাড়ি লয়ে মণি। আপনার পুত্রগলে দিয়াছে আপনি ॥ এখানেতে পরস্পর বলে সর্ব্ব জন। মণি

হরণ করিয়াছে প্রভু নারায়ণ ॥ শুনিয়া দৈবকী রাম কৃষ্ণেরে কহিল। শ্রবণেতে কৃষ্ণ তবে কুপিত হইল ॥ বলে মা এমন কথা কহে কোন জন। আমি মণি কভু নাহি করেছি হরণ॥ এত বলি রণসাজ করিয়া শ্রীহরি। মণি অন্বেষণে চলিলেন ত্বরা করি ॥ স্বর্গ মর্ত্ত অন্বেষিয়া চলিলা পাতালে। দেখি-লেন মণি জাম্বুবান পুত্রের গলে ॥ দেখিয়া কুপিত হইলেন নরহরি। শিশু কণ্ঠ হৈতে মণি লন ত্বরাকরি ॥ দেখিয়া কুপিত হইলেন জাম্বুবান। চড়চাপড় মুষ্টাঘাত করেন প্রদান॥ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তবে কুপিত হইল। জাম্বুবান প্রতি তবে বাণ প্রহারিল ॥ হারিয়া রণেতে তবে বীর জাম্বুবান। ধ্যানেতে জানিল তবে ইনি ভগবান ॥ ত্যাগ করি সমর করয়ে স্তব স্তুতি। বিবাহ দিলেন তবে কন্যা জাম্বুবতী ॥ সে মণি যৌতুক তবে করেন প্রদান। দ্বারকায় আইলেন প্রভু ভগবান ॥ সত্রাজিত রাজারে দিলেন সেই মণি। মণি পায়ে আনন্দিত হৈল নৃপমণি ॥ সত্যভামা নামে ছিল তাহার কুমারী। তারে দান দিলা মণি সহ ত্বরা করি ॥ সত্যভামা লয়ে তবে নন্দের নন্দন। দ্বারকাতে আইলেন আনন্দিত মন ॥ তিন জনে বিবাহ করেন নারায়ণ। অপ-রেতে মহারাজ করহ শ্রবণ ॥ নরক রাজারে মারি প্রভু যদুপতি। ষষ্ঠিশত কন্যা বিভা করে শীঘ্রগতি ॥ ক্রমে ক্রমে যদুবংশ বাড়িতে লাগিল। মদনের সহ রতি বিভা দেয়া-ইল ॥ অনিরুদ্ধ নামে হয় মদন নন্দন। উষাবতী কন্যা তবে

করিল হরণ॥ বাণ সহ শ্রীকৃষ্ণের মহাযুদ্ধ হয়। শেষে বাণ কন্যা সহ করে পরিণয়॥ দ্বারকাতে লয়ে গিয়া কমলার পতি। অনিরুদ্ধ বিভা দিল লয়ে উষাবতী॥ তাহার হইল পুত্র যদুনাম ধরে। যদুবংশ বলি নাম খ্যাত চরাচরে॥ এই কহিলাম যদুবংশ উপাখ্যান। দাসে ভণে এবে শুন যজ্ঞ বিবরণ॥

উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন।

এখানেতে বনমালী বিচারিয়া মনে। উদ্ধবেরে পাঠাইয়া দেন বৃন্দাবনে॥ মহাজ্ঞানী উদ্ধব সে মহা ভক্তচর। প্রণাম করিল ভূমে দেব গণেশ্বর॥ শ্রীকৃষ্ণে প্রণাম করি রথে আরোহিল। বায়ুবেগে রথ বৃন্দাবনেতে চলিল॥ ক্রমে ক্রমে দেখে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া স্থান। দেখিল নন্দের পুরী রতনে নির্ম্মাণ॥ মণিময় পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কত শত চন্দ্রকান্ত মণিতে মণ্ডিত॥ রথে হৈতে নামিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশিল। কৃষ্ণ ভাবি নন্দরাণী ধাইয়া আইল॥ দিলেন উদ্ধব আপনার পরিচয়। বলে কুশলেতে আছেন তোমার তনয়॥ আসিবেন যদুরায় কিছু দিন পরে। অগ্রে পাঠালেন মোরে মথুরানগরে॥ তোমাদের কুশল আগেতে কহ মোরে। শুনিয়া যাইব আমি মথুরানগরে॥ যশোদা বলেন বাছা কি কহিব আর। কৃষ্ণ বিনে দেখ মোর অস্থি-

চৰ্ম্ম সার ॥ দুটি চক্ষু হইয়াছে এক্ষণেতে অন্ধ। দিবা রাত্রি ডাকিতেছি কিবল গোবিন্দ ॥ বৃন্দাবন বাসী সব বিনে কৃষ্ণধন। পশু পক্ষ সকলেতে করিছে রোদন ॥ শব্দ নাহি সকলের নিস্তব্ধ শরীর। কেবল হয়েছে বৃদ্ধি যমুনার নীর॥ এতবলি যশোমতী করেন রোদন। প্রবোধ বচন দেন শ্রীদাম তখন ॥ এমন সময়ে আইল নন্দ উপানন্দ। শ্রীকৃ-ষ্ণের রথ দেখি মনে হয় সন্ধ ॥ উপানন্দ প্রতি তবে কহে নন্দ রাজ। কেন ভাই দক্ষিণ আঁখি নৃত্য করে আজ ॥ আমার গোপাল বুঝি এসেছে ব্রজেতে। নৃত্য করিতেছে চক্ষু তাহার জন্যেতে ॥ হেনকালে দেখে রথ রাজপথ পরে। দ্রুতগতি আইল নন্দ আপনার ঘরে॥ কুশল জিজ্ঞাসা করে উদ্ধব তখন। একে একে উদ্ধব কহিল বিবরণ ॥ যশোমতী মিষ্ট অন্ন আনি যত্ন করে। শ্রীদামের করে দেন সানন্দ অন্তরে ॥ ভোজন করেন সুখে শ্রীদাম তখন। তদন্তর অন্ন আদি করেন ভোজন॥ ভোজন পরেতে নিদ্রা যান পালঙ্কেতে। উঠিলেন নিদ্রা হৈতে বৈকাল পরেতে ॥ ক্রীড়া স্থান শ্রীকৃষ্ণের করে দরশন। একে একে দেখিতে লাগিল যত বন ॥ তদন্তর উত্তরিলা শ্রীরাস মণ্ডলে। দেখেন রাসমণ্ডল অতি কুতূহলে ॥ চন্দ্রের মণ্ডল যেন বর্ত্তুল আকার। সেই মত শ্রীরাসমণ্ডল শোভা তার ॥ যমুনা নদীর তীরে করেন গমন। নানাবিধ বৃক্ষ শোভা মালতীর বন ॥ কেতকী মাধবী বন করি প্রদক্ষিণ।

বকুল অশোক বন অতি সে নবীন॥ নাগেশ্বর বিপীন লবঙ্গ শাল তাল। পনস রসাল রম্য লাঙ্গুলী হিন্তাল॥ রত্নের সোপানযুক্ত অনেক মন্দির। অমূল্য রত্ন কলস তারপর স্থির॥ পতাকা শোভিত তাহে বিচিত্র গঠনে। শ্বেত চামরেতে হয় শোভিত দর্পণে॥ রত্নের কপাট সিংহ-দ্বার দরশন। দ্বার পরে হেরে চিত্র বৃন্দাবন বন॥ কদম্ব বকুল পুষ্প অতি সুশোভন। বস্ত্র হরণের হেরে কদম্ব কানন॥ শ্রীদাম সে দ্বার পরে করিয়া লঙ্ঘন: দ্বিতীয় তৃতীয় দ্বারে করেন গমন॥ পাইল চতুর্থ দ্বার সর্ব্ব দ্বারো-ত্তম। তার পরে দেখে দ্বার বিচিত্র পঞ্চম॥ ষষ্ঠদ্বার হেরে পরে সর্ব্ব রুচি পর। রাম রাবণের যুদ্ধ চিত্র মনোহর॥ বিষ্ণু দশ অবতার লেখা ঝলমল। তার পর দেখিল অনেক রম্যস্থল॥ যমুনা পুলিন দেখে অতি সুশোভিত। ষষ্ঠদ্বাব সহস্র গোপীতে সুরক্ষিত॥ রতনে নির্ম্মাণ কত বসন ভূষণ। হীরাযুক্ত রত্ন দণ্ড করেতে শোভন॥ মণি মাণিক্যের কত নানা অলঙ্কার। মাধবী নামেতে সখি প্রধান রাধার॥ উদ্ধবের কুশল জানায় সমাদরে। প্রত্যুত্তর উদ্ধব করেন তদন্তরে॥ তদন্তর শ্রীরাধার গৃহে উপনীত। যথায় বসিয়া রাধা সখীতে বেষ্টিত॥ দেখিলেন শ্রীরাধার কৃশাঙ্গী দুর্ব্বলা। অতি দীনা তনু ক্ষীণা যেন চন্দ্রকলা॥ শয়ন পদ্মপত্রেতে শোকেতে মূর্চ্ছিত। কান্দেন সর্ব্বদা কৃষ্ণে স্মরিয়া ত্বরিত॥ ওষ্ঠাধর শুষ্কশ্বাস বর্জ্জিতা মায়ায়। উদ্ধব

প্রণাম আসি করিলেন পায় ॥ মহেশ্চন্দ্র দাসে ভণে শ্রীকৃষ্ণ চরিত। শ্রবণে দুরিত নাশ অমীয় মিশ্রিত ॥

উদ্ধব রাধাকে স্তব করেন।

প্রেমানন্দে করযোড় করিয়া উদ্ধব। নানামতে শ্রীরাধারে করিতেছে স্তব ॥ বলে রাধা পদাম্বুজ ব্রহ্মাদি বন্দিত। তব কীর্ত্তি কীর্ত্তনেতে ভুবন পতিত ॥ নম গোলোকবাসিনী চন্দ্রাবতী সতী। শতশৃঙ্গ নিবাসিনী রাধিকা শ্রীমতী ॥ তুলসীবন বাসিনী নমো বৃন্দাবলী। শ্রীরাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী সারস্থলি ॥ নমো বৃন্দা বিরজার তীর নিবাসিনী। নমো নমো কৃষ্ণা বৃন্দাবন নিনাদিনী ॥ কৃষ্ণ প্রিয়া শান্তা কৃষ্ণ বক্ষঃস্থল স্থিতা। কৃষ্ণ কান্তা নম নম ভক্তগণ হিতা ॥ নম বৈকুণ্ঠ বাসিনী মহালক্ষ্মী সতী। বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী নম সরস্বতী ॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্য অধিষ্ঠান দেবী গো কমলা। পদ্মানাভি প্রিয়া পদ্মা নমামি বিমলা ॥ মহাবিষ্ণু জননী যে প্রণাম পরমা। নমো সিন্ধুসুতা দেবী মর্ত্তে রূপ রমা ॥ নারায়ণ প্রিয়া তুমি স্বরূপ সম্পদা। নমো বুদ্ধিরূপা নমো তুমি গো জ্ঞানদা ॥ সৌন্দর্য্য সুন্দরীত্তম নমো পদযুগে। সর্ব্বদেব তেজ রূপা পূর্ব্বে সত্যযুগে ॥ নমো প্রকৃতিতে অধিষ্ঠাত্রী নারায়ণী। প্রণমামি তুমি দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ॥ নমো গো ত্রিপুর। সারা ত্রিপুরা হারিণী। নমামি সদ্গুণা

সুদ্ধ সত্য স্বরূপিণী ॥ নমো গৌরী গৌরী লোকে সদা নিবাসিনী। কৈলাস বাসিনী তুমি শিব স্বহায়িনী ॥ দয়া নিদ্রা শান্তি ধৃতি ক্ষমা লজ্জা নম। ক্ষুধা শ্রদ্ধা শান্তি ক্লান্তি নম শক্তিত্তম ॥ নমো নমো সিদ্ধি বিদ্যা সৃষ্টি স্থিতি করা। সংহার রূপিণী মহামায়া সর্ব্বহরা ॥ নম ভয়া অভয়া নমামী মুক্তিপ্রদা। নম স্বাহা ক্ষুধা শান্তি সুকান্তি সর্ব্বদা ॥ শুন ওগো রাসেশ্বরী নম নম নম। বহ্নিতে দাহিকা সূর্য্যে প্রভা অনাত্তম ॥ শোভারূপা পূর্ণচন্দ্রে সরত কমলে। ভেদ নাই যেন দুগ্ধধারা জলে জলে ॥ সেই মত গন্ধ ভূমে জলে শৈত্যময়। শব্দ যেন আকাশেতে সূর্য্য তেজচয় ॥ লোকে বেদে পূরাণেতে এরূপ নির্ণয়। সেই মত রাধা মাধবেতে ভেদ নয় ॥ এতবলি স্তুতি করি করি যোড় কর। প্রসন্ন হইলা দেবী উদ্ধব উপর ॥ উদ্ধবের কৃত স্তব যেই পাঠ করে। ইহলোকে সুখে হরি পূরে যায় পরে ॥ রোগ শোক নাহি তার থাকে যে কখন। অনায়াসে হয় তার পাপ বিমোচন ॥ নির্দ্ধনেতে পায় ধন অপুত্রের তনয়। চরমেতে নাহি থাকে সমনের ভয় ॥

রাধার খেদ ও উদ্ধবের আশ্বাস।

শ্রীরাধা তাহার পরে, বলেন উদ্ধব তাঁরে, সত্য নাকি আসিবেন হরি। উদ্ধব মম নিকটে, বল বল অকপটে,

ত্যজি মনে ভয় পরিহরি। শত কুপ হইতে বাপী, শ্রেষ্ঠ শত গুণে স্থাপী, যাগ যজ্ঞ অতি শ্রেষ্ঠতর। যজ্ঞ হৈতে শত গুণ, পুত্র শ্রেষ্ঠ হয় শুন, পুত্র হইতে সত্য হয় বর॥ সত্য সম নাহি ধর্ম্ম, মিথ্যা সম পাপ কর্ম্ম, উদ্ধব নাহিক ভূমণ্ডলে। মাতা হইতে বন্ধুতর, মন্ত্রদাতা গুরুপর, কেহ নাহি বলি তব স্থলে॥ উদ্ধব শুনি তখন, বলে বিনয় বচন, সত্য সত্য আসিবে শ্রীহরি। সেই শ্যামল মূরতী, হেরিবে গো মহাসতী, নয়ন কমলে গো সুন্দরী॥ তব মনস্তাপ যাবে, প্রাণকান্ত দেখা পাবে, চন্দ্রমুখ সেই শ্রীহরিরে। পাপ তাপ দুঃখ শোক, সকলি হইবে লোপ, মিছে শোক করহ শরীরে॥ নানা সুখ ভোগ করি, দুঃখ চিন্তা পরিহরি, স্থির হও ব্রজ রাজেশ্বরী। কেন তুমি শোক কর, শ্রীরাধেগো ধৈর্য্য ধর, বিরহ আক্ষেপ ক্ষয় করি॥ না কান্দগো ঝুরি ঝুরি, আমি যাই মধুপুরী, বুঝাইব হরিকে যতনে। আর না কর বিষাদ, পূরাইব মনোসাধ, অন্য কায কর গো ভবনে॥ বিদায় দেহ জননী, পূর্ণচন্দ্র নিভাননী, যাই আমি হরি সন্নি-হিত। তব বিরহ বৃত্তান্ত, বুঝাইব যথা কান্ত, বিনয় করিয়া যথোচিত॥ অতিশয় খেদ করি, বলিছেন ব্রজেশ্বরী, যদি বাছা যাবে মথুরায়। মোর দিব্য বলি তোরে, ভুলিওনা গিয়া মোরে, দুঃখ কবে যথা শ্যামরায়॥ আমার দুঃখ রোদন, কিঞ্চিৎ কর শ্রবণ, শুন বাছা সুস্থির হইয়া। বিস্মৃত হও বা পাছে, কহিবে কান্তের কাছে, সে তোমাবে

দিল পাঠাইয়া॥ নারীর মন বেদনা, না জানে পণ্ডিত জনা, শাস্ত্রে হেন আছে নিরূপণ। বেদনা বলিতে পারে, শাস্ত্রে কি কহিব তারে, বলিয়াছি কৃষ্ণের সদন॥ কিবা ভবন কানন, মনুষ্য কি পশুগণ, কিছু ভেদ নাহিক আমার। কিবা জল কিবা স্থল, হিম কিম্বা দাবানল, দিবা নিশি স্বপন আকার॥ আর কি কব তোমারে, নাহি জানি আপনারে, আর রবি শশির উদয়। শুনহে উদ্ধব ধীর, তব মুখে বার্ত্তা স্থির, শ্রবণে চেতন এ সময়॥ হেরি কৃষ্ণ অবয়ব, শুনিয়া মূরলী রব, ত্যজি লাজ কুলের গৌরব। চিন্তা করি ও চরণ, পাইয়াছি প্রাণ ধন, জগদীশ পরেশ মাধব॥ না জানি মায়ায় তাঁর, প্রকৃতির পর সার, জানি গোপপতি সে আমার। যাহার চরণ রজ, সুরাসুর কমলজ, ধ্যান করে ব্রহ্ম তেজ সার॥ হেন প্রভু নিরাঞ্জনে, আমি কোপে মনে মনে, করিয়াছি কতই ভৎর্সন। সেই সব কথা শূল, হৃদয়েতে হানে হুল, বিচ্ছেদের জ্বালায় এখন॥ সেথা তাঁর শ্রীচরণ, অথবা গুণ কীর্ত্তন, সভক্তিতে পূজা কিবা ধ্যান। অভিমানে মত্ত হয়ে, পরেশেরে না চিনিয়ে, করিয়াছি তাঁরে হত জ্ঞান॥ তথাপি মম মঙ্গল, সর্ব্ব হর্ষায়ু কুশল, হরি মোরে করেছেন প্রদান। সাদরে বসায়ে ক্রোড়ে, কতই সোহাগে মোরে, পীতবাসে মুছাতেন বয়ান॥ কিন্তু অপরে উদ্ধব, এই করিলা কেশব, হৃদে তার বিরহ যাতন। দিয়াছে আমার তরে, সদাই জ্বলে

অন্তরে, দিবা নিশি যেন হুতাশন ॥ হইবে কি ক্রীড়া আর, পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার, নির্জ্জনেতে লয়ে সঙ্গ তার। সে রূপ আর প্রণয়, কখন হবার নয়, অনুমান করি এই বার ॥ বুঝি সে নন্দ নন্দনে, শ্যামল অঙ্গ চন্দনে, আর নাহি করিব ভূষণ। বনমালা গলে দিয়া, আনন্দে মগন হৈয়া, কবে হবে সে মুখ দর্শন ॥ মালতী কেতক বন, চারু চম্পক কানন, এ সকল বন রম্যস্থলে। পুনঃ কি যাইব রঙ্গে, শ্যাম নটবর সঙ্গে, আনন্দেতে শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ রম্য রম্য বৃন্দাবনে, মাধবী মধু কাননে, সঙ্গে লৈয়া শ্রীমধুসূদন। পুনঃ কি ঘটিবে আর, এই কপালে আমার, শ্যাম সঙ্গে করিব ভ্রমণ ॥ নির্জ্জনে যমুনা জলে, কৃষ্ণ সহ কুতূহলে, সখীগণ মিলিয়া সাদরে। রাস ক্রীড়া সরোবরে, লয়ে সে সব নাগরে, বিবাহ করিব প্রেমভরে ॥ মলয়ে রত্ন মন্দিরে, শ্রীখণ্ড বন সমীরে, অতি মনোরম্য সরোবরে। কবে সে প্রভুর সনে, ভ্রমণ করিব বনে, একান্ত বাসনা এ অন্তরে ॥ এতবলি শ্রীরাধিকা, বিরহে কাতরা ধিকা, কৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান করি। মহেশচন্দ্র দাসে কয়, কৃষ্ণ লীলা শুভদয়, চরমেতে কালভয় তরি ॥

উদ্ধব রাধাকে প্রবোধ দেন।

উদ্ধব রাধায় তবে দেখি অচেতন। নানান প্রকার করে তাঁহারে চেতন ॥ তব নাম শরণেতে ব্যাধি হয় নাশ।

ভক্তের হৃদয় মধ্যে সদা কর বাস ॥ সুরাসুর ঋষিগণ তব গুণ গায়। শ্রীকৃষ্ণ বিহনে রাধা কে জানে তোমায় ॥ এই মত রাধারে উদ্ধব ততক্ষণ। নানাবিধ প্রকারেতে করায় চেতন ॥ রাধাকে মূর্চ্ছিত হেরি মাধবী গোপীকা। উদ্ধবেরে পাছে করি বলে খেদাধিকা ॥ রাধার নিকটে বসি সজল নয়নে। মাধবী রাধারে বলে বিনয় বচনে ॥ দিবা নিশি কেন কর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ। কিবা দুঃখ কর তুমি গৌরব নাশন ॥ কোথা বাস পীতবাস কাহার সন্তান। মিছামিছি কেন কর তাহার বাখান ॥ তুমি কি ভাব গোপনে সে নন্দ নন্দন। আত্মহৈতে নহে কেহ প্রিয়তম জন ॥ আত্মরক্ষা কর যত্নে শুন গো বচন। সর্ব্বদা করিবে সবে আত্মসংরক্ষণ ॥ মালাবতী বলে রাধে একি আচরণ। তোর ধিক নিলাজ গো বিফল জীবন ॥ জগতে রমণী মধ্যে যশ কৈলি ক্ষয়। সম্বরণ করণীয় নয়নে উভয় ॥ অন্তরেতে পতিভাব ভাবহ গোপনে। হৃদে চিন্ত চিন্তামণির চারু চন্দ্রাননে ॥ শুন ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ শত্রুর লক্ষণ। দুঃখে ফেলি তোমারে করেছে পলায়ন ॥ কুল হৈতে বাহির করিয়া তোমা পরে। বিসর্জ্জন করিয়াছে শোকের সাগরে ॥ যদি নিজ প্রাণ তব রাখগো এখন। কালেতে কৃষ্ণের সঙ্গে হবে দরশন ॥ চন্দ্রমুখী বলে হায় কাতর অন্তর। প্রাক্তনেতে সর্ব্ব শুভ সুখ নিরন্তর ॥ বিপদ সম্পদ দুঃখ শোক কর্ম্ম ফলে। সব ঘটে এ ভারতে ব্যক্ত ভূমণ্ডলে ॥ তপেতে

ল’ভিল পতি পরম ঈশ্বর। তবু মদনের বাণে দহে নিরন্তর॥ এ রাধার শত্রু কেন হৈল শশধর। দুরন্ত বসন্ত ঋতু অধিকন্তু স্মর॥ শঙ্কর হইতে দগ্ধ হইয়া মদন। অপরে অতনু তনু করে জ্বালাতন॥ রাহু হৈল নিশাচর নিঃশেষে কবল। তবু দেখ হয় শশী গগনে উজ্জ্বল॥ প্রাক্তনের ফল দেখ অতি চমৎকার। সেই শশী শত্রু হৈল শ্রীমতী রাধার॥ মিত্র শোকে বসন্ত কৃতান্ত পুরে যায়। পুনঃ সে বসন্ত আসি কালান্তকেব প্রায়॥ শুষ্ক তৃণ যেন হেন অবলা শরীর। হুতাশন হয়ে জ্বলে সুগন্ধি সমীর॥ নিরাহার রাধার দেখহ এইক্ষণ। কিছু শ্বাস বহে বুঝি আছয়ে জীবন॥ সকলেতে চেতন করায শ্রীরাধারে। চৈতন্য পাইয়া রাধা স্মরয়ে কৃষ্ণেরে॥ বুঝাইছে কতমত শ্রীদাম আপনি। বলে রাধে ধৈর্য্যধর স্থির কর প্রাণী॥ দিন কত বিলম্বে আসিবে তব কান্ত। তাহার কারণে কেন হইয়াছ শ্রান্ত॥ এতবলি নানাবিধ প্রকারে তখন। শ্রীদাম বলিছে কত মধুর বচন॥

উদ্ধব ব্রজাঙ্গনা প্রশংসাছলে রাধায়
প্রবোধ দেন।

উদ্ধব অপরে, সুপ্রশংসা করে, যত গোপিনী সমীপ। যত দ্বীপচয়, ভূমণ্ডলে হয়, তাহে ধন্য জম্বুদ্বীপ॥ যাহাতে ভারত, বর্ষ পুণ্যবত, সকলে পুণ্যত্মা আর। কত পুণ্যবান,

বণিক সমান, বাণিজ্যের স্থল তার॥ এই পুণ্য স্থলে, শুভ ফল ফলে, ধন্য ধন্য এ ভারত। হায় হায় হায়, কি কহিব তায়, এক মুখে কব কত॥ চরণ পঙ্কজ, অতি পুণ্যরজ, পবিত্র সব গোপীর। যত গোপ কন্যা, সকলেতে ধন্যা, কিবা শোভা ধরণীর॥ সহস্র বৎসর, অতি ঘোরতর, করিয়া তপ ধরায়। সেই পদরজ, নিজে কমলজ, যতনে নাহিক পায়॥ সে রাধাচরণ, ব্রজাঙ্গনাগণ, পাইল অব-লীলায়। নিত্য দরশন, করে গোপীগণ, ধন্য ধন্য গোপী-কায়॥ কৃষ্ণ প্রাণাধিকা, সুধন্য রাধিকা, গোলোকধাম বাসিনী। শ্রীদামের শাপ, ভারতের পাপ, নাশিতে রাজ-নন্দিনী॥ কৃষ্ণ ভক্তগণ, যে যে জন হন, ব্রহ্মা আদি দেব-গণ। তাহার সমান, নাহি পুণ্যবান, ষোল অংশের একাংশ নন॥ অতি যোগ জ্ঞানে, কৃষ্ণভক্ত ধ্যানে, যোগিন্দ্র মণিন্দ্র হর। জানেন রাধিকা, সকল গোপীকা, গোলোকে যাদের ঘর॥ সনৎকুমার, ব্রহ্মা জানে আর, যত সিদ্ধ ভক্তগণ। শ্রীকৃষ্ণ মহিমা, কে করিবে সীমা, সকল বেদে গোপন॥ আমি ধন্য ধন্য, কত কৈনু পুণ্য, যে হেতু আসি গোকুলে। যত গোপীগণ, গুরুতে মনন, হরিভক্তি পাদমূলে। মথুরা না যাব, হেতা সুখে রব, তীর্থ কীর্ত্তির কীর্ত্তন। গোপীদের সম্পাস, হয়ে রব দাস, সদা করিব দর্শন॥ গোপী সম আর, ভক্ত কেবা আর, নাহিক হেরি নয়নে। যে রূপ গোপীর, ভকতি সুস্থির, এরূপ না অন্য জনে॥ এতেক

বলিয়া, প্রণাম করিয়া, উদ্ধব কহে তখন। বিদায় আমায়, দেহ মা ত্বরায়, মথুরা করি গমন॥ উদ্ধব তখন, শ্রীরাধারে কন, কল্যাণী জগত মাতা। হওগো চেতন, শুনহ বচন, আমি গো প্রবোধ দাতা॥ আমি কৃষ্ণভক্ত, তাহে অনুরক্ত, কিঙ্করের এ কিঙ্কর। প্রসন্না জননী, হওগো এখনি, যাই মথুরা নগর॥ নহিগো সতন্ত্র, কৃষ্ণ সার মন্ত্র, তাঁহার মত চলন। পরাধীন হেন, দারুময়ী যেন, যোষিতাগণ তেমন॥ যেন বৃষচয়, বসিভূত হয়, বৃষবাহের সতত। জননী তেমন, ভাব সর্ব্বজন, শ্রীকৃষ্ণের অনুগত॥ ত্রিপদীর ছন্দে, কহে মহেশচন্দ্রে, রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণে। চরম কালেতে, মোর হৃদয়েতে, দেখা দিবে দুই জনে॥

রাধা উদ্ধবকে জ্ঞান কহেন।

চেতন করায়ে তবে রাধারে তখন। গমনে উদ্যত হন মথুরা ভবন॥ বিদায় হইতে যান রাধা পদতলে। বলে মা ত্বরায় যাব মথুরা মণ্ডলে॥ বলেন মাধবী গোপী উদ্ধবে তখন। প্রেমেতে বিহ্বল বালা সজল নয়ন॥ উদ্ধবের প্রতি তবে বলিছে বচন। শুন বৎস উদ্ধব থাকহ এইক্ষণ॥ তোমারে যখন রাধে বিদায় করিবে। অনুমতী লয়ে তুমি মথুরা যাইবে॥ বসিলেন মাধবী উদ্ধবে এ বলিয়া। উদ্ধব বলেন বাণী রাধা সম্বোধিয়া॥ বারে বারে একা করে ভবে যাতায়াত। পুরুষ স্বকর্ম্মভোগে শুভ কি ব্যাঘাত॥

কর্ম্মেতে উৎপত্তি জীব কর্ম্মে হয় লয়। সুখ দুঃখ ভয় শোক কর্ম্মে উপচয় ॥ জিব ভোগ অবশেষে কর্ম্ম ভোগান্তরে। কর্ম্ম ভূমে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে॥ রত্নাদি আমার যাহা কৈলে বিতরণ। সঙ্গে নাহি যাবে ইথে নাহি প্রয়োজন॥ ভবাব্দিজননী তুমি হওগো তারিণী। কৃষ্ণ কর্ণধার পার করেন জননী॥ কিছু জ্ঞান দেহ মোরে ভবাব্দিতারণে। তবে যাই মথুরাতে কৃষ্ণ দরশনে॥ দেবত. মনুষ্য মাগো যে যে কাল গতি। ব্রহ্মলোক তার উদ্ধ কি মত বসতি॥ এসব দুস্তর ঘোর উদ্ধার হইয়া। শ্রীহরির পদপরে যন্ত্রণা ছাড়িয়া॥ ইহার উপায় বল কমল নিলিয়া। দীনদাস প্রতি মাগো কহ বিস্তারিয়া॥ ব্রহ্মা ঈশ শেষ আর যত দেবগণ। দূরে থাকি দিবানিশি ভাবে শ্রীচরণ॥ হেন শ্রীকৃষ্ণের তুমি বক্ষঃস্থল স্থিতা। বল জ্ঞান তারিণী গো হয়ে কৃপা স্বিতা॥ উদ্ধব বচনে হাসি কমল নিলয়া। বস্ত্রে নেত্র বারি পুঁছি কহেন হাসিয়া। আমারে এসব কথা জিজ্ঞাস উদ্ধব। আমি কি বলিব তোমায় জ্ঞান কথা সব॥ স্ত্রীজাতি অবলা বালা নাহি কোন জ্ঞান। ইথে কি বলিব জ্ঞান তব বিদ্যমান॥ শুদ্ধ কাল গতি বাছা জানেন শ্রীহরি। কিছু জানে ব্রহ্মা ঈশ শেষ যত্ন করি॥ চারিবেদে কিছু জানে শুনরে নন্দন। তাঁর আজ্ঞা অনুসারে যত ভক্তগণ॥ উদ্ধব গোলোক পূর্ব্বে শ্রীরাসমণ্ডলে। শ্রবণ করেছি কৃষ্ণ বদন কমলে॥ গোলোক বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মলোকে মহামতি। দেখিয়াছি কালগতি বলিব

সম্প্রতি।। নর পিতৃদেব আর ব্রহ্মলোকাদির। বহ্নি-লোক ব্রহ্মাণ্ড হইতে ওহে ধীর।। পাতালগণের নিদারুণ কাল গতি। যে উপায় করে সব পণ্ডিত সুমতি।। আমি বলি উদ্ধব তা করহ শ্রবণ। যে কহিলা গোলোকেতে প্রভু নারায়ণ।। কাল কাল জগন্নাথ যে করে ভজন। নির্গুণ নিরিহ ঈশ পরম পাবন।। মনুষ্যের আত্মা গুণ যে করে বর্ণন। যে আত্মা বিহনে দেহ সদ্য নিপাতন।। তাহাকে সেবিয়া কাল গতি এ দুস্তার। ত্রাণ হয় বিনে গতি নাহি দেখি তাঁর।। ব্রহ্মা.র মানষ পুত্র দেখ চারি জন। সনকাদি ভগবান সুস্থির জীবন।। রুদ্রাদিগণের নিত্য আয়ূ সুনিশ্চয়। জ্ঞানির গুরুর গুরু এ সকল হয়।। পঞ্চবর্ষ শিশু যেন হীন উপনীত। দিগাম্বর মৃদু হাসি অভ্যন্তরক্ষিত।। কৃষ্ণ ধ্যানেতে পুত তীর্থ পুত আর। এ সব বৈষ্ণবগণ অতি চমৎকার।। বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে হইয়া বিহীন। ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করে নিশি দিন।। বাহ্যে পূজা হীন মানষিক পূজান্বিত। মৃত্যুঞ্জয় এ সকল কাল ব্যালর্জ্জিত।। সনক সনন্দ আর তৃতীয় সনাতন। সনৎকুমার নিত্য যে করে সেবন। তীর্থ স্থান ফল লভে কৃত পাপ ক্ষয়। হরি ভক্তি আর হরিদাস লাভ হয়।। মৃকণ্ডুবাল দেখ কর্ম্মে দ্বিজত্তম। লক্ষ বর্ষ ছিল তার আয়ুর নিয়ম।। হরি সেবি পরে সপ্ত কল্প জীবি হয়। হরির গুণ মাহাত্ম বেদে সংখ্যে নয়। বোঢ়ু পঞ্চ শিখ দেখ আসুরীলোমস। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি হরি

পূজাতে মানষ ॥ রতিমতি রাখি কৃষ্ণ চরণ কমলে। সত
কল্প আয়ু পায় কৃষ্ণ নাম ফলে ॥ জামদগ্নি সুত রাম পবন
নন্দন। বলি ব্যাস অশ্বথামা আর বিভীষণ ॥ কৃপাচার্য্য জাম্বু-
বান ইহারা সকলে। চিরজীবি হইলেন হরি নাম ফলে ॥
হরি দ্বেষী দিয়ন্য কশিপু নন্দন। প্রহ্লাদ যে আদি করি
দেখ বিচক্ষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্ত পরম পণ্ডিত। কৃষ্ণ
ভাবি চিরজবি হৈল কাল জীত ॥ এরূপ অসংখ্য কত
আছয়ে উদ্ধব। চীরজীবি হইয়াছে ভজিয়া মাধব ॥ অনেক
জন্মের পরে ভবে জন্ম হয়। হরি ভক্তি হীন পাপী মূঢ়
দুবাশয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যেবা বিষয়েতে রত। আপন
ইচ্ছায় বিষ ভূঞ্জে অবিরত ॥ কার নারী কার পুত্র কেকার
বান্ধব। বিপদেতে কৃষ্ণ বিনে বন্ধু কে উদ্ধব ॥ পূর্ণ ব্রহ্মময়
হরি শ্রীনন্দেব নন্দন। কালের নিস্তার পায় শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
যাহা জানি কিঞ্চিৎ তা করহ শ্রবণ। নর পিতৃ সুর আর
ব্রহ্মার যেমন ॥ মহা বিরাট সর্ব্ব হৈতে স্থূল পর হয়।
যাঁর লোমকুপেতে অসংখ্য বিশ্বচয় ॥ পরমাণু সর্ব্ব হৈতে
সূক্ষ্ম অতিশয়। সর্ব্ব কালারম্ভাত্মকা ন্যূহ বলি কয়। শেষ
হৈতে অতি শেষ অনেকাংশযুত। ইথে বলে পরমাণু
জানিবে অদ্ভুত ॥ পরমাণু সূক্ষ্মতা যে এই হেতু কয়।
মনুষ্য ঐক্য ভাবিতে মন ভ্রম হয় ॥ পরমাণুদ্বয়ে এক অনু
বলি কয়। তিন অনু হৈলে এক রেণু সুনিশ্চয় ॥ ত্রিশরেণু-
ত্রয়ে ত্রুটি কন মুনিগণ। শতেক ত্রুটিতে এক বেদ নিরূপণ ॥

তিন বেদ হৈলে তাবে বলে এক লব। ত্রিলবে নিমেষ হয় শুনহে উদ্ধব॥ তিন নিমেযেতে এক ক্ষণ পরিমাণ। সপ্ত-ক্ষণে এক কাষ্টা বলেন ধীমান॥ দশ কাষ্ঠা পরিমাণে লঘু সুনিশ্চয়। পনের লঘুতে এক দণ্ড বলি কয়॥ যট্‌পম তাম্রেতে পাত্র নির্ম্মাইবে ধীর। চতুর্থ অঙ্গুলী পার্শ্বে বিশেষে গভীর॥ সর্ষপ প্রমাণ ছিদ্র করিবেক তলে। তাহার পরেতে তারে ভাসাইবে জলে॥ সেই পাত্র জল-প্লুত হইবে যখন। সেই কাল মাত্র আন দণ্ড নিরূপণ॥ দুই দণ্ডে মুহূর্ত্ত এ আছয়ে নির্ণয়। ষষ্ঠী দণ্ডাত্মিকে তিথি বটে সুনিশ্চয়॥ তার অষ্ট ভাগে হয় প্রহর প্রমাণ। চারি জামে রাত্রি চারি জামে দিবামান॥ পনের তিথিতে এক পক্ষ বলি কয়। শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে পক্ষদ্বয় মাস হয়॥ দুই মাসে ঋতু-দ্বয় ঋতু বর্ষমিত। বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিম শীত॥ পঞ্চবিধ বৎসর জানিবে নিরূপণ। করিলেন কাল জ্ঞাত পণ্ডিত যে জন॥ এই কহিলাম রে উদ্ধব মতিমান। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মুক্তি জানিহ প্রমাণ॥ এক ধ্যানে এক মনে যেই পুণ্য জন। কৃষ্ণের যুগল পদ করয়ে পূজন॥ তাহাব নাহিক জন্ম হয় এ ধরায়। সত্য কহিলাম কথা উদ্ধব তোমায়॥

উদ্ধবের প্রতি রাধার খেদ উক্তি।

মহা খেদাধিকা, বলেন রাধিকা, যাও বাছা মথুরায়।

যথায় মাধব, তথায় উদ্ধব, বলিবেরে সমুদায় ।। যাহাতে গোবিন্দ, চরণার বিন্দ, পাই আমি দরশন। কররে ত্বরায়, নহে প্রাণ যায়, কৃষ্ণ বিরহ যাতন ।। বৃথা জন্ম যায়, আশার আশায়, আশা সে পরম দুঃখ। শুনহে উদ্ধব, তুমি জান সব, নৈরাশ্য পরম সুখ ॥ আশার পিঙ্গলা, বেশ্যার নিষ্ফলা, হইল সব জনম। দিল ক্লেশ যুক্তা, হয় জীব মুক্তা, ভাবিয়া পুরুষোত্তম ।। রাধা এ বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, হইলেন সকাতরা। খেদ পারাবারে, নেত্র জলধারে, হইল স্নিগ্ধ অম্বরা ॥ স্তুতি নতি দ্বারে, প্রণমি রাধারে, উদ্ধব করে গমন। অতি ত্বরান্বিত, হয় উপনীত, যশোদার, স্বভবন॥ এথা শ্রীরাধিকা, খেদিতা অধিকা, হৈলা মূর্চ্ছা পতন। ত্যজিয়া চেতন, হইল তখন, কৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন মন ॥ পদ্ম পঙ্কজলে, শয়ন সজলে, নেত্রাশ্রু সলিল পরে। থাকে গোপীগণ, সবে দুঃখ মন, বসি রাধার গোচরে ॥ পঙ্কজের দল, যে ছিল সরল, সেই রাধার শয়নে। রাধাঙ্গ স্পর্শনে, ভস্ম হয় ক্ষণে, তনুর তাপে দহনে ।। গোপীরা সকলে, পুনঃ স্নিগ্ধ স্থলে, রাখে চন্দন শীতলে। শীতল না রয়, তাহে শুষ্ক হয়, রাধার অঙ্গ অনলে ।। নিমিষেতে শত, যুগ হয় গত, ভাসে খেদান্বিত নীরে। হায় প্রাণ যায়, উদ্ধব ত্বরায়, দেখাও আনি হরিরে ।। এ বলি বচন, করেন রোদন, হইযা হত চেতনা। রাধা কোলে করি, যত সহ-চরী, কান্দিতেছে ব্রজাঙ্গনা ।।

ব্রজের দুরবস্থা উদ্ধব কৃষ্ণকে কহে।

মুনি বলে তদন্তর করহ শ্রবণ। যশোদা প্রণামি করে উদ্ধব গমন॥ তালবন বামে তবে রাখিয়া ত্বরায়। আনন্দেতে উদ্ধব আইল যমুনায়॥ তথা করি স্নান দান মন কুতূহলে। উপনীত হইলেন মথুরা মণ্ডলে॥ বটবৃক্ষমূলে একা দেখেন গোবিন্দ। বন্দনা করিল আসি চরণাব বৃন্দ॥ উদ্ধবের প্রফুল্ল দেখিয়া জনার্দ্দন। আনন্দিত হইয়া বলেন ততক্ষণ॥ আইস হে উদ্ধব সখা আছেত কল্যাণে। প্রাণাধিকা রাধা কিবা আছয়ে পরাণে। কুশল বলহ সব যতেক গোপীর॥ বিরহ জ্বালায় সবার বাঁচে কি শরীর। গোপ শিশু গাভী বৎস আছে কি প্রকার॥ পুত্র খেদে কিবা দশা মাতা যশোদার॥ বল বন্ধু তোমা হেরি মাতা কি বলিলে। তুমি মা যশোদা প্রতি কি বোল কহিলে॥ তাহার উত্তর মাতা কি দেন তোমায়। বিশেষিয়া সেই বাক্য বলহ আমায়॥ উদ্ধব বলেন দেখি যমুনার জল। বৃন্দাবন বন দেখি শ্রীর'সমণ্ডল॥ নিকুঞ্জ কুটীর হেরি ক্রীড়া সরোবর। কুসুম উদ্যানে দেখি অতি মনোহর॥ উদ্ধব প্রাণের সখা বলহ সকল। শ্রবণ করিয়া মোর পরাণ চঞ্চল॥ মা যশোদার সঙ্গে হয় কি কি আলাপন। প্রেম অনুরাগ রাধা আছে কি এখন॥ আমারে কি মনে করে যশোদা রোহিণী। স্মরণ কি করে মোরে রাধা বিনোদিনী॥ গোপ আর গোপীর বালক যত জন। আমারে কি বন্ধু তারা করয়ে

স্মরণ ॥ ভাণ্ডির বটমূলেতে ব্রজ শিশুগণ। আমা বিনে ক্রীড়া তারা করে কি এখন ॥ এই রূপ বাক্য শুনি শ্রীমুখে হরির। ভগবান প্রতি কন উদ্ধব সুধীর ॥ যে কহিলে নাথ সব করেছি দর্শন। দুর্দ্দশা বর্ণনা করি যত গোপী-গণ ॥ নির্জ্জনে আছেন রাধা সখাগণ স্থলে। পঙ্কজে চন্দন জলে পঙ্কজের দলে ॥ ভূষণ বিহীনা শীর্ণা আছেন শয়নে। মলিন বদন ক্ষীণা হেরিনু নয়নে ॥ সখিগণে করে শ্বেত চামর বাতাস। ক্ষণে ক্ষণে বহিতেছে নাসাতে নিশ্বাস ॥ কৃষোদরী নীরাহারা ক্ষণে বাঁচে মরে। শোকান্বিতা সে পীড়িতা বিরহের জ্বরে ॥ কিবা জল কিবা স্থল রাত্রি কি বাসর। নাহি জানে নরপশু বান্ধব অপর ॥ বাহ্য জ্ঞান হীনা ধ্যান তোমার চরণ। রাধার দশার কি করিব নিবে-দন ॥ ত্রিলোকেতে তোমার সুযশ প্রকাশিত। রাধার মরণে হবে অযশ ভাষিত ॥ মহাজ্ঞানি হীন আর দস্যু হয় নরে। সেও নাহি স্ত্রীহত্যার বাঞ্ছা কভু করে ॥ শীঘ্র যাহ জগন্নাথ কদলি কানন। একবার দেখা দিয়ে রাখহ জীবন ॥ জগৎ ছাড়া নহে রাধা তব পরায়ণা। অতি ভক্ত ত্যজ্য নহে রাখে প্রিয়জনা ॥ তোমা বই নাহি জানে রাধা তবা-নহে। চল নাথ বৃন্দাবনে না কর বঞ্চনা ॥ এত শুনি চিন্তিতে লাগিলা নারায়ণ। দাসে ভণে নারদ মুনির আগমন ॥

নারদের দ্বারকা আগমন ও শ্রীকৃষ্ণে ভাবাপন্ন
দেখিয়া জিজ্ঞাসা।

উদ্ধবের মুখে শুনি, রাধার দুঃখ কাহিনী, বিষাদে ভাবেন যদুপতি। বলে আহা বিধুমুখী, আমা বিনে হয়ে দুঃখি, দিবা নিশি ভাবিছ যুবতী। কংস ধ্বংশ ছলা করি, আইলাম মধুপুরী, মোরে কত করিলে বারণ। না শুনিয়া তব কথা, আইলাম আমি হেথা, আমা বিনে আছয়ে কেমন॥ পিতা নন্দ যশোমতী, আমা বিনে ছন্ন মতি, অন্ধ হয়েছেন নয়নেতে। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব, করিতেছে ব্রজে সব, শুনিলাম উদ্ধব মুখেতে॥ ধেনুগণ ঊর্দ্ধমুখে, হাম্বারব, করি ডাকে, আমা বিনে সকলে কাতর। শ্যামলি ধবলি গাই, আছে মম মুখ চাই, আমা বিনে তারা নাহি থাকে॥ গোপ বালক যতজন, আমা বিনে সর্ব্বজন, কি রূপে করিছে কাল যাপন। গোচারণ কি রূপেতে, করে আমা বিহনেতে, খেদে প্রাণ বিদরে এখন॥ হায় হায় হরি হরি, যতেক গোপের নারী, আমা বিনে সকলে কাতর। চন্দ্রাবলি রাজ-বালা, আর বৃন্দে রত্নমালা, আমা বিনে বিষাদ অন্তর॥ ললীতে বিশাখা আর, যতেক গোপা আমার, আমা বিনে সবে দহে মন। আমা বিনে বৃন্দাবন, হইয়াছে যেন বন, পশু পক্ষ সবে অচেতন॥ এরূপে নির্জ্জনে বসি, খেদ করে কালশশী, হেনকালে নারদের গমন। হরি গুণ সংকীর্ত্তনে, হযে ঋষি হর্ষমনে, দ্বারকায় করে আগমন॥ নারদের আগ-

মনে, শীঘ্র উঠি নারায়ণে, পাদ্য অর্ঘ করেন প্রদান। দিলা রত্ন সিংহাসন, বসিলেন তপোধন, জিজ্ঞাসিলা কুশল বিধান॥ বিরস বদন হেরি, নারদ বিনয় করি, বলে প্রভু একি হেরি রীত। হয়ে কমলার পতি, বিষাদিত কেন মতি, একি হেরি, তোমার চরিত॥ বুঝিতে না পারি আমি, তুমিহে গোলোক স্বামী, তোমার আবার কিসের ভাবনা। ত্যজিয়া কপট হরি, বল মোরে সত্য করি, প্রতারণা আমারে কোরনা॥ নারদের শুনি বাণী, হাসি কন চক্র-পাণি, তুমি বাপু মম ভক্তজন। তোমায় কেন মিথ্যা কব, বিবরণ শুন সব, যেই হেতু বিরস বদন॥ জন্মি দৈবকী উদরে, গেলেম নন্দের ঘরে, পুত্র সম পালিল আমায়। যশোমতী স্নেহ ডোরে, বান্ধিয়াছে মম করে, ততধিক পিতা নন্দ প্রায়॥ তাহাতে গোপিনীগণ, আমা প্রতি সর্ব্ব জন, প্রেম ডোরে বান্ধিল সকলে। বিশেষত সে শ্রীমতী, আমা বিনে নাহি মতি, কোন কার্য্য নাহি তার ফলে॥ মোরে দেখিবার তরে, গঞ্জনা সইত ঘরে, দিনে বোধ করি শতবার। কুটীলে কুটিলে মতি, হয়ে অতি ক্রোধ মতি, কত মারিয়াছে অঙ্গে তার॥ তবু সেই রাধা সতী, প্রবোধিয়া তার প্রতি, ছল করি জল আনিবারে। যথা মোরা গোপ শিশু, লইয়া চরাতেম পশু, সেই ঘাটে দেখা পেতেম তারে॥ এক দিন গোপীগণ, রাখিয়া সব বসন, জল কেলী করে গিয়া জলে। আমি গিয়া তদন্তর, হরিয়া

সব অম্বর, রাখিলাম গিয়া বৃক্ষমূলে ॥ কত সাধ্য সাধনাতে, বসন দিনু তাহাতে, তবে গৃহে গেল গোপীগণ। আর শুন তপোধন, গোপীদের বিবরণ, তব প্রতি কহিগো বচন ॥ একদিন তরী পরে, দিলাম গোপী পার করে, দধি দুগ্ধ লইয়া পসার ॥ যত সব গোপীগণ, মথুরায় সর্ব্বজন, বিক্রয় করিতে আগুসার। তার পরে মুনিবর, শুন কথা তদন্তর, করিলাম কালীয় দমন। পিতা নন্দ যশোমতী, গোপিনী সহ শ্রীমতী, কালিন্দীর তীরে আগমন ।। যতেক গোপালগণ, হয়ে ব্যাকুল জীবন, সকলেতে করয়ে রোদন। নিজ কর শীরে হানি, কান্দে যশোমতী রাণী, মোরে কত ডাকে গোপগণ ॥ কালীবে দমন করে, উঠিলাম তার পরে, হেরি মোরে সবে আনন্দিত। দেখি মোর আগমন, হযে রাণী হর্ষমন, ছানা ননী খাওয়ান ত্বরিত ॥ বৃন্দাবন লীলা যত, আমি এক মুখে কত, মুনিবর তব কাছে কব ।। সে সব এক্ষেণে তায়, হইয়াছে স্বপ্ন প্রায়, অন্ধকার হেরিতেছি সব। আছে শ্রীদামের শাপ, পাইতেছি মনস্তাপ, শত বর্ষ হইলে পূর্ণিত ॥ রাধার সহ মিলন, হইবে মোর তখন, ইহা মুনি জানিহ নিশ্চিত। উদ্ধবে ডাকিয়া পরে, পাঠাই বৃন্দাবনে তারে, দেখে ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দাবন ।। নাহিক সে কলরব, হইয়াছে সবে শব, মৃত্যু প্রায় আছে অচেতন। যশোমতী পিতা নন্দ, হইয়াছে দোঁহে অন্ধ, সর্ব্বদাই করিছে রোদন ।। প্যারী পড়ে ধরাসনে, মম নাম করি

বদনে, মম নাম ভাবে মনে মন। অতএব মহামুনি, বল বিশেষিয়া শুনি, কেমনেতে দেখিব রাধায়। কেমনে মাতারে হেরি, পিতা নন্দ আদি করি, কি রূপেতে আনিব সবায়॥ শুনি ঋষি হাসি কয় শুন প্রভু দয়াময়, তোমার অসাধ্য কিবা আছে। দ্বারকায় হলে রাজা, সর্ব্বজনে করে পূজা, নিবেদন করি তব কাছে॥ যজ্ঞ এক কর হরি, মহা সমারোহ করি, পিতা মাতায় কর আনয়ন। শুনি কৃষ্ণ হাসি কন, শুন শুন তপোধন, এক কার্য্য করহ সাধন॥ যাহ তুমি এইক্ষণে, কহগে পিতা সদনে তিনি যজ্ঞে দিলে অনুমতি। তবে পারি করিবারে, কহিনু মুনি তোমারে, এই শুন আমার ভারতী॥ শুনি মুনি হাসি কন, চলিলাম এইক্ষণ, কহি গিয়া তোমার পিতায়। শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে, মহেশচন্দ্র দাসে বলে, স্থান প্রভু দেহ রাঙ্গা পায়॥

বসুদেবের নিকটে নারদের আগমন
ও দান যজ্ঞ বর্ণনা।

কৃষ্ণের নিকট হইতে হইয়া বিদায়। দ্রুতগতি অন্তঃপুরে মুনিবর যায়॥ নারদেরে দেখি বসু দেব মহামতি। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল শীঘ্রগতি॥ বসিলেন মহামুনি অপূর্ব্ব আসনে। কুশল জিজ্ঞাসা মুনি করে ততক্ষণে॥ বসুদেব বলে রাম কৃষ্ণের কুশল। যাঁহার কুশলে মুনি আমার কুশল॥ দৈবকী প্রণাম করে নারদের পায়। বলে

আশীর্ব্বাদ কর আমার বাছায়॥ নারদ বলেন তুমি ধন্য দৈবকিনী। তোমার উদরে জন্মিলেন চিন্তামণি॥ রত্ন গর্ভা তুমি মাগো ধরেছ উদর। তব উদরেতে জন্ম প্রভু দামোদর॥ তোমা দোঁহে পুণ্যবান নাহি ধরাতলে। সুখেতে করহ বাস দ্বারকা মণ্ডলে॥ বসুদেব বলে প্রভু করি নিবেদন। আমা সম নরাধম নাহি ত্রিভুবন॥ বৃদ্ধ হইলাম কোন পুণ্য নাহি করি। কোন গুণে চরমেতে ভবসিন্ধু তরী॥ রবির তনয় যবে দিবে দরশন। বিনে ভব কাণ্ডারী আর কে করে তারণ॥ কৃষ্ণের যতেক লীলা কে বলিতে পারে। আপনি জিজ্ঞাসে বসু নারদ মুনিরে॥ কি পুণ্য করিলে হবে ভবে পরিত্রাণ। হরির সাধনা কিবা ব্রাহ্মণের দান॥ কিবা যাগ যজ্ঞ ফলে ভবে ত্রাণ পায়। সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ আমায়॥ নারদ হাসিয়া বলে শুন মহামতি। দানের সমান পুণ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥ তাহার বিশেষ কথা শুন মহাশয়। মগধ দেশের রাজা নাম মৃত্যুঞ্জয়॥ ব্রাহ্মণগণের পুণ্য রাজা লয় কিনে। তার সম সুবর্ণ দেয় আনিয়া ব্রাহ্মণে॥ কাশীবাসী ছিল এক ব্রাহ্মণ নন্দন। তাহার সমান দুঃখি নাহি ত্রিভুবন॥ সাবিত্রী নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী। পতি পরায়ণা সেই মহাসাধ্য সতী॥ একদিন পতিরে কহিল গুণবতী। এক নিবেদন করি শুন প্রাণপতি॥ মগধ দেশের রাজা নাম মৃত্যুঞ্জয়। সুবর্ণ প্রদান করি পুণ্য কিনে লয়॥ এত

দুঃখ পাও কেন শুন প্রাণপতি। তব পুণ্য বিক্রয় করিয়া শীঘ্রগতি॥ সুবর্ণ আনহ তুমি পুণ্যের বদলে। প্রতি দিন এইরূপ নারী তায় বলে॥ ব্রাহ্মণ বলেন মোর কিবা পুণ্য আছে। বিক্রয় করিব গিয়া ভূপতির কাছে॥ তথাপি না শুনে ধনি বলে বারে বার। নারীর কথায় চলে ব্রাহ্মণ কুমার॥ কতদিনে উত্তরিল মগধ রাজ্যেতে। উপনীত হৈল আসি রাজার বাটীতে॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করে সমাদর। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলা নরবর॥ কি জন্যেতে হেথা তব হয় আগমন। প্রকাশিয়া বল বাক্য করিব শ্রবণ॥ শুনিয়া কহিল পরে ব্রাহ্মণ তনয়। পুণ্য নাকি করিছেন সকলের ক্রয়॥ বিক্রয় করিব আমি করিয়াছি মনে। তেকারণে আইলাম আপন ভবনে॥ শুনি আনন্দিত হইলেন নরপতি। ব্রাহ্মণে দিলেন স্থান রাজা মহামতি॥ রন্ধন করিতে তারে নানা দ্রব্য দিল। রন্ধন করিয়া বিপ্র ভোজন করিল॥ পরদিন প্রভাতেতে ডাকিয়া ব্রাহ্মণে। পুণ্যক্রয় করিতে চাহিল ততক্ষণে॥ ভুজ্জিপত্রে ব্রাহ্মণ যে করিয়া লিখন। তৌল করিবারে তারে দিল ততক্ষণ॥ অল্প পুণ্য ব্রাহ্মণের অল্প সোণা হয়। দেখিয়া হৃদয়ে ভাবে ব্রাহ্মণ তনয়॥ ভুজ্জিপত্র লয়ে তবে ছিণ্ডিয়া ফেলিল। দেখিয়া নৃপতি তারে জিজ্ঞাসা করিল॥ কি জন্যেতে ভুজ্জিপত্র ফেলিলে ছিণ্ডিয়া। শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন। মনে করিলাম

পুণ্যে হবে বহুধন॥ এসেছিলাম তেকারণে বিক্রয় করিতে। অল্প ছিল পুণ্য অল্প সোণা হয় তাতে॥ এতবলি দ্বিজ-বর চলে নিজালয়। বিলম্ব হইল পথে ব্রাহ্মণ তনয়॥ অনশনে চলে দ্বিজ নাহি কিছু খায়। ক্ষুধাতে জঠর জ্বলে কি করে উপায়॥ মনে মনে ভাবে তবে ব্রাহ্মণ সন্তান। দ্বাবিংশতি অবধি দেহেতে থাকে প্রাণ॥ দ্বাদশ দিবস মোর দেখিতে দেখিতে। ক্ষুধানলে দহে প্রাণ না পারি চলিতে॥ বিধাতা করিলা মম দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গৃহিণী কিবল প্রতি দিন চান ধন॥ করিয়াছি পাপ কত পূর্ব্ব জন্মান্তরে। তেকারণে দুঃখি আমি অন্ন নাহি ঘরে॥ কাননে কাননে যাব কত দিন আর। এইখানে বুঝি প্রাণ যাইবে আমার॥ এত ভাবি দ্বিজবর করিছে গমন। বিংশতি দিবস গত ভাবিছে ব্রাহ্মণ॥ দুই দিবস আছে প্রাণ দেহের ভিতর। তবু নাহি পাই কোন গৃহস্থের ঘর॥ এত ভাবি সে ব্রাহ্মণ চারিদিগে চায়। এক গৃহস্থের বাটী দেখিবারে পায়॥ দ্রুত গিয়া সেই বাটী অতিথী হইল। ব্রাহ্মণ অতিথী দেখি আদর করিল॥ সে গৃহের কর্ত্তা যিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। প্রতি দিন ভিক্ষা করি করেন ভোজন॥ ব্রাহ্মণ অতিথী দেখি হরিষ হইল। হাঁড়িতে আছিল অন্ন বাড়ি তাবে দিল॥ হেনকালে শুন বসু দৈবের ঘটন। প্রলয় কবিযা মেঘ বারি বরিষণ॥ মুষলের ধারে বৃষ্টি বহিতে লাগিল। পুনর্ব্বার এক বিপ্র অতিথী আইল॥ সেই কুটি-

রের দ্বারে গিয়া ততক্ষণ। উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল সে ব্রাহ্মণ॥ অদ্য মম দ্বাবিংশতি দিন উপস্থিত। ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ তৃষ্ণায় পীড়িত॥ কোন মহাজন ইথে আছে পুণ্যবান। অন্ন দিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষা কর প্রাণ॥ এতবলি সেই গৃহে প্রবেশে তখন। দেখি গৃহ কর্ত্তা হন বিষাদিত মন॥ বলে কি করিব আর অন্ন নাহি ঘরে। অক্ষম হইনু আজি খাওাতে তোমারে॥ এতবলি সে ব্রাহ্মণ করেন রোদন। বলে বৃথা জীবনেতে নাহি প্রয়োজন॥ অতিথী ব্রাহ্মণ বলে করি নিবেদন। দ্বাবিংশতি দিবস আজি আছি অনশন॥ অদ্য যদি অন্ন মোর না যায় উদরে। রজনী প্রভাতে যেতে হবে যমঘরে॥ অতেব কিঞ্চিৎ অন্ন কর মোরে দান। ভবে পার করিবেন প্রভু ভগবান॥ এত শুনি পূর্ব্বের অতিথী ভাবে মনে। ব্রহ্মহত্যা কেমনেতে হেরিব নয়নে॥ আমি যদি অদ্য অন্ন না করি ভোজন। না হইবে মৃত্যু মোর থাকিবে জীবন॥ এত ভাবি আপনার বস্ত্র ছাড়ি দিল। অতিথীর ভীজে বস্ত্র আপনি পরিল॥ আপনার অন্নগুলি দিল ব্রাহ্মণেরে। অন্ন খায়ে পরিতোষ হৈল দ্বিজবরে॥ হস্ত তুলি আশীর্ব্বাদ করিল তখন। আমারে করিলে যেমন পরিতোষ মন॥ এমনি করিবে তুষ্ট তোমায় নারায়ণ। এতবলি সে অতিথী করেন গমন॥ গৃহ কর্ত্তা দেখি তবে হইলা চমৎকার। বিদায় হইয়া গেল ব্রাহ্মণ কুমার॥ যাইতে যাইতে পথে অতিথী ব্রাহ্মণ। ক্ষুধায়

কাতর হয়ে ত্যজিল জীবন ॥ দুইজন যম দূত ব্রাহ্মণে লইল। বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভু আপনি দেখিল ॥ চারি জন বিষ্ণু দূত দিল পাঠাইয়া। যম দূত হইতে বিপ্র আনহ কাড়িয়া ॥ কৃষ্ণের পাইয়া আজ্ঞা বিষ্ণু দূত যায়। যমদূত কর হইতে লইয়া ত্বরায় ॥ ব্রাহ্মণে আনিয়া দিল বিষ্ণুর সদন। দান ফলে ব্রাহ্মণের বৈকুণ্ঠে গমন ॥ কান্দিয়া যমের দূত চলিল ত্বরায়। আদ্য অন্ত কথা সব যমেরে জানায় ।। যম বলে চিত্রগুপ্ত করহ বিচার। কি পুণ্যে বৈকুণ্ঠে গেল দ্বিজের কুমার ।। চিত্রগুপ্ত বলে শুন ধর্ম্ম নরপতি। বহু পুণ্য করিয়াছে ব্রাহ্মণ সন্ততি ।। অতিথী করেছে সেবা থাকি অনশনে। একারণে গেল চলি বৈকুণ্ঠ ভবনে ।। অন্ন দান হৈতে রাজা দান নাহি আর। উপ-বাসি থাকি সেবা করিল তাহার। সেই পুণ্যে বৈকুণ্ঠেতে যাইল ব্রাহ্মণ। তব অধিকার তারে না হবে কখন ।। রাজ-সূয় অশ্বমেধ যে জন করিবে। গ্রহণের কালে যেই জন দান দিবে ।। তাহার সমান ফল নাহি দেখি আর। নিশ্চয় জানিহ তুমি সূর্য্যের কুমার ।। এতবলি চিত্রগুপ্ত নিরব হইল। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মহেশচন্দ্র বিরচিল ।।

চতুর্থত দ্বারিকাখণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চমখন্ধ।

প্রভাসের যজ্ঞখণ্ড আরম্ভ।

প্রভাসে যজ্ঞ করিতে বসুদেবের প্রতি নারদের অনুমতি।

নারদ নিকটে বসুদেব তবে কয়। কি করিলে পুণ্যবল উপার্জ্জন হয়॥ যাগ যজ্ঞ করি কিবা দেবতা স্থাপন। প্রকাশ করিয়া মোরে বল তপোধন॥ নারদ বলেন বসু বলি তব পাশে। পুণ্যাত্মক যজ্ঞ কর যাইয়া প্রভাসে॥ হইবে সূর্য্য গ্রহণ যে দিন হইতে। প্রভাস হইবে মহা-তীর্থ সে দিনেতে॥ অদ্যাবধি হইতে যজ্ঞ হবে আরম্ভন। এই নিয়মিত কার্য্য করহ সাধন॥ শুনি বসু কহিতে লাগিল নারদেরে। যজ্ঞ বাত্রা কহ গিয়া রাম দামোদরে॥ নারদ বলেন বসু সে ভার আমার। রাম কৃষ্ণে কহি গিয়া যজ্ঞ সমাচার॥ এতবলি তথা হইতে হইয়া বিদায়। কহিলা নারদ মুনি যথা যদুরায়॥ শুনি কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মায় স্মরণ করিল। দ্রুতগতি বিশ্বকর্ম্মা তথায় আইল॥ প্রভাস তীরেতে তবে গিয়া যদুপতি। যজ্ঞশালা নির্ম্মাইতে দিলা অনুমতি॥ কৃষ্ণের পাইয়া অনুমতি ততক্ষণ। একদিনে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় ভবন॥ সুবর্ণের অট্টালিকা চন্দ্রকান্ত

মণি। হীরার গাঁথনি কৈল স্বর্ণ ছিটনি॥ যজ্ঞশালে চারি-দ্বার করিল নির্ম্মাণ। স্বর্ণের বেদী নির্ম্মাইল স্থানে স্থান॥ উপরেতে বিষ্ণুচক্র কৈল আচ্ছাদন। গৃহ নির্ম্মা-ইল থাকিবারে রাজাগণ॥ অতি মনোহর ঘর স্ফাটিকে রচিত। চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণিতে বেষ্টিত॥ এক মাসে যজ্ঞশালা করিয়া নির্ম্মাণ। প্রসাদ পাইয়া বিশাই করিলা প্রস্থান॥ যব ধান্য তিল তবে রাশি রাশি আনে। পর্ব্বত প্রমাণ ঘৃত রাখে স্থানে স্থানে॥ গ্রহণ অপেক্ষা করি থাকে সর্ব্বজন। কত দিনে হয় তবে সূর্য্যের গ্রহণ॥ দ্বারকা নিবাসি সব যদুবংশগণ। প্রভাস তীরেতে সবে করে আগমন॥ যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ চলিল সকল। স্বগণ সহিত চলে দ্বারকা মণ্ডল॥ সাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সাত্যকী সঙ্গে নিয়া। দ্বারকায় রহে সব রক্ষক হইয়া॥ কোটি কোটি মহারথ সুরপুর জিনি। চলিল শ্রীহরি সৈন্য করিয়া সাজনি॥ দিব্য গন্ধ চন্দন ভূষণ মনোহর। রাজপথে চলে সব দেখিতে সুন্দর॥ শ্রীকৃষ্ণের নারীগণ করিল গমন। সত্য-ভামা জাম্বুবতী আদি নারীগণ॥ রুক্মিণী আদি করি ষোল-শত নারী। প্রভাসে চলিলা সবে রূপের মাধুরী॥ প্রভাসের রক্ষিবারে দিল রক্ষগণে। উপরেতে বিষ্ণুচক্র কৈল আচ্ছা-দনে॥ চারিদ্বারে রাখিল যতেক সেনাগণ। লক্ষ লক্ষ সেনাপতি দ্বারের রক্ষণ॥ নিমন্ত্রণ ভার দিল নারদ মুনিরে। বলে নিমন্ত্রণ করে আইস ত্বরা করে॥ উদ্ধব তোমার সঙ্গে

করুক গমন। রথে চাপি যাহ করিবারে নিমন্ত্রণ॥ অগ্রেতে যাইবে তুমি বৈকুণ্ঠ ভবনে। সাক্ষাৎ করিবে গিয়া মহা-বিষ্ণু সনে॥ জানাইবে তথায় আমার নিবেদন। লিপি দিয়া বিনয়েতে কহিবে বচন॥ তব অংশ রামকৃষ্ণ ভাই দুইজন। পাঠাইল আমারে করিতে নিমন্ত্রণ॥ দুই ভাই যজ্ঞ করে প্রভাসের তীরে। অনুগ্রহ করিয়া যাইবে তথা-কারে॥ তদন্তর ব্রহ্মলোক করিবে গমন। ব্রহ্মারে দিবেক পত্র করিয়া যতন॥ তদন্তর ইন্দ্রলোক আর চন্দ্রলোক। ভূলোক ভবলোক আর যাবে মহল্লোক॥ সূর্য্যলোক আদি করি করিবে গমন। তদন্তরে মুনিগণে দিবে নিমন্ত্রণ॥ এতবলি নারদ মুনিরে প ঠাইল। উদ্ধব সহিত মুনি গমন করিল॥

রাজাগণে নিমন্ত্রণ করিতে অনিরুদ্ধের গমন।

তদন্তর দ্রুত হৈয়া, অনিরুদ্ধে ডাকাইয়া, নিমন্ত্রণে পাঠায় তখন। অঙ্গ বঙ্গ সুনগর, মগধ কলিঙ্গবর, লিপি লয়ে করিল গমন॥ যুধিষ্ঠির রাজা যথা, লিপি আনি দিল তথা, যুধিষ্ঠির পঞ্চসহোদর। শ্রীকৃষ্ণের লিপি পায়ে, যুধি-ষ্ঠির হৃষ্ট হয়ে, অনিরুদ্ধে কহেন সত্বর॥ দয়াময় দয়া করে, লিপি পাঠাইল মোরে, অবশ্য যাইব নিমন্ত্রণে॥ কহিবে কৃষ্ণ সদন, আমাদের নিবেদন, কল্য যাব দ্বারকা ভবনে॥ তবে বীর তথা হইতে, চলিলেন নিমন্ত্রিতে, শত

ভাই আদি দুর্য্যোধনে। পায়ে কৃষ্ণ নিমন্ত্রণ, হরষিত সর্ব্বজন, বলে কালি যাব নিমন্ত্রণে॥ অনিরুদ্ধ তার পর, চলিলেন তদন্তর, নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করে। যথা যার, দেখা পায়, নিমন্ত্রণ করে তায়, চলে সব নগরে নগরে॥ তবে কামের নন্দন, করিবারে নিমন্ত্রণ, মুনিগণে কহেন বচন। অগস্ত পুলস্ত গর্গ, আদি করি ঋষি বর্গ, সবাকার কহেন লিখন॥ রামকৃষ্ণ দুইজন, করে যজ্ঞ আরম্ভণ, নিমন্ত্রণে পাঠাইলা মোরে। যাইবে কাল প্রভাতে, অনুগ্রহ করি তাতে, বলিয়া প্রস্থান কৈল পরে॥

নারদ কর্ত্তৃক দেবতাগণের নিমন্ত্রণ।

উদ্ধব সহিত মুনি রথে আরোহিল। বৈকুণ্ঠ নগরে মুনি প্রথমে চলিল॥ গললগ্ন কৃতবাস করিয়া তখন। মহাবিষ্ণু প্রতি ঋষি করেন স্তবন॥ স্তবেতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাবিষ্ণু কন। কি জন্যেতে মুনিবর করহ স্তবন॥ নারদ বলেন প্রভু নিবেদন করি। প্রভাসেতে যজ্ঞ করেন আপনি শ্রীহরি॥ তব অংশে রামকৃষ্ণ ভাই দুইজন। প্রভাসের তীরে করে যজ্ঞ আরম্ভন॥ লিপি পাঠায়েছেন তোমায় অতি যত্ন করে। অনুগ্রহ করি যদি যান তথাকারে॥ শুনি ব্রহ্মা ঈষৎ হাসিয়া কন মুনি। রামকৃষ্ণ যজ্ঞ করে প্রভাসে আপনি॥ যদি যাই আমি বৎস তাহার যজ্ঞেতে। আমার হইবে লজ্জা ভারত ভূমেতে॥ আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আর জগতে

কেহ নাই। কেমন করিয়া মুনি তথা আমি যাই॥ বরং পাঠাইব এক মম অনুচর। জানাইবে রামকৃষ্ণে আমার উত্তর॥ এতবলি পরিতুষ্ট করিয়া মুনিরে। বিদায় করিয়া দিল তারে ত্বরা করে॥ বৈকুণ্ঠ হইতে মুনি হইয়া বিদায়। দ্রুতগতি মহামুনি ব্রহ্মলোকে যায়॥ প্রণাম করিয়া তবে ব্রহ্মার চরণে। শ্রীকৃষ্ণের পত্র দিল তাঁহার সদনে॥ পত্র পায়ে প্রজাপতি হরষিত মন। বলে বাপু নিমন্ত্রণে করিব গমন॥ প্রভাসেতে যজ্ঞ করিছেন ভগবান। অবশ্য তথায় আমি করিব পয়ান॥ তদন্তর কৈলাসেতে করেন গমন। যথায় বিরাজমান করে পঞ্চানন॥ প্রণাম করিয়া মুনি শঙ্করের পায়। যোড়হাত করি মুনি কহেন তাঁহায়॥ শ্রীকৃষ্ণ করেন যজ্ঞ প্রভাসের তীরে। আপনি যাইবে প্রভু তথা কৃপা করে॥ শুনিয়া হাসিয়া শিব করেন স্বীকার। অবশ্য তথায় যাব ব্রহ্মার কুমার॥ শিবানীর নিকটেতে যাইয়া আপনি। প্রণাম করিয়া মুনি যোড়করি পাণি॥ গললগ্ন কৃতবাসে করেন স্তবন। বলে মাগো দয়াকরি দেহ শ্রীচরণ॥ তংহি পরাৎপরা দেবি ত্রিপুরা সুন্দরী। কে জানে তোমার অন্তঃ রাজরাজেশ্বরী॥ প্রভাসেতে যজ্ঞ করেন শ্রীমধুসূদন। অবশ্য যজ্ঞেতে মাগো করিবে গমন॥ শ্রবণে ঈষৎ হাসি কহেন তারিণী। অবশ্য যজ্ঞেতে কালি যাইব আপনি॥ শঙ্করেরে কহিয়াছ এসব বচন। শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলে তপোধন॥ প্রভু যাইবেন যজ্ঞে করেছেন

স্বীকার। বিলম্ব না সহে মাতা হই অগ্রসার ॥ তবে মুনি ইন্দ্রলোকে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণের পত্র তবে দেবরাজে দিল ॥ তথা হৈতে চন্দ্রলোক করিল গমন। দিবাকর নিমন্ত্রণ কৈল তপোধন ॥ দিবাকর নিশাকরে নিমন্ত্রণ করে। বরুণ কুবের আদি যত চরাচরে ॥ তদন্তর হৃদয়েতে ভাবিয়া তখন। আপনি প্রবেশ করে গিয়া বৃন্দাবন ॥

দেবগণের নিমন্ত্রণে প্রভাসে গমন।

হেথা নিরাঞ্জনে, ভাবি মনে মনে, মহা লক্ষ্মীপতি কন। শুনেছ আপনি, বলে গেল মুনি, করিতে মোরে গমন ॥ প্রধান অংশ যেই, রাম কৃষ্ণ সেই, যজ্ঞ করে প্রভাসেতে। নিমন্ত্রণ দিল, লিপি পাঠাইল, যাইতে মোরে তথাতে ॥ কি করিয়া যাই, বলহ তাহাই, আমি শ্রেষ্ঠ ধরা পরে। গেলে যে যজ্ঞেতে, অপমান তাতে, যাই আমি কেমন করে ॥ মহাদেবি শুনি, কহেন আপনি, শুন প্রভু নিরাঞ্জন। তব শ্রেষ্ঠ অংশ, সেই যদুবংশ, তথা যাবে নিমন্ত্রণ ॥ আপনি না গিয়া, দেহ পাঠাইয়া, তব শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তাহার সম্মান. রবে তব মান, শুন আমার ভারতী ॥ লক্ষ্মীর বচন,-করিয়া শ্রবণ, সহস্রাননে পাঠান। চলে বীরবর, সুমেরু শিখর, আজ্ঞা পায়ে ভগবান ॥ চলে কত দূত, দেখিতে, অদ্ভুত, সকলে শ্যাম বরণ। কার চতুর্ভুজ, কেহ বা দ্বিভুজ, শুক্লবর্ণ কোন জন ॥ কারো চারি

মাথা, শিরে দণ্ড ছাতা, কেহ কেহ চতুষ্পদ। বিকৃতি আকার, অশ্বে আশোয়ার, কারো দীর্ঘাকার পদ ॥ সব দেবগণ, চাপিয়া বাহন, আইলেন তথাকারে। মহা বিষ্ণু প্রতি, সবে করে স্তুতি, দাণ্ডাইলা যোড় করে ॥ নম নৈরাকার, কখন শাকায়, অনন্ত তোমার লীলা। মোরা অল্প মতি, কি জানি ভকতি, তোমার এ সব খেলা ॥ ধরি কৃষ্ণ রূপ, ক্রীড়া অপরূপ, হৈয়ে বসুদেবের কুমার। হয়ে নারায়ণ, দৈত্যের জীবন, কত করিলে সংহার ॥ ওহে দর্পহারি, কংস ধ্বংশ কারি, পিতা মাতা উদ্ধারিলে। প্রভাসেতে যজ্ঞ, করিতেছ বিজ্ঞ, আপনি মানব ছলে ॥ এরূপ স্তবন, করি দেবগণ, প্রণমিয়া পদতলে। বীর সহস্রানন, চলেন তখন, সঙ্গে লয়ে দেবগণ। প্রভাস যথায়, আইলা ত্বরায়, দেখি সব অচেতন ॥ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, দেখি লাগে ডর, সবে হয় স্তব্ধ প্রায়। আগুসর হৈয়া, ত্বরায় যাইয়া, আনিলেন তাঁরে সভয়ে। দেখি নারায়ণ, ভাবে মনে মন, প্রভুর এসব লীলা। করিয়া ছলন, পাঠান এজন, কেবল তাঁহার ছলা ॥ দেখি বীরবর, ভাবেন অন্তর, যত সব দেবগণ। জন্মিয়া এমন, না দেখি কখন, প্রভুর এ লীলা এমন ॥ কে বর্ণিতে পারে, কিবা রূপ ধরে, কখন কোন রূপ তার। কখন স্ত্রীরূপ, কভু বিশ্বরূপ, নাহি হয় বর্ণিবার ॥ বিতর্ক সভায়, করে দেবতায়, দেখিতে দেখিতে পরে। সহস্র বদন, উঠিয়া তখন, কৃষ্ণাঙ্গে প্রবেশ করে ॥ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,

হইল তৎপর, দেখি সব দেবগণ। গলেতে বসন, উঠি তত-
ক্ষণ, স্তব করে সর্ব্বজন ॥

শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রূপ ধারণ।

যত দেবগণ সব এক দৃষ্টে চায়। ব্রহ্মাণ্ডের সার রূপ দেখিবারে পায় ॥ দ্বিভুজ মুরালীধর রাজীবলোচন। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম অতি সুশোভন ॥ গলে বনমালা শোভা পরা পীতাম্বর। ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে অতি শোভাকর ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন পদে সুশোভন। অপরূপ দেখি স্তব করে দেবগণ ॥ জয় জয় হৃষিকেশ মদনমোহন। জয় জয় গদা-ধর জয় জনার্দ্দন ॥ জয় জয় রাধানাথ করুণা সাগর। জয় জয় নন্দসুত গোপী মনোহর ॥ জয় পদ্মপলাশন শ্রীমধু সূদন। জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ প্রভু তুমি। তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি ॥ এতবলি দেবগণ করেন স্তবন। বিশ্বরূপ দেখি সবে মোহিত তখন ॥ এখানেতে দেবঋষি ভাবিয়া অন্তরে। বলে এবে বৃন্দাবন যাইব তৎপরে ॥ প্রভু হেলা করিয়াছেন যত গোপগণে। আমি এদের সবার করিব নিমন্ত্রণে ॥ এতভাবি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণের রাসমঞ্চ দেখিতে পাইল ॥ নিরবে রয়েছে সব ব্রজবাসী-গণ। পশু পক্ষ কার মুখে না স্বরে বচন ॥ দেখিয়া

নারদ ঋষি ভাবে অভিপ্রায়। দাসে ভণে দেবঋষি বৃন্দাবনে যায় ॥

নারদের বৃন্দাবনে প্রবেশ ও নন্দ যশোদা সহ কথোপকথন এবং নন্দের বিলাপ।

নন্দ যশোমতী দোঁহে করেন রোদন। দিবা রাত্রি কৃষ্ণ নাম করয়ে স্মরণ ॥ হৃদপদ্মে বসাইয়া কৃষ্ণ পুত্রধনে। দিবা রাত্রি দুইজন আছেন রোদনে ॥ হেনকালে বীণাধ্বনি করি মুনিবর। বৃন্দাবনে উপনীত হইলা সত্বর ॥ কোথা মাগো যশোমতী ডাকেন তখন। শব্দ পায়ে নন্দ প্রীতি বলেন বচন ॥ শতবর্ষ মা বচন না শুনি শ্রবণে। চক্ষু হইয়াছে অন্ধ পুত্র অদর্শনে ॥ হেন মা বচন মোরে বলে কোনজন। অনুমানি কৃষ্ণধন কৈল আগমন ॥ চল চল গোপপতি চলহ ত্বরায়। কৃষ্ণ মুখ দেখি গিয়া আনন্দিত কায় ॥ অঞ্চলেতে বান্ধিয়া রেখেছে ছানা ননী। মোর পুত্র বদনেতে দিব নৃপমণি ॥ এতবলি পুণ্যবতী যশোদা তখন। বলে মা বলিয়া মোর ডাকে কোনজন ॥ দেখিতে দেখিতে মুনি নিকটে আইল। নারদেরে দেখি নন্দ প্রণাম করিল ॥ পাদ্য অর্ঘ্য কুশাসন দিলেন বসিতে। বলে কৃষ্ণ ছেড়ে গেছে এব্রজ হইতে ॥ আর কি তাহার সহ হবে দরশন। আর কি দেখিতে পাব সে চন্দ্রবদন ॥ এই রূপে নন্দরাজ করেন রোদন। নিবারণ করয়ে নারদ

তপোধন ॥ নারদ বলেন নন্দ শুনহ বচন। অজ্ঞানের মত কেন করিছ রোদন ॥ অভিভূত হইযাছ তাঁহার মায়াতে। করিয়াছ পুত্র জ্ঞান তাঁহার মনেতে ॥ সবার জনক তিনি পুরুষ প্রধান। নিত্যময় নিত্যানন্দ সেই ভগবান ॥ প্রলয়ে যখন সৃষ্টি হইবে সংহার। একমাত্র থাকিবেন তিনি মূলা-ধার ॥ ভাবিছ তনয় সম হেন কৃষ্ণ ধনে। কি কব তাঁহার মায়া শুনহ শ্রবণে ॥ তিনিত কখন নন অধীন মায়ার। ভক্তাধীন ভগবান কহিলাম সার ॥ জন্ম জন্মান্তরে করি সাধনা বিস্তর। পেয়েছিলে পুত্র ভাবে সেই গদাধর ॥ নন্দ বলে যাহা তুমি কহিছ বচন। আমি জানি কৃষ্ণ সেই আমার নন্দন ॥ আর এক নিবেদন করি শ্রীচরণে। দয়া মায়া কৃষ্ণের কিছুই নাহি মনে ॥ আমি তার পিতা মনে কত দুঃখ হায়। বারেক আসিয়া কৃষ্ণ দেখে না আমায় ॥ এই রূপ বিলাপ করিয়া নন্দ কন। দাসে ভণে অপারেতে শুন বিবরণ।

নন্দকে প্রভাসে যাইতে নারদের নিমন্ত্রণ।

নন্দের ধরিযা কর, কহিছেন মুনিবর, কৃষ্ণ খেদ কর-নাক আর। তিনি করুনার সিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু, তাঁর অন্ত পাওয়া কিছু ভার ॥ হয়ে এক চিত্ত মন, সদা ভাবে যেই জন, দারা পুত্র ত্যাগ করি সব। তারে হয়ে সানুকুল, কুলাইয়া দেন কুল, আপনি আসিয়া সে কেশব ॥ তুমি

নন্দ পুণ্যবান, করেছিলে কত দান, পিতা বলি ডেকেছেন সে ফলে। করনাক খেদ আর, শুনহ বচন সার, আসি-বেন পুন এই স্থলে। এক্ষণে বলি তোমায়, যজ্ঞ করেন যদুর য়, প্রভাসেতে করিহ গমন। মোনে নাহি কর সন্দ, শুন শুন ওহে নন্দ, তোমায় করেছেন নিমন্ত্রণ। শুনি নন্দ কুতূহলে, নারদ মুনিরে বলে, কি কহিলে ব্রহ্মার তনয়। আর কি সে কৃষ্ণ পাব, আর কি সে যজ্ঞে যাব, পুত্র হেরি যুড়াব হৃদয়॥ দুঃখী এ মাতা পিতায়, ত্যাগ করি যদুরায়, কংস ধ্বংস করিয়া ছলন। ত্যাগ করি ব্রজ পুরি, গিয়াছেন মধুপুরি, আর কি আসিবেন বৃন্দাবন॥ আর কি গাভী চরাবে, আর কি বাধা বহিবে, আর কি খাইবে ছানা ননী। আর কি সে যদুমণি, ব্রজে আসিয়া আপনি, পিতা বলি ডাকিবে আপনি॥ শুনি কন তপোধন, চিন্তা কর কি কারণ, ভক্তের যে হন কৃষ্ণধন। ভক্তি করি যে ডাকিবে, তাহারে দর্শণ দিবে, ভকত বৎসল নারায়ণ॥ কেন খেদ কর নন্দ, মনেতে না ভাব সন্দ, অবশ্য যাইবে নিমন্ত্রণে। আর যাবে গোপগণ, সঙ্গে লয়ে ধেনুগণ, যত বৃন্দাবন বাসগণে॥ এত বলি মুনিবর, নন্দের ধরিয়া কর, তথা হইতে হইল বিদায়। মহেশচন্দ্র দাসে কয়, এড়াবে শমন ভয়, অহর্নিশি ডাক শ্যামরায়॥

নারদের যশোদার নিকটে গমন ও কৃষ্ণ অদর্শনে যশোদার খেদ উক্তি।

যশোদা নিকট আসি ব্রহ্মার নন্দন। বলে মা যশোদা রাণী কি কর এখন ॥ তব নীলকান্ত মণি প্রভাসের তীরে। যজ্ঞ করিছেন মহা সমারোহ করে ॥ তেত্রিশকোটি দেবের হইল নিমন্ত্রণ। এই আমি ত্রিভুবন করিনু ভ্রমণ ॥ অবশ্য তথায় মাগো যাবে সকলেতে। গাভী বৎস আদি সব লইয়া সঙ্গেতে ॥ শ্রবণেতে যশোমতী আনন্দ অন্তর। বলে কি কহিলে কথা ওগো মুনিবর ॥ আর কি আমার গোপালের দেখা পাব। সেই শশীমুখ হেরি জীবন যুড়াব ॥ সেই বদনেতে কবে দিব ক্ষীর ননী। মা বলিয়া কবে পুত্র ডাকিবে আপনি ॥ এমন সুদিন কবে বিধাতা করিবে। কৃষ্ণ ধন দেখা দিয়ে প্রাণ যুড়াইবে ॥ কংস ধ্বংস ছলা করি সেই সে গোপাল। মথুরানগরে এবে হয়েছে ভূপাল ॥ দেখিতে পাইব কি আর সেই কৃষ্ণধনে। কাঙ্গালী বলিয়া তাড়াইবে দ্বারিগণে ॥ দেখহ নয়নে মুনি এই বৃন্দাবন। গোপালের বিহনেতে হইয়াছে বন ॥ ডালে বসি শুকসারি কান্দে অনিবার। ত্যজিয়াছে গাভীগণ সকলে আহার ॥ ভৃঙ্গে নাহি ঝঙ্কার করয়ে বৃন্দাবনে। গোপ গোপীগণ সবে পড়ে ধরাসনে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া মোর চক্ষু হৈল অন্ধ। হৃদপদ্মে ভাবিতেছি কেবল গোবিন্দ ॥ কান্দিয়া হয়েছে

নন্দ অস্থিচর্ম্ম সার। ভাবিয়া ভাবিয়া বর্ণ বিবর্ণ আকার॥ সোণার প্রতিমা রাধে পড়ে ধরাসনে। চারিদিগে ঘেরিয়াছে যত সখীগণে॥ ইহাতে কি তার কিছু দয়া না হইল। একবার বৃন্দাবনে দেখা নাহি দিল॥ শুন শুন তপোধন করি নিবেদন। আমরা হয়েছি পর বুঝিনু এখন॥ পাইয়াছে পিতা মাতা সে মধুমণ্ডলে। আর কি সে গোপাল আসিবে এই স্থলে॥ আর কি আমার প্রতি মা বলে ডাকিবে। আর কি সে ছানা ননী আসিয়া খাইবে॥ আর কি নন্দের বাধা করিবে ধারণ। আর কি সে গোষ্ঠ মাঝে চরাবে গোধন॥ আর কি ব্রজেতে আসি পর্ব্বত ধরিবে। আর কি ইন্দ্রের বারি সেই নিবারিবে॥ আর কি করিবে আসি মোর স্তন পান। আর কি পূতনার আসি লইবেক প্রাণ॥ আর কি ননীর তরে আমি অভাগিনী। সে কৃষ্ণ ধনের কর বান্ধিব আপনি॥ সকলি স্বপন প্রায় হেরি তপোধন। আর কি সে কৃষ্ণ ধন পাব দরশন॥ ওগো তপোধন বল বিবরিয়া মোরে। আমাদের কি পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ করে॥ নারদ বলেন রাণী না ভাবহ আর। নিমন্ত্রণ করেছেন তোমা সবাকার॥ অবশ্য তথায় সবে করিবে গমন। এত বলি প্রস্থান করেন তপোধন॥ মনে মনে ভাবে ঋষি তখন আপনি। লক্ষ্মীরে দর্শন করি যাইব এখনি॥ এত বলি চলে মুনি ভাবি নারায়ণ। নিকুঞ্জ কাননে আসি দিল দরশন। দেখে রাধা ধ্যানে বসি মুদিত

নয়নে। চারিদিগে ঘেরিয়া আছয়ে সখীগণে॥ রাধার চরণ ভাবি মুনি তপোধন। বীণায় দিলেন তান আনন্দিত মন॥

নারদ কর্ত্তৃক রাধার স্তব।

বিনাইয়া বীণাধ্বনি, করিয়া নারদ মুনি, উপনীত নিকুঞ্জ কাননে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীস্বর, রব করে মুনিবর, দেখিয়া চমকে সখিগণে॥ কেহ বলে ওগো সখি, একি রব শোন দেখি, বুঝি এলেন আমাদের শ্যাম। বিধি বুঝি সদয় হয়ে, দিল তাঁরে পাঠাইয়ে, এতদিনে পূরে মনস্কাম॥ চল মোরা সবে যাই, দেখি গিয়া সে কানাই, জাগাও আমাদের শ্রীরাধারে। হয়ে কালী সানুকূল, কুলাইয়ে দিলেন কুল, তেকারণে হেরিব কৃষ্ণেরে॥ কেহ গিয়া ত্বরা করে, রাধারে ডাকিল পরে, বলে ওগো উঠ বিনোদিনী। হলো দিবা সুপ্রভাত, ব্রজে আইলা ব্রজনাথ, সুপ্রভাত হইল রজনী॥ কৃষ্ণের নাম শ্রবণে, উঠে রাধা ততক্ষণে, বলে কি শুনালে ওগো সখী। শ্যাম কি আর পুনর্ব্বার, আসিবে ব্রজেতে আর, হেন সুদিন হবে মম একি॥ বৃন্দা বনে বিনোদিনী, শ্রবণ কর আপনি, তাহার বংশীর শুন রব। এতবলি সজ্জা করি, সকলেতে ত্বরাকরি, বাহিরেতে আইলা গোপী সব॥ দেখেন নারদ মুনি, করিছেন বীণাধ্বনি, রাধারে দেখিয়া মুনিবর। গললগ্ন কৃতবাসে, দাণ্ডাইয়া রাধা পাসে, স্তব করে করি যোড় কর॥ তংরূপিণী যোগ মায়া, দেহগো

চরণে ছায়া, আমি অতি হীন অভাজন। জগৎ জননী তুমি, জন্ম লয়ে মর্ত্ত ভুমি, ক্রীড়া কর সহ নারায়ণ ॥ কখন রমণী হও, কভু কোন ভাবে রও, কভু হও পুরুষ আকার। তোমার মহিমা যত, বর্ণনা করিব কত, এক মুখে আমি বল আর ॥ ব্রহ্ম লোকেতে ব্রহ্মাণী, শিব লোকেতে শিবানী, লক্ষ্মী রূপা বৈকুণ্ঠ নগরে। শচী রূপা ইন্দ্রালয় তোমার বিরাজ হয়, বিরাজ করহ সব ঘরে॥ যার গৃহে তুমি ছাড়া, তারে বলে লক্ষ্মী ছাড়া, দুর্ব্বাক্য বলয়ে সর্ব্ব-জন। কেহ নাহি মানে তারে, সবে অনাদর করে, ঘৃণা তারে করে সর্ব্বক্ষণ। তুমি যার থাক ঘরে, মহা মান্যমান করে, এসো এসো বলে সর্ব্বজন ॥ যদি হয় হীন জন, মান্য করে ত্রিভুবন, এত বলি করয়ে স্তবন। বৃন্দে বলে তপো-ধন বল বল বিবরণ, শ্যাম ধন আছয়ে কেমন। বল আমা-দের কাছে, তোমারে কি পাঠায়েছে, বিশেষ করিয়া বিব-রণ ॥ আমাদের কি করেন নাম, সেই নব ঘমশ্যাম, এবে নব হয়েছেন ভূপতি। আসিবে কি ব্রজে আর, কহ দেখি সমাচার, বল বল শুনিব সম্প্রতি ॥ মুনি বলে সখীগণ, প্রভাসেতে নারায়ণ, যজ্ঞ করিবেন সমারহো। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ, করিয়া এলেম এখন, তোমরা সকলে যজ্ঞে যাহ। এত বলি মুনিবর, চলিলেন তদন্তর, প্রণাম করিয়া শ্রীরাধায়। রাধাকৃষ্ণ পদতলে, মহেশচন্দ্র দাস বলে, চর-ণেতে স্থান দিও পায় ॥

নন্দ যশোদার প্রভাসে গমনোদ্যোগ।

পরদিন গোপরাজ উঠিয়া প্রভাতে। অনুমতি কৈল ভেরি ঘোষণা করিতে॥ নন্দের পাইয়া আজ্ঞা যত গোপ-গণ। নগরেতে ঘোষণা করিল ততক্ষণ॥ নন্দের হইল আজ্ঞা শুন প্রজাগণ। শ্রীনন্দ যাবেন যজ্ঞে প্রভাসে এখন॥ সর্ব্বারম্ভে যাবে সবে নন্দের সহিত। এতবলি ভেরি শব্দ কৈল আচম্বিত॥ ভেরির শুনিয়া রব যত গোপগণ। পরস্পর বলাবলি করে জনেজন॥ একত্রেতে বসিয়া আছিল গোপী সব। হেনকালে ভেরির শুনিল সবে রব॥ ধাইয়া চলিল সবে রাধার নিকটে। সকল বৃত্তান্ত কহে করি কর পুটে॥ বলে এতদিনে তব ঘুচিল যাতনা। চল দেখাইব তোমার সেই কেলেসোণা॥ না ভাব না ভাব রাধা স্থির কর মন। যশোদা সহিত মোরা করিব গমন॥ এতবলি আনন্দেতে সকলে ভাসিল। প্রভাতে করিতে যাত্রা সকলে সাজিল॥ নন্দ প্রতি যশোদা করেন নিবেদন। চল আজি দেখি গিয়া কৃষ্ণের বদন॥ ছানা ননী ভারে ভার লহ সঙ্গে করি। বহুদিন পরেতে দেখিব আজি হরি॥ শুন নন্দ সঙ্গে লহ যতেক গোপাল। সঙ্গেতে যাইবে তার যতেক গোপাল॥ এখান হইতে প্রভাস হবে ষোল ক্রোশ। শকটে চাপিয়া চল তাতে নাহি দোষ॥ যতেক আছয়ে গোপ সঙ্গে করি লহ। এই বেলা ধীরে ধীরে যাইব চলহ॥ আপনি যশোদা

রাণী যাইয়া তখন। গোপীগণ জনে জনে বলিল বচন॥ যে যে যাবে প্রভাসেতে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞেতে। সকলেতে উঠিয়া আইসহ শকটেতে॥ শুনি সব গোপীগণ সুসাজ করিল। শ্রবণেতে রাধা তবে গৃহে প্রবেশিল॥ আপনার সুসাজ করিল ততক্ষণ। পরিলেন প্যারী তবে উত্তম বসন॥ নানা আভরণ পরে অঙ্গে আপনার। হইল রাধার রূপ অতি চমৎকার॥ হেনকালে কুটিলে আসিয়া ততক্ষণ। রাধারে ভর্ৎসনা করি বলেন বচন॥ ভেরির শুনিয়া রব করি অনু-মান। বুঝি আজি প্রভাসেতে করিবে পয়ান॥ তেকারণে সজ্জা বুঝি হয়েছে তোমার। বিদেশেতে গিয়া কুল মজাবি দাদার॥ এতবলি সে কুটিলে ধাইয়া চলিল। রাধার সকল কথা আয়ানে কহিল॥ শ্রবণেতে ক্রোধ করি আয়ান চলিল। দাসে ভণে এই বার প্রমাদ ঘটিল॥

শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আয়ানের জ্ঞান প্রদান ও শ্রীমতির প্রভাসে যাত্রা।

হয়ে ক্রোধ মন, আয়ান তখন, চলে মারিতে শ্রীমতী। আয়ানে দেখিয়া, শ্রীমতী আসিয়া, ধরে অপূর্ব্ব মূরতী॥ গোলোক তথায়, দেখিবারে পায়, বিরাজেন ভগবান। কোটি চতুর্ম্মুখ, আসিয়া সম্মুখ, আছে সবে নম্রমান॥ এক পদে কেহ, লোটাইয়া দেহ, পদেতে করে প্রণাম। বাতাস চামরে, কোনজন করে, সিংহাসনে ঘনশ্যাম। বামেতে

বসিয়া, দেখিল চাহিয়া. আছেন বসি শ্রীমতী। দেখিয়া আয়ান, হয দিব্য জ্ঞান, নানামতে করে স্তুতি ॥ বলি গো তোমারে, কে চিনিতে পাবে, তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী। কখন সাকার, কভু মূলাধার, তুমি আদ্য সনাতনী ।। আমি অভা- জন, কি জানি স্তবন, অনন্ত মহিমা তব। তোমার যে অন্ত, না পান অনন্ত, প্রজাপতি আদি ভব। এতেক স্তবন, করিয়া শ্রবণ, আশ্বাস দেন শ্রীমতী। বলে হে আয়ান, যাহ নিজ স্থান, চরমে পাবে মুকুতি ।। আমি স্বরূপিণী, অনন্ত রূপিণী, মোর অন্ত কেবা পায়! এতেক বলিয়া, আশ্বাস করিয়', শ্রীমতী করে বিদায় ।। শকট উপরে, চলে পরস্পরে, যশোদাদি গোপীগণ। অন্য শকটেতে, গোপের সঙ্গেতে চলিলা নন্দ তখন ।। ক্রমে ক্রমে পথ ছাড়ায় তাবৎ, উত্তরিল অরণ্যেতে। দিবা অবসান, সূর্য্য অস্ত যান, স্যন্ধ্যাদেবি উপস্থিতে ।। ঘোর তমময়, সে রজনী হয়, দেখিতে না পায় কারে। যত গোপগণ, ত্রাসযুক্ত মন, ডাকিতেছে শ্রীকৃষ্ণেরে ।। কোথা নারায়ণ, বিপদ ভঞ্জন, রক্ষা কর এই দায়। অরণ্য আসিয়া, বিপদে পড়িয়া, আমরা ডাকি তোমায় ।। একবার হরি, গোবর্দ্ধন ধরি, রক্ষা কৈলে বৃন্দাবন। কালীয়ের কোপে, যত সব গোপে, বাঁচাও সবার জীবন ।। গোপগণ যত, ভয়েতে কম্পিত, শ্রীকৃষ্ণেরে স্তব করে। রাণী যশোমতী, আসি দ্রুতগতি, কহিতেছে শ্রীমতীরে ॥ তুমি সাধ্যাসতী, শুন গো শ্রীমতী,

লক্ষ্মীরূপা গোলোকেতে। কৈলাসে শিবাণী, ইন্দ্রের ই-ন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকেতে॥ রক্ষা কর দায়, ভয়ে প্রাণ যায়, আসি এই অরণ্যতে। কবিবর কয়, নাহি কর ভয়, ভাঙ্গিবে ভয় পরেতে॥

শ্রীমতী কর্ত্তৃক গোপ গোপীগণের ভয় মোচন ও
গোপ গোপিনী কর্ত্তৃক শ্রীমতীর স্তব।

গোপ গোপীগণ সবে ব্যাকুল হইল। দেখিয়া রাধার তবে দয়া উপজীল॥ ভয় নাহি বলি সবায় দিলেন আশ্বাস। জগত জননী মায়া করেন প্রকাশ॥ আপনার জ্যোতি তবে বাড়ান আপনি। ভুবন উজ্জ্বল রূপ ধরেন তখনি॥ তিমির বরণ রাত্র আছিল পূর্ব্বেতে। নাহি পেত গোপীগণ কাহারে দেখিতে॥ শ্রীমতীর রূপে বন উজ্জ্বল হইল। তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রিমা শোভিল॥ আলোক হইল সকল যত বনময়। গোপ গোপীগণের ঘুচিল তবে ভয়॥ করযোড় করি তবে গোপ গোপীগণ। ব্রহ্মময়ী জ্ঞানে সবে করিছে স্তবন॥ জয় জয় আদ্যাশক্তি রাধাবিনোদিনী। গোলোক বাসিনী তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী॥ আদ্যাশক্তি রূপা দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী। শিবের সর্ব্বস্ব ধন সতী সনাতনী॥ ব্রহ্মার সাবিত্রী তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। রোহিণী রূপেতে তুমি চন্দ্রের কামিনী॥ ত্রেতাযুগে সীতারূপ করিয়ে ধারণ॥ তোমার লাগিয়া রাবণ সবংশে নিধন॥ তব লাগি সাগ-

রেতে সেতুর বন্ধন। তব লাগি বালিরাজা হইল নিধন॥ তব লাগি লঙ্কা দগ্ধ কৈল হনুমান। তব লাগি মারিচ যে ত্যজিল পরাণ॥ কখন পুরুষ তুমি কখন রমণী। তোমার মহিমা যত কি জানে গোপিনী॥ এতবলি যশোদাদি যতেক কামিনী। স্তব করে সকলেতে যোড়করি পাণি॥ দেখিতে দেখিতে হয় প্রভাত তখন। প্রভাসেতে চলে তবে গোপ গোপীগণ॥ শকটেতে সকলেতে আরোহণ করে। ক্ষণে-কেতে প্রভাসেতে সকলে উত্তরে॥ শকট হইতে সবে নামিয়া ত্বরায়। প্রভাসের অভিমুখে সকলেতে যায়॥ নন্দ যশোমতী দোঁহে আগে আগে যায়। পশ্চাতেতে গোপ গোপী চলিল ত্বরায়॥ উপনীত প্রভাসেতে যত গোপগণ। দেখে সব দ্বারে বসি দ্বারি অগণন॥

উত্তর দ্বারের বিবরণ।

উত্তর দুয়ারে, আসিয়া উত্তরে, যত সব গোপগণ। সঙ্গে ধেনুপাল, কালান্তের কাল, করিছে সবে গর্জ্জন॥ সেই দ্বার পরে, সবে রক্ষা করে, অতি ভীষণ প্রহরি। হাতে লয়ে অশী, রহে দিবা নিশি, উষ্ণীক মস্তকোপরি॥ দেখি গোপগণ, বলিছে বচন, ছেড়ে দেহ পুরে যাব। রাম নারায়ণ, করিব দর্শন, মোরা নয়নে হেরিব॥ এই অভিপ্রায়, এলেম হেথায়, শুন ওরে দ্বারিগণ। যজ্ঞ দেখিবারে, এলেম সত্বরে, কেন কর নিবারণ॥ ইনি

গোপপতি, নন্দ মহামতি, বাস হয় বৃন্দাবনে। তোদের নৃপতি, ইহাঁর সন্ততি, সেই রাম নারায়ণে। শুনি দ্বারিগণ, হাসে সর্ব্বজন, বলে কি বলিলে সবে। বৃন্দাবন মাঝ, ইনি গোপরাজ, কৃষ্ণ ইহারো পুত্র হবে॥ যেই নারায়ণ, জগত তারণ, সকলেতে পূজা করে। কোন মুখে আর ইনি পিতা তাঁর, করিলে হেন উত্তরে॥ মিথ্যা না বলহ, হেথা হইতে যাহ, বলি সবে ধাক্কা মারে। যত গোপপাল, গোপাল গোপাল, বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ নন্দ মহামতি, শোকে দগ্ধ অতি, গোপগণ সঙ্গে ছিল। দ্বারিরে রুষিয়া, ফেলিল ঠেলিয়া, নন্দ ভূতলে পড়িল॥ করি হাহাকার, কান্দে অনিবার, বলে কোথা নীলমণি। আমি তোর পিতা, এতেক যোগ্যতা, দ্বারিরে মারে আপনি॥ ওরে নন্দলাল, একে বৃদ্ধ কাল, কোন্ দিনে মৃত্যু হবে। তব চন্দ্রানন, করিলে দর্শন, বাসনা মম পূরিবে॥ হারেরে কানাই, তব দয়া নাই, রাখি বৃদ্ধ পিতা মাতা। কেমন করিয়া, রয়েছিস ভুলিয়া, দেখা দেরে আসি হেথা॥ ওরে রাম কানু, বাজাইয়া বেণু, আসিতে মম গৃহেতে। যশোদা আপনি, লয়ে ছানা ননী, দিত তোর বদনেতে। সে দিন এখন, হৈলি পাসরণ, আমা সবে ভুলে গেলি। মথুরা আসিয়া, কংসেরে বধিয়া, নৃতন নৃপতি হলি॥ কংস কারাগারে, পিতা আর মাতারে, উদ্ধার করি এখন। আছ সচ্ছন্দেতে, মধু ভুবনেতে, হলে

নবীন রাজন ॥ গিয়া বৃন্দাবন, ওরে বাছাধন, কে আর চরাবে ধেনু। কে আর নাচিবে, মা বলে ডাকিবে, কে আর বাজাবে বেণু॥ ওরে-বাছাধন, বলহ বচন, কে দিবে পাছুকা আনি। কে জল লইয়া, আসিবে ধাইয়া, বলহ আমারে বাণী ॥ এরূপেতে যত, খেদ করে কত, হয়ে নন্দ শোকান্বিত। কহে কবিবরে, পশ্চিম দুয়ারে শুন কথা অপ্রপিত।

পশ্চিম দ্বারের প্রসঙ্গ।

গোপের বালক যত পশ্চিম দুয়ারে। কানাই কানাই বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ শুন শুন ওরে ভাই কানাই বলাই। যত ডাকি তোমাদের উত্তর না পাই ॥ নিষ্ঠুর হইলে কেন বল বল বল। কান্দিতে কান্দিতে সবার চক্ষে বহে জল ॥ দ্বারি বলে যাহো সব নেড়কা বালাগণ। কি কারণে দ্বারে বসি করিছ রোদন ॥ নব বয়েশ দেখিতেছি তোমা সবাকার। কি কারণে কান্দ কেন বসিয়ে এ দ্বার ॥ ছাড় ছাড় গোল ছাড় যাহ স্থানান্তরে। মহারাজ শুনিলে পড়িবে আতান্তরে ॥ শুনিয়া সুবল বলে করি কৃতাঞ্জলি। দ্বার ছেড়ে দেহ দ্বারি দেখি বনমালী ॥ বহু দিন তাঁর সহ নাহি দরশন। ভাই কানায়ের সঙ্গে করিব মিলন ॥ বৃন্দাবনে পূর্ব্বেতে আমরা যত জন। কানায়ের সঙ্গে করি গোষ্টে গোচারণ ॥ এক যুগ এক আত্মা আমরা সকলে। করে

ছিলাম বৃন্দাবনে লীলা কুতুহলে॥ সেই দিন আর কবে হইবে আমার। রাম কৃষ্ণের শশী মুখ দেখিব আবার॥ একবার দ্বার ছেড়ে দেহ দ্বারিগণ। কৃষ্ণের সহিত করি কথোপকথন॥ দ্বারিগণ বলে তবে থাকহ সকলে। এক্ষ-ণেতে হোম যজ্ঞ হয় যজ্ঞস্থলে॥ এতেক বলিয়া সবে করে নিবারণ। গোপ শিশুগণ সবে করিল গমন॥ কান্দে গোপ শিশুগণ হইয়া আকুল। নয়নের জলে ভাসে অঙ্গের দুকুল॥ বলে ওরে কানাই তোর একি বিবেচনা। তোর দ্বারে সকলেতে করি আনাগোণা॥ কিছু দয়া নাহি তোর ওরে রে নিষ্ঠুর। একবার দেখা দিয়ে দুঃখ কর দূর॥ গোষ্ঠে মোরা খেলিতাম সবে একাসনে। উচ্ছিষ্ঠ দিয়াছি কত তোমার বদনে॥ অনাসেতে খেতে তুমি ওরে প্রাণের ভাই। এখন কি হৈনু পর ওরেরে কানাই॥ এই রূপে শিশুগণ করিছে রোদন। চতুর্থ দ্বারের কথা শুন বিবরণ॥

চতুর্থ দ্বারের বিবরণ।

রাধা সহ গোপীগণ, পূর্ব্বদ্বারে আগমন, করিলেন অতি আনন্দেতে। রূপে পূর্ণ শশী যিনি, যেন গজেন্দ্র গামিনী, রাধা রূপে হেরি সকলেতে॥ নক্ষত্রের মধ্যে শশী, যেন শোভা সুপ্রকাশী, রাধারূপে মোহ দ্বারিগণ। এক দৃষ্টে সবে চায়, বলে রূপ কিবা হায়, হেন রূপ না দেখি কখন॥ সকলেতে ঐক্য হয়ে, দ্বারে পৌঁছিল যাইয়ে,

বলে দ্বারি দ্বার ছেড়ে দাও। বলি রে তোমা সবারে, দেখিব তব রাজারে, দ্বার ছাড় মোর মাথা খাও ॥ শুনি দ্বারি ব্যাঙ্গ করে, বলিছে যত গোপীরে, কোথা থেকে এলে গো তোমরা। তোমাদের কোথা ধাম, বল কিবা হয় নাম, পরিচয় দেহ সবে ত্বরা ॥ বৃন্দে বলে সমুদয়, শুন দ্বারি পরিচয়, বৃন্দাবনে আমাদের ধাম। হই গোপের নন্দিনী, কৃষ্ণ প্রেম কাঙ্গালিনী, বৃন্দাবলি হয় মম নাম ॥ ইনি রাজা বৃন্দাবনে, খ্যাতি হন রাধা নামে, তব রাজা ইহার কোটাল। পূর্ব্বেতে করে কোটালি, নাম হলো বনমালী, মথুরাতে নব মহীপাল ॥ জানাহ তব রাজারে, রহিলাম মোরা দ্বারে, লয়ে যেতে বলহ রাজায়। না করিলে অব্যর্থন, না হবে তথা গমন, কহ গিয়া রাজারে ত্বরায় ॥ শুনি ক্রোধে কহে দ্বারি, যতেক অবোধ নারী, বলতে ভয় না হলো তোমার। আমাদের রাজা আসিয়ে, যাবে তোমাদের লয়ে, অভ্যর্থনা করিয়া তাহার ॥ ভাগ বেশ্তীগণ যত, বক বক কর মত, মহারাজ শুনে কি বলিবে। এতবলি যষ্ঠী করে, উছাইছে গোপীনীরে, বলে যাহ এথা হইতে সবে ॥ যদি কর হেথা গোল, হবে বড় গণ্ডগোল, আসিছে কত নরপতিগণ। থাকিলে হেথা দাণ্ডায়ে, লোক যাবে কি বলিয়ে রাজদণ্ড হবে সর্ব্বজন ॥ বৃন্দা বলে দ্বারিগণ, কেন কর নিবারণ, দেখিব মোরা তোমার রাজায়। এক বার দেহ সংবাদ, দেখে পূরাই মন সাধ, এটি কত বাক্য

বলি তায়॥ শুনে কহে দ্বারিগণ, শুন সব নারীগণ, আমাদের যিনি রাজা হন। কত যোগেন্দ্র মণিন্দ্র, ধ্যানে নাহি পায় ইন্দ্র, আমাদের নৃপতি চরণ॥ কত যোগী ঋষি-গণ, তপকরে অগণন, দরশন না পায় তাহার। তোমা-দের বড় জারি, যতেক অবোধ নারী, রাজ নিন্দা কর বারে বার॥ না পারিব ছেড়ে দিতে, যাহ সবে অন্য পথে, অন্য দ্বারে করহ গমন। রাজ নিন্দে করে যেজন, তাহার মুখ দরশন কভু মোরা না করি কখন॥

নন্দ যশোদার কথোপকথন ও দ্বারির প্রতি বিনয়।

দ্বারিরে বিনয় করি যশোদা তখন। বলে দ্বার ছাড় দ্বারি ওরে বাপধন॥ সামান্য ধনের আমি নহি কাঙ্গালিনী। কৃষ্ণধন কাঙ্গালিনী জানিবেরে বাণী॥ পশ্চাতেতে দাণ্ডা-ইয়ে নন্দ উহার নাম। গোপরাজ নাম উহার বৃন্দাবনে ধাম॥ যশোদা আমার নাম ওরে বাছাধন। কৃষ্ণধনের মাতা আমি জানিবে কারণ॥ এনেছি কৃষ্ণের তরে দেখহ নবনী। কৃষ্ণের বদনে দিব এই মনে গণি॥ একবার দ্বার ছাড় ওরে বাছাধন। গোপালের চন্দ্রমুখ করি দরশন॥ শুনি দ্বারিগণ বলে ওরে কাঙ্গালিনী। আমাদের মহারাজার হও কি জননী॥ এতেক মনেতে তুমি করিতেছ আশা। শৃগাল হইয়া কর সিংহ গৃহে বাসা॥ পেঁচক হইয়া ইচ্ছা

শুক পক্ষ হোতে। বাঙ্ন হইয়া চাহ চন্দ্রকে ধরিতে ॥ যাহ যাহ কাঙ্গালিনী না কর এ আশ। বিপদে পড়িবে বড় হইলে প্রকাশ ॥ এতবলি ধাক্কা দিয়া ফেলে যশোদারে। গোপাল বলিয়া রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ নন্দ বলে বলেছি যে তোমারে তখন। মিছে কেন এত দূরে আইলে এখন ॥ কৃষ্ণ ধন যদি তব হইত নন্দন। অবশ্য আসিয়া দেখা দিত এইক্ষণ ॥ কংসেরে করিয়া বধ হয়েছে নৃপতি। সে ভাব কৃষ্ণের আর নাহিক সংপ্রতি ॥ মিছে কেন তবে মোরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। চল চল বৃন্দাবনে যাই মোরা চলি ॥ যশোদা বলেন শুন ওহে গোপপতি। কি লইয়া বৃন্দাবনে যাইব সংপ্রতি ॥ যদ্যপি নিষ্ঠুর মোরে হইল নন্দন। তবে আর এদেহেতে কিবা প্রয়োজন ॥ যমুনার জীবনেতে ডুবিব এখনি। পর জন্মে গোপালের হইব জননী ॥ যাহ যাহ গোপরাজ যাহ বৃন্দাবন। আমার অপেক্ষা আর না কর এখন ॥ এত বলি করাঘাত হানি বক্ষঃস্থলে। ধরণী লোটায় রাণী পড়ি ভূমিতলে ॥ গোপাল গোপাল বলি ডাকে ঘনে ঘন। অন্তর জামিনী কৃষ্ণ জানিলা তখন ॥ বলরাম প্রতি কৃষ্ণ ইশারায় কন। বলে দাদা সর্ব্বনাশ হয়েছে এখন ॥ দ্বারে কান্দে মা যশোদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। দ্বারিগণ দ্বার নাহি ছাড়ে গো সকলে॥ এত বলি দুই ভাই উত্তরে তখন। অপরাধ ক্ষম বলি ধরিল চরণ ॥

যশোদার প্রতি রাম কৃষ্ণের বিনয়।

যেই দ্বারে যশোমতী পড়িয়া ধরায়। দ্রুতগতি রাম কৃষ্ণ সেই দ্বারে যায়॥ দেখে রাণী গড়াগড়ি যায় ভুমিতলে। যোড়কর করি তবে রাম কৃষ্ণ বলে। অপরাধ হইয়াছে ক্ষমগো জননী॥ সন্তানের অপরাধ না লও আপনি॥ এত বলি দুই জনে ধরিল চরণ। বিস্ময় হইল দেখি যত দ্বারি-গণ॥ সন্তোষ হইয়া রাণী উঠিয়া তখন। দুই ক্রোড়ে করি-লেন দুইটী নন্দন॥ যেই ছানা ননী এনেছিলেন যতনে। দিতে লাগিলেন রাণী দোঁহার বদনে॥ ভকত বৎসল হরি ভকতের সার। যশোদার করিলেন সে ননী আহার॥ বিস্ময় মানিয়া সবে বলিল বচন। ধন্য ধন্য যশোমতী তুমি গো এখন॥ পূর্ব্ব জন্মে কত মাগো পুণ্য করেছিলে। তেই রাম নারায়ণে কোলেতে পাইলে॥ একবার দেখাও মা তোমার নন্দন। যুগল রূপেতে যেন পাই দরশন॥ শুন মা যশোদা রাণী কত পুণ্য কৈলে। তেঁই লক্ষ্মী নারায়ণে গৃহেতে পাইলে॥ এতবলি পুরবাসী শত শত জন। রাণীরে মিনতি করি বলিছে বচন॥ ওরে বাপু কৃষ্ণধন বলিরে তোমায়। পুরবাসিগণ সবে দেখিবারে চায়॥ যুগল রূপেতে সবে দেহ দরশন। সার্থক হইবে বাছা সবার জীবন॥ জন-নীর আজ্ঞা কৃষ্ণ লঙ্ঘিতে না পারে। দ্বিভুজ মুরারি বেশ তখনি যে ধরে॥ অপূর্ব্ব মোহন বেশ গলে বনমালা। শিখিপুচ্ছ চুড়া হয় অর্দ্ধ বামে হেলা॥ অলকা আবৃত শশী

শ্রীমুখমণ্ডল। সুবর্ণের আভরণে করে ঝলমল॥ ভৃগু পদ বক্ষস্থলে অতি শোভাকর। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চরণ উপর॥ বামেতে শ্রীমতী আসি দাণ্ডান তখন। ধরিলা অপূর্ব্ব রূপ প্রভু নারায়ণ॥ ত্রৈলোক্যের রূপ ধরি দাণ্ডান শ্রীমতী। দরশন করে সবে অপূর্ব্ব মূরতি॥ যেই জন যেই স্থানে বসিয়া আছিল। হেরিয়া যুগল রূপ মূর্চ্ছিতা হইল॥ চেতন পাইয়া সবে করিছে স্তবন। মহেশচন্দ্র দাসে ভণে শুন ভক্তগণ॥

শ্রীকৃষ্ণের যুগল রূপ দর্শনে দেবতা ও মানবগণের স্তব।

যত দেবগণ, উঠিলা তখন, ব্রহ্মা আদি মহেশ্বর। কুবের বরুন, চন্দ্রিমা অরুন, আর উঠে বৈশ্বানর॥ স্বগণে শিবানী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, ইন্দ্র সহ দাণ্ডাইল। যক্ষ রক্ষ আর, গন্ধর্ব্ব কুমার, সকলে মগন হলো॥ দেবকী রোহিণী আর নন্দ রাণী, বসুদেব আদি করি। নন্দ উপানন্দ, হইয়া আনন্দ, আর যত গোপনারী॥ শ্রীকৃষ্ণ রমণী, যত সব ধনি, লগ্নাজীতা জাম্বুবতী। সত্যভামা আর, দাণ্ডায় অপার, আর যে রুক্মিণী সতী॥ রতির সংহতি, কাম মহামতি, অনিরুদ্ধ আদি সব। গলে বস্ত্র দিয়া, কৃতাঞ্জলি হৈয়া, চারি দিগে করে স্তব॥ নমো নারায়ণ, পতিত পাবন, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি। তুমি ভগবান, ভবে কর ত্রাণ, পাপীর নাশ দুর্গতি॥ তোমার যে অন্ত, না পান অনন্ত, সহস্র মুখে

আপনি। মোরা অকিঞ্চন, কি জানি স্তবন, শুন প্রভু চক্র-পাণি॥ মৎস্য রূপ ধরি, বেদেরে উদ্ধারি, করিলে ক্ষিতি সৃজন। বরাহ আকারে, নাশিলে দৈত্যেরে, হিরণ্য কশ্যপের নিধন॥ বামন আকারে, ছলিলে বলিরে, রাখিলে পাতাল পুরে। ভৃগুরাম রূপে, নাশ সব ভূপে, রাজ প্রতাপ গেল দূরে॥ তৎপরে শ্রীরাম, ওহে ঘনশ্যাম, হলে দশরথের নন্দন। রাবণে সবংশে, মারিলে অনাশে, ওহে প্রভু নারায়ণ॥ ওহে মহাবিষ্ণু, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ, হইযাছ ভগবান। পাপী ত্বরাইতে, আইলে ভারতে, ভবে বর পরিত্রাণ॥ এই রূপে যত, দেব দেবী কত, সবে করিতেছে স্তুতি। সবাকারে বর, দেন দামোদর, যেই ভাবে যার মতি॥ হৃদয় ভিতরে, দেখেন কৃষ্ণেরে, যেই ভাবে যেই চায়। বাৎসল্লের ভাবে, দেখে বসু দেবে, দেবকী সুন্দরী তায়॥ নন্দ যশোমতী, দেখেন সন্ততি, গোপাল আছে দাণ্ডায়ে। কৃষ্ণের রমণী, সবে অনুমানি, প্রাণনাথেরে হৃদয়ে॥ পার্ব্বতী শঙ্কর, ভাবেন অন্তর, ইনি পরমেশ গুরু। যত ভক্তগণ, ভাবেন তখন, হৃদে বাঞ্ছাকল্পতরু॥ পরস্পর সবে, এই মতেভবে, ভাবে দেব দেবিগণ। ত্রিপদীর ছন্দে, কহে মহেশচন্দ্রে, চরমে দিবে দর্শন॥

শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ পুর্ণ ও দেব দেবীগণের বিদায়।

এই রূপে দরশন দিয়া ভক্তগণ। হৃদয় হইতে হরি হন

অদর্শন ॥ পুনর্ব্বার মায়াচ্ছন্ন করে সর্ব্বজনে। মনে মনে ভাবে সবে হেরিনু স্বপনে ॥ তদন্তরে আনন্দিত হয়ে রাম হরি। প্রভাসের তীরে তবে যজ্ঞ পূর্ণ করি ॥ সূর্য্যের হইল মুক্ত দেখিতে দেখিতে। শঙ্খ ঘণ্টা নানা বাদ্য লাগিল বাজিতে ॥ গঙ্গাজলে সবে করে স্নানাদি তর্পণ। ব্রাহ্মণেরে দান দেন নানা রত্ন ধন ॥ তদন্তরে সকলেতে ভোজন করিল। একে একে দেবগণ বিদায় হইল ॥ গেলেন কৈলাস পুরে পার্ব্বতী শঙ্কর। কুবের বরুণ যান যম পুরান্দর ॥ দ্বাদশ ভাস্কর যান আপনার স্থানে। নক্ষত্র সহিত শশী চলেন বিমানে ॥ নদনদী বৃক্ষ আদি পর্ব্বত কন্দর। কৃষ্ণেরে প্রণাম করি চলে স্থানান্তর ॥ কর যোড় করি তবে প্রভাস তখন। নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণেরে করেন স্তবন ॥ বলে প্রভু আমি ধন্য হৈনু ধরাপরে। আপনি করিলে যজ্ঞ আমার যে তীরে ॥ শত বর্ষ তপ করি কত যোগীগণ। নাহি পায় আপনার যেই শ্রীচরণ ॥ হেন চরণারবৃন্দ পড়িল হেথায়। আমা সম ভাগ্যবান কে আছে ধরায় ॥ শুনি কৃষ্ণ কন তবে প্রভাসের প্রতি। শুনহ প্রভাস তুমি আমার ভারতী ॥ অদ্যাবধি মহাতীর্থ হইল প্রভাস। তব তীরে যজ্ঞ শ্রাদ্ধ করিলে প্রকাশ ॥ সপ্তম পুরুষ তার স্বর্গেতে যাইবে ॥ আমার বচন কভু অন্যথা নহিবে ॥ এতেক বচন যদি কন গদাধর। শুনিয়া প্রভাস হয় সানন্দ অন্তর ॥ আপনার স্বস্থানেতে করেন গমন। এখানেতে শুন পরে আর বিব-

রণ ॥ নন্দকে পাইয়া বসু আনন্দিত মন। যথোচিত রূপেতে করিল সম্ভাষণ॥ গোপগণ সহ লয়ে আয়াস ভিতর। ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া তোষে যত গোপচর॥ বলে সখা কিবা ভাগ্য আমার আছিল। পুত্র ভাবে ভগবান আপনি জন্মিল ॥ কত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ছিল দৈবকীর। রত্ন গর্ভা পুত্র গর্ব্বে ধরে যদুবীর ॥ তোমার পুণ্যের কথা না পারি বলিতে। পুত্র ভাবে নারায়ণ পালিলে গৃহেতে ॥ দুরাচার দুষ্টকংস রাখে বন্ধ করে। দৈবকীর সহিত মোরে রাখে কারাগারে ॥ নন্দ বলে যেইমত করিল আচাব। অচিরে হইল দুষ্ট সমূলে সংহার॥ মনে না করহ সখা সে সব বচন। যেমন করিল কর্ম্ম হইল তেমন ॥ এক্ষণে বিদায় দেহ যাই নিজালয়। এসেছি অনেক দিন ত্যজিয়া আলয়॥ বসু বলে থাক সখা দিনকত আর। যাইবে আপন গৃহে ভাবনা কি তাঁর ॥ যশোদারে পাইয়া দৈবকী আনন্দিত। ক্রমে ক্রমে দোঁহাকার হয় মনপ্রীত ॥ আনন্দের লেশ নাহি রুক্মিণীর মনে। সদাই বসিয়া রহে বিরস বদনে ॥ বলে চক্রীর কিবা চক্র না বুঝি কারণ। রাধারে প্রণাম করি একি অলক্ষণ॥ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রাধা আমার সে সতা। প্রণাম করিনু তারে কি লজ্জার কথা॥ সকলি কৃষ্ণের মায়া বুঝিনু এখন। আমারে করিলে ছোট একি কুলক্ষণ। বলিতে বলিতে ক্রোধ অধিক বাড়িল। অঙ্গ আভরণ যত খুলিয়া ফেলিল ॥ মলিন বসন পরি ধূলাতে

শয়ন। ক্ষণে ক্ষণে আত্মনাদে করিছে রোদন।। অন্তর যামিনী হরি জানিলেন মনে। দাসে ভণে উপনীত শয়ন ভবনে।।

রুক্মিণীর অবস্থা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা ও রুক্মিণীর প্রতিজ্ঞা।

গৃহে আসি হৃষিকেশ, হইয়া উন্মত্ত বেশ, রুক্মিণীরে ডাকেন তখন। কোথায় না দেখে তাঁরে, জিজ্ঞাসেন সকলেরে, রুক্মিণীর বিশেষ বচন॥ সত্যভামা হেনকালে, কৃষ্ণেরে আসিয়া বলে, শুন শুন ওহে রমাপতি। কি জন্যে মানিনী হয়ে, ঐ গৃহে আছে শুয়ে, রুক্মিণীর হের গে দুর্গতি॥ অন্তর যামিনী হরি, চলিলেন ত্বরাকরি, যথা আছে শয়নে রুক্মিণী। ধূলাতে লুণ্ঠিত কায়, যেন পাগলের প্রায়, আছে দেবি পড়িয়া ধরণী॥ দেখি হরি রুক্মিণীরে, তুলিলেন হস্ত ধরে, জিজ্ঞাসেন বিশেষ বচন। কি জন্যে পড়ে ধূলায়, আভরণ নাহি গায়, মলিন বদন কি কারণ।। কহ কহ বিধুমুখী, কি হেতু অন্তরে দুঃখি কি কারণে এত অভিমান॥ প্রাণ মম সচঞ্চল, বিবরণ বল বল, শ্রবণে সুস্থির হউক প্রাণ॥ কৃষ্ণেরে কন রুক্মিণী, কেন জ্বালাও গুণমণি, যাহ তব যথায় শ্রীমতী। ত্যাগ কর হে আমারে, বামেতে বসায়ে তারে, আমি আবার করিনু প্রণতি। ওহে কৃষ্ণ-কল্পতরু, তুমিতো নাটের গুরু, তব মায়া বুঝা নাহি যায়।

কারে ভাঙ্গ কারে গড়, তোমার চরণে গড়, কি বল বঞ্চনা হে আমায় ॥ ধরিয়া অপুর্ব্ব বেশ, মোহ কৈলে সব দেশ, সকলেতে করিল প্রণাম। তব মামায় মুগ্ধ মতি, আমি প্রণমি শ্রীমতী, শুন ওহে নব ঘনেশ্যাম ॥ ধিক্ ধিক্ হে আমারে, প্রণমিনু সতায়েরে, তব মহে অহে নারায়ণ। তব মায়া বোঝা ভার, অন্ত কে জানে তোমার, আমি নারী না জানি কারণ ॥ শুনি কৃষ্ণ হাসিকন, শ্রীরাধা সামান্য নন, আদ্যাশক্তি ময়ী শ্রীরাধিকা। কখন রমণী হন, পুরুষ হন কখন, কভু হন আপনি কালিকা ॥ কভু থাকেন গোলোকেতে, কভু কৈলাস পুরেতে, ব্রহ্মলোকে থাকেন কভু তিনি। আমি ভব কর্ণধার, মহিমা না জানি তাঁর শুন ওহে প্রিয়সী রুক্মিণী ॥ রুক্মিণী বলেন কান্ত, যদি তাহারে নিতান্ত, কালী রূপে দেখাইতে পারে। তবে প্রভু সত্য মানি, স্তব করিব আপনি, এই সত্য কহিনু তোমারে ॥ শুনিয়া রুক্মিণী বাণী, কহিলেন চক্রপাণি, কল্য রাধায় দেখাইব কালী। মহেশ্চন্দ্র দাসে ভণে, শুন সব ভক্তগণে, হৃদপদ্মে ভাব বনমালী ॥

শ্রীমতীর কালী রূপ দর্শনে রুক্মিণী কর্ত্তৃক স্তব।

কথোপোকথনে হয রজনী প্রভাত। পূর্ব্ব দিক প্রকাশিত হন দিননাথ ॥ গোপনেতে চক্রপাণি যাইয়ে তখন। শ্রীরাধারে কহেন রুক্মিণী বিবরণ ॥ দর্শন যে কালীরূপ করিবে তোমার। নিতান্ত রুক্মিণীর বাঞ্ছা হইয়াছে এবার ॥

রাধা বলে কালী রূপ হইব কেমনে। বিশেষ করিয়া বল শুনিব শ্রবণে॥ আয়ানের ভয়ে হরি হয়েছিলে কালী। আপনি ধরহ রূপ ওহে বনমালী॥ কৃষ্ণ কন কালী রূপ না ধরিব আর। আমি কালী হইলে সে হইবে প্রচার॥ তোমারে দিলাম বর শুনহে শ্রীমতি। এখনি ধরিবে তুমি কালিকা মূরতি॥ এতেক বলিয়া তবে দেব গদাধর। কাত্যায়নী স্মরণ করেন অতঃপর॥ কৃষ্ণের শরণে দেবি আইলা ত্বরিত। যথায় আছেন কৃষ্ণ রাধার সহিত॥ প্রণাম করিয়া দেবি বলেন বচন। কি কারণে দয়াময় করিলে শরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাগো নিবেদি তোমারে। কালী রূপ অঙ্গ তব দেহ মা রাধারে॥ রুক্মিণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যামিনীতে। শ্রীমতীর কালী রূপ পাইলে দেখিতে॥ তবেতো রাখিবে প্রাণ নতুবা মরিবে॥ রুক্মিণীরে কালী রূপ দেখাইতে হবে। অন্তর যামিনী দেবি জানিয়া তখন॥ শ্রীরাধারে দেন শক্তি করিতে ধারণ। দেবির শক্তিতে রাধার শক্তি উপজীল॥ অপূর্ব্ব শ্রীকালী রূপ আপনি ধরিল। লহ লহ জিহ্বা হৈল মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। হইল অদ্ভুত কোটিদেশে নরকর॥ চতুর্ভূজা ত্রিনয়না মুণ্ডমালা গলে। দক্ষিণ করেতে অশী মুণ্ড করতলে॥ দেখিয়া বিস্ময় হৈল যত দেবগণ। বলে রাধা কালী রূপ এ আর কেমন॥ পুষ্প বরিষণ করে রাধার উপরে। রাধা কালী বলি নাম থুইলা অমরে॥ তদবধি রাধা কালী হইলা উৎপতি। রুক্মিণীবে

দেখাইলা কমলার পতি ॥ কালী রূপ দরশন করিয়া রুক্মিণী। স্তব করে শ্রীরাধারে আসিয়া আপনি ॥

রুক্মিণী কর্ত্তৃক রাধা কালীর স্তব।

কালী কুলকুণ্ডলিনী, উমা ধূমা কাত্যায়নী, রাজ রাজেশ্বরী নৃসিংহ বাহিনী। কপালিনী কালি রাত্রী, ক্ষেমঙ্করী বিশ্ব ধাত্রী, গাইত্রী সাবিত্রী সুরেসানি ॥ ষোড়শী মাতঙ্গী বামা, চণ্ডীকা চামুণ্ডা শ্যামা, হর মনোরমা কাল রুপিণী। গিরিশ গৃহিণী গৌরী, রুদ্রাণি জগতেশ্বরী, যোগ মায়া যশোদা নন্দিনী ॥ ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী, মহাদেবী মহেশ্বরী, শঙ্খেনী শূলিনী, ত্রাহি তারিণী। সর্ব্বানী সর্ব্বমঙ্গলা, আনন্দময়ী বগলা, মুক্তকেশী মহিষ মর্দ্দিনী ॥ ভৈরবী ভূত ভাবিনী, নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী, কপাল মালিনী কাল কামিনী। সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যা, বৈষ্ণবী বিমলা আদ্যা, নারায়ণী তুমি মা তারিণী ॥ জগদম্বা যজ্ঞেশ্বরী, সুবচনী শুভঙ্করী, অন্নপূর্ণা শিব সিমন্তিনী। শঙ্করী ভুবনেশ্বরী, দয়াময়ী দিগম্বরী, দাক্ষায়ণী দনুজ দলনী ॥ দুর্গা হৈমবতী সতী, বিশালক্ষ্মী কামবতী, লক্ষ্মী রূপে থাকহ ধবণী। অর্পনা অম্বিকা তারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, নিরাকারা শক্তি সনাতনী ॥ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, মহা লক্ষ্মী শাকম্ভরী, রাজ রাজেশ্বরী নৃসিংহ বাহিণী। তোমার মহিমার অন্ত, অনন্ত না পান অন্ত, আমি তার মহিমা কি জানি ॥ কারে ভাঙ্গ

ঘসিয়া ক্ষয় করিল তাহার ॥ যেই টুকু বাকী ছিল সাগরে ফেলিল। রাঘব বয়ালি মৎস্য আসিয়া গ্রাসিল ॥ সাগরের তীর হয় নলখাকড়ার বন। তদন্তর শুন সবে দৈবের ঘটন ॥ একদিন ছল করি দেব নারায়ণ। যমুনার নীরে যান স্নানের কারণ ॥ কথায় কথায় দ্বন্দ্ব হইল সবার। পরস্পর মারামারি করে অনিবার ॥ দেখি হরি নিজ বংশ ধ্বংস করিবারে। নলখাকড়ার বৃক্ষ দেখান সবারে ॥ তাহা লয়ে মারামারি করে পরস্পর। ক্ষয় হয় যদুবংশ নাহি রহে আর ॥ সবার সংহার দেখি দেব নারায়ণ। দাসে ভণে ভাবিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমন।

যদুবংশ ধ্বংস করি, ভাবেন আপনি হরি, আর নাহি এখানেতে রব। গোলোকে যাইব ত্বরা, ত্যাগ করি বসুন্ধরা, এত বলি ভাবেন কেশব ॥ এতেক ভাবিয়া মনে, ডাকি রামে ততক্ষণে, বলে দাদা করি নিবেদন। আগত যে কলিকাল, আর রব কতকাল, গোলোকেতে যাব দুই জন ॥ চল চল ত্বরাকরি, নরদেহ পরিহরি, যদি তব থাকে ইচ্ছা মনে। হয়ত কলি প্রবল, অতি সে কপট খল, কি জানি কি করে এইক্ষণে ॥ বলিতে বলিতে কথা, বিমান আইল তথা, রথে আরোহিয়া দুই জন। হেনকালেতে রুক্মিণী তথায় আসি আপনি, কহিলেন কৃষ্ণেরে তখন ॥

শুন নাথ নিবেদন, গোলোকে হবে গমন, আমি কি থাকিব একাকিনী। করণা আমায় নিগ্রহ, বর আমায় অনুগ্রহ, সঙ্গে করি লহ চিন্তামণি॥ কৃষ্ণ কন কেন প্রিয়ে, মর্ত্তে রবে কি লাগিয়ে, মম রথে কর আরোহণ। বলিতে বলিতে কথা, বিমান আইল তথা, রথ আনে সারথি তখন॥ রাম কৃষ্ণ দুই জন, উঠিলেন তৎক্ষণ, সত্যভামা সহিত রুক্মিণী। নাগ্নজীতা জাম্বুবতী, উঠে রথে দ্রুতগতি, বসুদেব দৈবকী রোহিণী॥ কৃষ্ণের পার্শ্বদগণ, বিমানে উঠে তখন, শ্রীদাম সুদাম আদি করি। দেখি লক্ষ্মীর গমন, করিছে সবে রোদন, রুক্মিণীর যত সহচরী॥ দেখিতে দেখিতে তায়, বিমান চলিয়া যায়, উপনীত বৈকুণ্ঠ নগরে। ব্রহ্মা আদি সুরগণ, চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, চারিদিগে সবে স্তব করে॥

নন্দ যশোদার বৈকুণ্ঠে গমন।

এখানেতে নন্দরাজ আর যশোমতী। শ্রীকৃষ্ণের শোকে সবে শোকান্বিত অতি॥ কাননেতে গিয়া দোঁহে তপ আরম্ভিল। তপস্যা করিয়া দোঁহে জীবন ত্যজিল॥ বৃন্দাবনবাসি যত ছিল গোপগণ। শরীর ত্যজিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভবন॥ পশু পক্ষ আদি করি জীবন ত্যজিয়া। গোলোকে চলিয়া গেল আনন্দ হইয়া॥ ক্ষণে ক্ষণে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ। শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য কথা হৈল সমাপন॥ মহেশচন্দ্র দাস দে করে নিবেদন। চরম কালেতে হরি দিও শ্রীচরণ॥

সমাপ্তঃ।

রাধা কৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন।